বেকারত্বমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে

HTML CSS Photoshop

এইচটিএমএল, সিএসএস এবং ফটোশপ

পরিপূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরির কৌশল

রচনা এবং সম্পাদনায়

(আরিফুল ইসলাম শাওন)

এইচটিএমএল, সিএসএস এবং ফটোশপ

পরিপূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরির কৌশল

(আরিফুল ইসলাম শাওন)

সর্বসত্ত্ব এবং কপিরাইট

rangpursource
try to.....change life yourself

এইচটিএমএল, সিএসএস এবং ফটোশপ

পরিপূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরির কৌশল

প্রকাশক

রংপুরসোর্স

রংপুর, বাংলাদেশ।

ইমেইলঃ info@rangpursource.com

ওয়েবসাইটঃ http://www.rangpursource.com

টেক ব্লগঃ http://www.blog.rangpursource.com

ফেসবুক পেজঃ https://www.facebook.com/RangpurSource

ফেসবুক গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/rangpursource/

টুইটার প্রোফাইলঃ https://twitter.com/rangpursource

ইউটিউব চ্যানেলঃ https://www.youtube.com/user/rangpursource

ভার্সন - ১.০

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ২০১৪

© কপিরাইট এবং সর্বসত্ত্ব ২০১৪, রংপুরসোর্স।

রংপুরসোর্স থেকে প্রকাশিত ইবুকগুলো একান্তই রংপুরসোর্সের কপিরাইট এবং সর্বসত্ত্ব! লেখক এবং প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বিনা মূল্যে অন্য কারও সাথে প্রিন্ট কপি অথবা পিডিএফ কপি বিনিময়, কোন অংশ সংযোজন বা বিয়োজন না করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। কোথাও কোন অংশ সংযোজন বা বিয়োজন প্রয়োজন হলে বা আপনার কোন সাজেশন থাকলে যেকোনো সময় আপনার সেই সাজেশন আমাদের মেইল অথবা সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্কে জানান! আপনার সাজেশন আমাদের বইটিকে আরও নতুনত্ব দানে সহায়তা করবে।

উৎসর্গ

মা- বাবা। যাদের দোআ সবসময় আমার সাথে ছিল, আছে এবং থাকবে। যাদের অবদানের কারনে আজ এমন একটি বই লিখার দক্ষতা অর্জন করেছি।

কৃতজ্ঞতা

বাংলাদেশের সকল অনলাইন কমিউনিটিকে। যাদের নিরলস পরিশ্রমের কারনে আমরা প্রযুক্তি খাতে আজ অনেক এগিয়েছি। সর্বোপরি, বাংলা ভাষাকে ইন্টারনেটে এত সহজভাবে লিখার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য, অভ্র- এর স্রষ্টা **মেহেদি হাসান** ভাই এবং **অমিক্রনল্যাব** টিমকে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যারা বইটি লিখতে সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং বইটির উৎকর্ষ সাধনে বিশেষভাবে সহায়তা কয়েছেন। বইটি আরও তথ্যবহুল করতে আরও যারা সময় এবং পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়েছেন – শ্রদ্ধেয় - আবু মোঃ আল মোজাহিদ ভাই, আতিকুর রহমান তুহিন ভাই, সাজ্জাদ হায়দার স্বাধীন ভাই, সাঈদ ভাই, শুভ্র ভাই, সৌরভ ভাই, সুমন ভাই, বন্ধু মেসবা উদ্দিন ফাহাদ সহ সকল সহকর্মীবৃন্দ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

লেখক পরিচিতি

আমি মোঃ আরিফুল ইসলাম শাওন, ফ্রীলান্স ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপার। জন্মগতভাবে স্থায়ী বসবাস, পড়াশুনা এবং কর্মজীবন সবকিছু রংপুর শহরকে ঘিরেই। ২০০৭ সাল থেকে ফ্রীলান্সিং এর সাথে পরিচয় হলেও কাজ শুরু করি ২০০৮ সালে এবং সাফলতা পাই ২০০৯ এর শেষের দিকে। মাঝখানের দু'টি বছর প্রচুর সাধনা, পরিশ্রম এবং শিখার আগ্রহ নিয়ে কাজ করেই এখন কিছুটা সফল ভাবতে পারি নিজেকে কারণ এখনও অনেক বাকী! ☺ কাজের পাশাপাশি প্রতি মূহুর্ত নিজেকে নতুন কিছু শেখার মধ্যে নিয়োজিত রেখেছি।

ফ্রীলান্সিং এর পাশাপাশি বাংলা এবং ইংরেজীতে কয়েকটি ব্লগে ব্লগিং করছি ২০০৯ এর শেষের দিক থেকে। ফ্রীলান্সিং পেশার পাশাপাশি নিজের আইটি ফার্ম রংপুরসোর্স এর দায়িত্ব পালন করছি। অবসরে দীর্ঘ ভ্রমন করতে এবং উপন্যাস/কল্পকাহিনী/ভ্রমন বিষয়ক গল্প পড়াই আমার সখ!

ফেসবুক বন্ধু হতে - https://www.bit.ly/aishaon
গুগল প্লাস সার্কেলে নিতে পারেনঃ https://plus.google.com/+ArifulIslamShaon
গিটহাবে ফলো করতে - https://www.github.com/aishaon
টুইটার ফলো করতে - https://www.twitter.com/BloggerShaon
ইমেইলঃ aishaon@rangpursource.com

সকল প্রশংসা মহান সৃষ্টিকর্তার

ভূমিকা

বলা বাহুল্য, ফ্রীলান্সিং পেশাতে যুক্ত হবার শুরুর দিকে যতটা কাঠখড় পাড়ি দিতে হয়েছে এবং এখনও দিতে হচ্ছে, তা এখনকার বেশির ভাগ নতুন ছেলে/মেয়ে, যারা এই পেশায় আসছে প্রতিনিয়তই, তাদের এমন ধৈর্য্য ধরে কাজ শিখে নিজেকে এগিয়ে যাবার মানুষিকতা নেই। তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যেকোন কাজে অজ্ঞতা বশতঃ তাদের থেকে আয় করার আসল ইচ্ছাটাই দূরে চলে যায়। ফলে অনেকেই কম জেনে বা একে বারেই না জেনে এই পেশায় কাজ করতে এসে সফল হতে না পেরে তাদের মূল্যবান প্রতিটি মূহুর্তকে বিলিয়ে দিচ্ছে।

যারা আসলেই অনলাইনে আয় করছেন তাদের প্রতিটি মানুষের সফলতার পিছনে অনেক সময়, শ্রম, অধ্যাবসায় এবং প্রতি মুহূর্ত নতুন কিছু শেখার মানুষিকতাই তাদেরকে সাফল্যের দাঁড়প্রান্তে পৌছাতে সহায়তা করেছে। তাই এখনও যারা শেখার মানুষিকতা ছাড়া ইন্টারনেটে আয় করার স্বপ্নে বিভোর, তারা এমন অর্থহীন স্বপ্নগুলোকে দূর করুন এবং সময় ব্যয় করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনার পছন্দের কাজ শিখতে শুরু করুন।

বর্তমান সময়ে এমন অনেকেই আছেন, যারা হাজার হাজার টাকা খরচ করেও শিখতে পারেনি কিভাবে আপনার পছন্দের কাজটি প্রোফেশনালি করতে হয়। না পারার কারন হিসেবে বলবো আপনি প্রোফেশনালি কাজগুলো দেখায় নেবার মত এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পারেন নাই যারা আপনাকে হাতে কলমে এই কাজ গুলো শিখায় দিবে অথবা আপনার আশেপাশে এমন সুযোগ নেই। তাই আমার নিজের পিছনের সময়গুলোর কথা চিন্তা করে এবং অন্যরা যেন সহজেই কাজে নামতে পারে এই প্রয়াস নিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষায় চিত্রভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ "**এইচটিএমএল, সিএসএস এবং ফটোশপ**" দিয়ে পরিপূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরির কৌশল বইটি প্রকাশ করছি। নিজে কাজ করে বাস্তবিকতার আলোকে লিখা এই বইটি পড়ে এবং শিখে যদি একজন- ও সফলতা অর্জন করতে পারে, তবেই আমার লিখার উদ্দেশ্য স্বার্থক!

ধন্যবাদন্তে –

আরিফুল ইসলাম শাওন

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

শুরুর আগে...

প্রথমত, ধন্যযোগ! এই বইটি ক্রয় করবার জন্য।

এই বইটি মূলত দু'ধরনের পাঠকদের টার্গেট করে লিখা হয়েছে –

- যারা একদম- ই নতুন, কিভাবে শুরু থেকে একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং কোডিং করা হয় – এগুলো শিখতে চান, এবং
- যাদের ইতোমধ্যে একটি ওয়েবসাইট আছে এবং উক্ত ওয়েবসাইটটির বিভিন্ন পেজের ইন্টারফেসের পরিবর্তন, পরিমার্জন করা শিখতে চান।

আপনি ওপরের যে ধরণের মানুষ হোন না কেনও, এই বইটির সাথে আপনার শেখার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আপনার দরকার হবে একটি ওয়েব ব্রাউজার এবং একটি কোড এডিটর। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত পরের লেসনে আলোচনা করা হয়েছে।

বইটিতে যা যা আছে –

বাংলায় ওয়েব ডিজাইনের ওপর এখন পর্যন্ত অনেক ইবুক এবং প্রিন্ট আকারে বই বের হয়েছে। তবে পুর্নাঙ্গভাবে ওয়েব ডিজাইন করতে যা যা শেখা দরকার তা কোন বইয়ে দেখা মিলেনি। তাই সব কিছু বিবেচনা করে এই বইটিকে ৬টি সেকশনে ভাগ করা হয়েছে –

এইচটিএমএল

এইচটিএমএল অর্থ হাইপারটেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ। এটি দিয়ে একটি ওয়েবসাইটের কাঠামো তৈরি করা হয়।

সিএসএস

সিএসএস অর্থ ক্যাসক্যাডিং স্টাইলসীট। এটি দিয়ে একটি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ইলিমেন্টের ডিজাইন করা হয়।

ফটোশপ

ফটোশপ হচ্ছে গ্রাফিক সফটওয়্যার। এটি দিয়ে ওয়েবসাইটের লেআউট বা ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করা যায়।

প্রাক্টিক্যাল প্রোজেক্ট

ফটোশপের মাধ্যমে তৈরি করা ওয়েবসাইট লেআউটকে এইচটিএমএল, সিএসএস এর মাধ্যমে কোডিং করে ওয়েবসাইট তৈরি করা।

ডোমেইন এবং হোস্টিং

ডোমেইন এবং হোস্টিং সার্ভার সেটআপ করার মাধ্যমে প্রাক্টিক্যাল প্রোজেক্ট-কে পুর্নানাঙ্গভাবে ওয়েব সার্ভারে প্রকাশ করা।

এসইও

এসইও বা সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে একটি ওয়েবসাইটকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব মার্কেটে মার্কেটিং করা।

আমরা যেভাবে ওয়েবসাইট ব্যবহার করছি –

ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে যে কোড ব্যবহার করতে হয় এবং আমরা এই বইয়ে যা যা শিখবো, এগুলো দেখাবার আগে আমাদের জেনে নেয়া ভালো যে, আমরা কি কি পদ্ধতি এবং টেকনোলজির সহযোগিতা নিয়ে ওয়েবসাইট ব্যবহার করছি –

ব্রাউজার

আমরা যে সফটওয়্যার গুলো ইউজ করে ওয়েবসাইট পড়ি, সেগুলোকেই ব্রাউজার বলা হয়ে থাকে। জনপ্রিয় কিছু ওয়েবসাইট যেমনঃ গুগল ক্রোম, মোজিলা ফায়ারফক্স, অপেরা, সাফারি ইত্যাদি।

একজন ইউজার ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে চাইলে তার পছন্দের ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটি লিখে এন্টার কী প্রেস করা মাত্র ওয়েবসাইটটি মনিটর স্ক্রিনের সামনে চলে আসে।

ওয়েব সার্ভার

যখন কোন ইউজার ব্রাউজারে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস লিখে ব্রাউজারে সেন্ড করে, তখন ব্রাউজার ইন্টারনের মাধ্যমে একটি স্পেশাল কম্পিউটারকে উক্ত সাইটটি দেখাতে রিকোয়েস্ট করে, স্পেশাল কম্পিউটারটিকে আমরা ওয়েব সার্ভার হিসেবে জেনে থাকি।

ডিভাইস (যন্ত্র)

বর্তমানে একজন ইউজার শুধু মাত্র ডেক্সটপ কম্পিউটার থেকেই ওয়েবসাইট দেখে এমনটি নয়। ডেস্কটপের পাশাপাশি ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাবলেট ডিভাইস সহ আরও নানা ধরণের ডিভাইস থেকে ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করে।

মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ডিভাইসের স্ক্রিন সাইট সমান হয় না এবং প্রতিটি ডিভাইসের ব্রাউজিং স্পীডেরও পার্থক্য আছে। এসব কিছু বিবেচনা করে আমাদের ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হবে।

স্ক্রিন রিডার

স্ক্রিন রিডার হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার সিস্টেম যা আপনার মনিটরের সামনে প্রদর্শিত যেকোনো তথ্য পড়ে শুনাতে পারে।

যেমনঃ যেসকল মানুষ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, তাদের জন্য স্ক্রিন রিডার অনেক যুগান্তকারী টেকনোলজি।

এছাড়াও, মনে করুন, আপনি কোন কাজে ব্যস্ত আছেন। তাই আপনার সামনে প্রদর্শিত সাইটটি দেখে দেখে পড়বার মত আপনার সুযোগ হচ্ছে না। আপনি স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার দিয়ে শুনে নিতে পারেন উক্ত ওয়েবসাইটে কি কি তথ্য রয়েছে।

আমাদের সাপোর্ট সিস্টেম

আমাদের থেকে সাপোর্ট/হেল্প পেতে হলে আপনাকে সবসময় আপনার কাস্টমার আইডিটি রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। আপনি বইটি ক্রয় করে থাকলে আপনার **কাস্টমার আইডি পেতে ইমেইল চেক করুন। আইডিটি আপনাকে মেইল করা হয়েছে।**

(আপনি বইটি ক্রয় না করে অন্যকারও থেকে নিয়ে থাকলে, লাইফ টাইম সাপোর্ট পেতে আপনাকে ২০০ টাকা পেমেন্ট করতে হবে। কারণ, আমাদের ডেডিকেটেড টিম আপনাকে সাপোর্ট দিবে। অন্যথায় সাপোর্ট দেয়া সম্ভব নয়।)

বইটি পড়ে এবং ইন্সট্রাকশন অনুযায়ী অনুশীলন করার পরও যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন তবে আপনার সমস্যা গুলো জানাতে নিচের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন।

https://www.facebook.com/groups/rangpursource/

পোস্ট করবার নিয়মঃ

আপনার কাস্টমার আইডিঃ *আপনার ১২ সংখার আইডিটি এখানে লিখুন।*
আপনার সমস্যা বিষয়বস্তুঃ *বইয়ের যে সেকশনে সমস্যা, সেই সেকশনের নাম উল্লেখ করতে হবে।*
আপনার সমস্যার বিস্তারিতঃ *আপনি কোন ধরণের সমস্যায় পড়েছেন সেটি বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে।*

উদাহরন স্বরূপঃ

> **কাস্টমার আইডিঃ** এখানে আপনার কাস্টমার আইডি লিখুন
> **সমস্যার বিষয়বস্তুঃ** এইচটিএমএল `div` এবং `span` ট্যাগ
> **সমস্যার বিস্তারিতঃ** `div` এবং `span` ট্যাগ কিভাবে কাজ করে, এবং আমি কিভাবে এই ট্যাগ দুটিকে কাজ লাগাতে পারি?

উল্লেখিত উপায়ে আপনাকে আমাদের গ্রুপে পোস্ট করতে হবে। অন্যথায় আপনার সাপোর্ট পেতে ডিলে হবে।

আমাদের সাপোর্ট টাইমঃ

শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার। সকাল ১১ টা থেকে রাত ১১ টা।
উক্ত দিন এবং সময় ছাড়া অন্য সময়ে সাপোর্ট দেয়া হবে না।

সূচিপত্রঃ

কনটেন্ট

এইচটিএমএল (হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ)

অধ্যায়ঃ ১ – এইচটিএমএল 'ব্যসিক'

- সূচনা
- টুলস
- HTML কি এবং কিভাবে কাজ করে
- HTML ডকুমেন্ট পরিচিতি
- ফাইল এবং ডকুমেন্ট ফরমেট
- এইচটিএমএল ইলিমেন্ট
- এইচটিএমএল অ্যাট্রিবিউট

অধ্যায়ঃ ২ – এইচটিএমএল 'ইন্টারমেডিয়েট'

- এইচটিএমএল হেডিং
- এইচটিএমএল টেক্সট ফরম্যাটিং
- এইচটিএমএল কমেন্ট
- এইচটিএমএল লিঙ্ক
- এইচটিএমএল ইমেজ

অধ্যায়ঃ ৩ – এইচটিএমএল 'এডভান্স'

- এইচটিএমএল টেবিল
- এইচটিএমএল লিস্ট
- এইচটিএমএল ফরম এবং ইনপুট
- এইচটিএমএল মেটা ইলিমেন্ট
- এইচটিএমএল কালার
- এইচটিএমএল ক্যারেক্টার এন্টিটিস

অধ্যায়ঃ ৪ – এইচটিএমএল 'প্রো'!

- এইচটিএমএল ৫ ট্যাগস, অ্যাট্রিবিউটস এবং ইনপুট
- এইচটিএমএল মাল্টিমিডিয়া
- এইচটিএমএল জেন কোডিং
- এইচটিএমএল ইউআরএল

সিএসএস (ক্যাস্কাডিং স্টাইল সীট)

অধ্যায়ঃ ৫ – সিএসএস ‘ব্যসিক’

- সিএসএস কি এবং কেন
- সিএসএস কিভাবে কাজ করে
- সিএসএস কোডিং এর পদ্ধতি
- **সিএসএস স্টাইলসীটের ধরণঃ**
  - ইনলাইন স্টাইলসীট
  - ইন্টার্নাল স্টাইলসীট
  - এক্সটার্নাল স্টাইলসীট
- **সিএসএস সিলেক্টরঃ**
  - ইলিমেন্ট/ট্যাগ সিলেক্টর
  - আইডি সিলেক্টর
  - ক্লাস সিলেক্টর
  - গ্রুপ সিলেক্টর
  - ডিসেন্ডেন্ট সিলেক্টর
  - সুডো ক্লাস সিলেক্টর
  - ইউনিভার্সাল সিলেক্টর
- মেজার্মেন্ট ইউনিট

অধ্যায়ঃ ৬ – সিএসএস ‘ইন্টারমেডিয়েট’

- ফন্ট ফ্যামিলি
- ফন্ট সাইজ
- ফন্ট ওয়েট (Weight)
- ফন্ট স্টাইল
- ফন্ট ভ্যারিয়েন্ট
- ফন্ট/টেক্সট কালার
- লাইন হাইট
- টেক্সট ইনডেন্ট
- হরিজোন্টাল টেক্সট এ্যালাইনমেন্ট
- ভার্টিক্যাল টেক্সট এ্যালাইনমেন্ট

অধ্যায়ঃ ৭ – সিএসএস ‘এডভান্স’

- **সিএসএস লিস্টসঃ**
  - ওর্ডারড লিস্ট,
  - আনঅর্ডারড লিস্ট এবং
  - কাস্টম আনঅর্ডারড লিস্ট

- টেবিল
- হোয়াইট স্পেস
- টেক্সট ডেকোরেশন
- টেক্সট ট্রান্সফর্ম
- লেটার এবং ওয়ার্ড স্পেসিং
- ভিজিবিলিটি
- ওভারফ্লো
- **সিএসএস ব্যাকগ্রাউন্ডঃ**
    - ব্যাকগ্রাউন্ড কালার,
    - ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ,
    - ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট,
    - ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন,
    - ব্যাকগ্রাউন্ড এ্যাটাচমেন্ট,
- ইলিমেন্ট ওয়াইড এবং হাইট
- ইলিমেন্ট বর্ডার
- ইলিমেন্ট বর্ডার কালার
- ইলিমেন্ট বর্ডার ওয়াইড
- ইলিমেন্ট আউটলাইন
- মার্জিন
- প্যাডিং
- ফ্লোটিং

অধ্যায়ঃ ৮ – সিএসএস ‘প্রো’!

- **সিএসএস পজিশনঃ**
    - স্ট্যাটিক পজিশন,
    - রিলেটিভ পজিশন,
    - ফিক্সড পজিশন এবং
    - অ্যাবসোলুট পজিশন।
- **সিএসএস সুডো ক্লাস সিলেক্টরঃ**
    - আফটার সুডো ক্লাস,
    - বিফর সুডো ক্লাস,
    - ফার্স্ট লাইন সুডো ক্লাস,
    - ফার্স্ট লেটার সুডো ক্লাস,
    - এংকর সুডো ক্লাস এবং
    - ফাস্ট চাইল্ড সুডো ক্লাস।
- সিএসএস বক্স মডেল,
- জেড ইনডেক্স,
- সিএসএস শর্টহ্যান্ড কোডিং পদ্ধতি

অধ্যায়ঃ ৯ – সিএসএস ‘৩’

- **সিলেক্টরঃ**
    - অ্যাট্রিবিউট সিলেক্টর,
    - রেগুলার এক্সপ্রেশন সিলেক্টর,
    - সুডো ক্লাস সিলেক্টর।
- ইলিমেন্ট বর্ডার প্রোপার্টিজ
- টেক্সট ইফেক্ট
- মাল্টিপল কলাম লেআউট।

ফটোশপ - ফর ওয়েব ডিজাইনার

অধ্যায়ঃ ১০ – ফটোশপ ‘ব্যসিক’

- ফটোশপ কি?
- ফটোশপের ব্যবহার
- ফটোশপ প্রোগ্রাম ওপেন করা
- নতুন ইমেজ ডকুমেন্ট ওপেন করা
- ফটোশপ উইন্ডো পরিচিতি
- নতুন ইমেজ ডকুমেন্ট সেভ করা
- ফটোশপ প্যালেট
- ইমেজ ভিউ
- টুলস বক্স
- সিলেকশন টুল
- লেয়ার
- নিউ কনটেন্ট/ডকুমেন্ট এরিয়া

অধ্যায়ঃ ১১ – ফটোশপ ‘প্রোজেক্ট’

- প্রোজেক্টঃ Rectanguler Marquee Tool
- প্রোজেক্টঃ Elliptical Marquee Tool
- প্রোজেক্টঃ Move Tool
- প্রোজেক্টঃ Crop Tool
- প্রোজেক্টঃ Lasso group tool
- প্রোজেক্টঃ Brush Tool
- প্রোজেক্টঃ Opacity
- প্রোজেক্টঃ Eraser Tool
- প্রোজেক্টঃ Stamp Tool
- প্রোজেক্টঃ Magic Wand Tool
- প্রোজেক্টঃ Eyedropper & Paint Bucket Tool

প্রাক্টিক্যাল প্রোজেক্ট (টেম্পলেট ডেভেলপমেন্ট)

অধ্যায়ঃ ১২ – পিএসডি স্লাইসিং,

অধ্যায়ঃ ১৩ – এইচটিএমএল মার্কআপ তৈরি,

অধ্যায়ঃ ১৪ – সিএসএস স্টাইলিং,

অধ্যায়ঃ ১৫ – কোড ভ্যালিডেশান

ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট

অধ্যায়ঃ ১৬ – ডোমেইন

- ডোমেইন কি এবং কেনও?
- ডোমেইন রেজিস্ট্রেশান।

হোস্টিং ম্যানেজমেন্ট

অধ্যায়ঃ ১৭ – হোস্টিং

- হোস্টিং কি এবং কেনও?
- হোস্টিং রেজিস্ট্রেশান,
- ডোমেইন হোস্টিং কনফিগারেশন,
- ওয়েবসাইট পাবলিশ করা।

অনপেজ এসইও (সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইটকে মার্কেটিং করা)

অধ্যায়ঃ ১৮ –

- ওয়েব এ্যাক্সেসিবিলিটি টেকনিক

অধ্যায়ঃ ১
এইচটিএমএল ‘ব্যসিক’

সূচনাঃ

যেকোনো ওয়েবসাইট তৈরি করতে হলে এইচটিএমএল অবশ্যই পারদর্শিতা অর্জন করা দরকার। কারণ এইচটিএমএল ছাড়া কোন ওয়েবসাইট তৈরি করা কখনই সম্ভব নয়। যদিও এইচটিএমএল আবিস্কার করেন টিম বার্নারস- লি কিন্তু বর্তমানে W3 Consortium এইচটিএমএল সহ ওয়েব সম্পর্কিত সকল প্রকার টেকনোলজি রক্ষণাবেক্ষণ করে। দেখে নিতে পারেন বিশ্বের প্রথম ওয়েবসাইটটি কেমন ছিল - http://info.cern.ch/

টুলসঃ

প্রথমেই প্রাকটিক্যাল টুলস/এইচটিএমএল এডিটর হিসাবে ড্রিমওয়েভার ব্যবহার না করে নোটপ্যাড সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে অনুরোধ করবো আমি। এতে আপনারা কোডিং এর দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। এটি উইন্ডোজের ইন্সটলেশনের সাথে অটো ইন্সটল হয় অথবা আপনি নিচের লিঙ্ক খেকে Notepad++ ডাউনলোড করে ইন্সটল করে নিতে পারেন। প্রিভিউ ব্রাউজার হিসাবে ফায়ারফক্স এবং গুগলক্রম ব্যবহার করবেন।

নোটপ্যাড ডাউনলোড লিঙ্ক: http://notepad-plus-plus.org/download/
ফায়ারফক্স ডাউনলোড লিঙ্ক: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
গুগল ক্রোম ডাউনলোড লিঙ্ক: https://www.google.com/chrome/browser/

HTML কি এবং কিভাবে কাজ করেঃ

HTML মানে Hyper Text Markup Language. HTML কোন প্রোগ্রামিং Language নয়। এটি একটি Markup Language. Markup Language হলো Markup Tags এর সমন্বিত রুপ। Markup Tags গুলোই বলে দেয় ওয়েব পেইজটির ছবি, বর্ণনা, শব্দ বা ভিডিও কিভাবে বর্ণনা করবে বা শো করবে বা কাজ করবে। সুতরাং, বলা যায় Markup Tags বা HTML Tags- ই হলো ওয়েবের প্রাণ শক্তি।

HTML ডকুমেন্ট পরিচিতিঃ

ক)একটি HTML ডকুমেন্ট এর প্রধানত দুটি অংশ থাকে; ১. হেড (head) এবং ২. বডি(body)
খ) সম্পূর্ণ HTML ডকুমেন্ট ফরমেটটি ঠিক এরকম-

```
<html>
      <head>
            <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”#” />
            <title> HTML Book by RangpurSource</title>
      </head>
      <body>
            <p>Hello! World, This Is My First HTML line!</p>
      </body>
</html>
```

গ) বর্ণনাঃ একটি HTML ডকুমেন্ট এর একদম শুরুতে <html> একদম শেষে </html> লিখতে হয়। এটা W3 Consortium এর নিয়ম বা এটি ভ্যালিড এইচটিএমএল ডকুমেন্টের স্ট্যান্ডার্ড। আপনি যদি অন্য ফরমেটের ডকুমন্টে করতে চান তবে সেক্ষেত্রেও একই নিয়ম হতে হবে। যেমন PHP এর ফরমেট শুরুতে <?php এবং শেষে ?>। বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

HTML এর গুটি কয়েক ট্যাগ বাদে প্রায় সব গুলোরই শুরু (Staring) এবং শেষ (Ending) ট্যাগ আছে। সেরকমই একটি 'হেড' ট্যাগ, এর শুরু <head> এবং শেষ </head>, এই শুরু এবং শেষের মাঝে আরও অনেক নেস্টেড (যারা অন্য তথ্য বহন করে) ট্যাগ আসবে। এগুলোর ইলিমেন্ট গুলো কখনই ফ্রন্টএইন্ড এ প্রদর্শন করবে না। তবে, বডি শুরু <body> এবং শেষ </body> এর মাঝে যেকোনো লিখা, ইমেজ, ভিডিও মার্কাপ এর নিয়ম অনুযায়ী যেভাবেই লিখবেন সেভাবেই এগুলো ফ্রন্টইন্ডে প্রদর্শন করবে। যেমনটা আমি লিখেছি বডি এর প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এর মধ্যে:

```
<p> Hello! World, This Is My First HTML Tutorial! </p>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে।

এইচটিএমএল নিয়ে বিস্তারিত অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বে আসুন সংক্ষেপে জেনে নিই এইচটিএমএল এর কোন ট্যাগের কাজ কি –

HTML এর সাধারন ট্যাগ সমূহ

ট্যাগ সমূহ	বর্ণনা
<html> </html>	HTML ডকুমেন্ট নির্দেশ করে।
<head></head>	প্রোগ্রামের head অংশ নির্দেশ করে ।
<title></title>	ডকুমেন্ট টাইটেল নির্দেশ করে।
<body></body>	পেজের মূল content অংশ নির্দেশ করে।
<a></a>	Anchor ট্যাগ।
<abbr></abbr>	Abbreviation ট্যাগ।
	Bold টেক্সট নির্দেশ করে।
	Italic টেক্সট নির্দেশ করে।
<big></big>	স্বাভাবিকের চেয়ে বড় টেক্সট নির্দেশ করে।
<small></small>	স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট টেক্সট নির্দেশ করে।
<blockquote> </blockquote>	বিশেষ উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়।
<br / >	একটা লাইন ব্রেক তৈরি করে ।
<code></code>	কম্পিউটার কোড টেক্সট প্রকাশ করে।

<table></table>	টেবিল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<col></col>	টেবিলের কলাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<td></td>	টেবিলের সেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<tr></tr>	টেবিলের সারি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<form></form>	ফরম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<h1></h1>	হেডার ট্যাগ 1-6 পর্যন্ত হয়।
<hr/>	সমান্তরাল ডান থেকে বামে রেখা তৈরি করে।
<img/>	ছবি যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
<input></input>	ফরমের ইনপুট ফিল্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<li></li>	লিষ্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<meta></meta>	Meta ট্যাগ, ওয়েবসাইট সম্পর্কে তথ্য ধারন করে।
<ol></ol>	অর্ডার লিষ্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<ul></ul>	আনঅর্ডার লিষ্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
	প্যারাগ্রাফ নির্দেশ করে
<pre></pre>	pre-formatted টেক্সট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<tt></tt>	টেলিটাইপ টেক্সট নির্দেশ করে।
	Strong টেক্সট নির্দেশ করে।
	subscripted text নির্দেশ করে।
	superscripted text নির্দেশ করে।

ক্রেডিটঃ টিউটোরিয়াল বিডি

ফাইল এবং ডকুমেন্ট ফরমেটঃ

একটি HTML ডকুমেন্ট এর ফাইল এক্সটেনশন হয় .html. মনে করুন, ফাইলের নাম contact সুতরাং HTML ফাইল হিসাবে এর এক্সটেনশন হবে .html, তাহলে ফাইলটির পুরো নাম হবে contact.html

এইচটিএমএল ইলিমেন্টঃ

একটি HTML উপাদান Start Tag* এবং End Tag* এর উপরই নির্ভর করে। কিছু কিছু ট্যাগ আছে যেগুলোর শুরুর ট্যাগ দিয়েই শেষ। সেগুলোকে সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ বলে। যেমনঃ <img />

Example:

Start Tag*	Nested Element	End Tag*
	Demo text	
<a href="http://www.google.com">	Google	</a>
<h1>	Heading 1 Tag	</h1>

HTML উপাদানের পদবিন্যাসঃ

১. একটি HTML উপাদান start/opening tag দ্বারা শুরু।
২. একটি HTML উপাদান end/closing tag দিয়ে শেষ হয়।
৩. Start ও End tag এর মধ্যবর্তী উপাদানটিই মূল বিষয় বা নেস্টেড ইলিমেন্ট।
৪. কিছু HTML উপাদান এর বিষয় বস্তু থাকে না বা ফাঁকা থাকে।
৫. ফাঁকা উপাদানটি start tag দ্বারাই শেষ হয়।
৬ বেশির ভাগ HTML উপাদান কিছু ধর্ম বা গুণ (Attribute) বহন করে।

Nested HTML Elements:

১. বেশির ভাগ HTML উপাদান Nested। মানে অন্য HTML উপাদান বহন করতে পারে।
২. HTML ডকুমেন্ট Nested উপাদানের সাথে সামজস্য।

যেমনঃ

<html> এর নেস্টেড উপাদানঃ

```
<html>
      <body>
            <p> This is paragraph </p>
      </body>
</html>
```

<html> উপাদান পুরো HTML ফাইলটি নির্দেশ করে । এটি <html> tag দিয়ে শুরু এবং </html> tag দিয়ে শেষ করে। এর ভেতরের সব ইলিমেন্টগুলো <html> এর নেস্টেড ইলিমেন্ট।

একই ভাবে অন্যান্য গুলোও -

<body> উপাদানঃ

```
<body>
      <p> This is paragraph </p>
</body>
```

<body> উপাদানটি HTML ফাইলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি <body> tag দিয়ে শুরু এবং একটি অনুচ্ছেদ বা paragraph বহন করছে। এটি দিয়ে শুরু এবং একটি অনুচ্ছেদ বা বহন করছে। এই অংশটিই আপনার ওয়েব পেজে ইউজারের সামনে প্রকাশিত হবে।

<p> উপাদানঃ

```
<p> This is paragraph </p>
```

 উপাদানটি HTML Paragraph হিসেবে প্রকাশ পাবে । এটি tag দিয়ে শুরু এবং tag দিয়ে শেষ এবং This is paragraph উপাদানটি বহন করছে ।

এইচটিএমএল অ্যাট্রিবিউটঃ

Attributes HTML উপাদানের বাড়তি গুণ বা ধর্ম বা তথ্য বহন করে।

HTML Attributes:

- HTML উপাদানের বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম থাকে ।
- গুণ বা ধর্ম (Attribute) উপাদানের বাড়তি তথ্য ধারন/ বহন করে ।
- Attributes সবসময় start tag দিয়ে নির্দিষ্ট থাকে ।
- Example: Attribute (name="value")

Attributes Example:

HTML links <a> tag দিয়ে প্রকাশ করা হয়। নিচের link-টির href=""-ই হচ্ছে attribute <a href="http://www.sitename.come"> This is link </a>

Note: HTML attribute অবশ্যই double/single quotation এর মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ২
এইচটিএমএল ‘ইন্টারমেডিয়েট’

এইচটিএমএল হেডিং ট্যাগঃ

Heading ট্যাগ HTML ফাইলের একটি গুরুপ্তপুর্ন উপাদান। HTML Heading সাধারণত <h1> থেকে <h6> tag পর্যন্ত প্রকাশ করা যায়। <h1> দিয়ে সবচেয়ে বড় Heading প্রকাশ করে এবং <h6> দিয়ে সবচেয়ে ছোট Heading প্রকাশ করে। ভাষাগত দিকে থেকে একই হলেও HTML হেডিং ট্যাগ গুলো কিছুটা ভিন্নতা প্রকাশ করে। যেমন, HTML5 ভার্সনে <header> </header> একটি ট্যাগ আছেই, তারপরেও HTML এ স্বতন্ত্র Heading ট্যাগ আছে ছয়টি। যেগুলো শুধুমাত্র <body> </body> সেকশনে ব্যবহার করা যায়: h1, h2, h3, h4, h5, h6। ট্যাগ গুলোর ব্যবহার একটু বিস্তারিত আলোচনাতে আসি –

হেডিং ওয়ান ট্যাগঃ

সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ। সম্ভাব্য ফন্ট সাইজ ৩৬ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

```
<h1>This is H3 tag example </h1>
```

হেডিং টু ট্যাগঃ

হেডিং ওয়ান থেকে একটু ছোট। সম্ভাব্য ফন্ট সাইজ ৩০ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

```
<h2>This is H3 tag example </h2>
```

হেডিং থ্রি ট্যাগঃ

হেডিং টু থেকে একটু ছোট। লিখাগুলোর সাইজ ২৪ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

```
<h3>This is H3 tag example </h3>
```

হেডিং ফোর ট্যাগঃ

হেডিং থ্রি থেকে একটু ছোট। লিখাগুলোর সাইজ ১৮ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

```
<h4>This is H3 tag example </h4>
```

হেডিং ফাইভ ট্যাগঃ

হেডিং ফোর থেকে একটু ছোট। লিখাগুলোর সাইজ ১৬ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

```
<h5>This is H3 tag example </h5>
```

হেডিং সিক্স ট্যাগঃ

হেডিং ফাইভ থেকে একটু ছোট এবং সবচেয়ে ছোট ট্যাগ। লিখাগুলোর সাইজ ১৪/১২ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

```
<h5>This is H3 tag example </h5>
```

নোট প্যাডে লিখবেন যেভাবে-

```
<html>
      <head>
            <title>This is Heading Tag Tutorial</title>
      </head>
      <body>
            <h1>This is H1 tag example</h1>
            <h2>This is H2 tag example </h2>
            <h3>This is H3 tag example </h3>
            <h4>This is H4 tag example </h4>
            <h5>This is H5 tag example </h5>
            <h6>This is H6 tag example </h6>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মতো প্রদর্শন করবে...

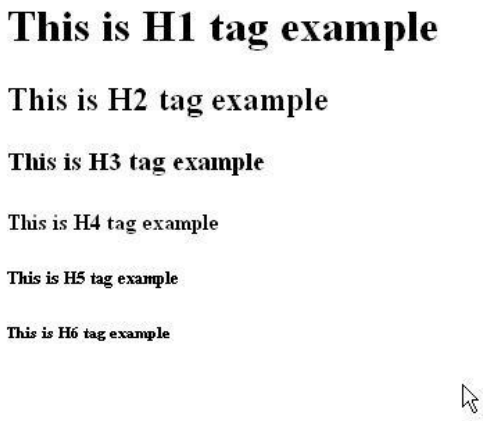

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এইচটিএমএল টেক্সট ফরম্যাটিং ট্যাগসঃ

প্যারাগ্রাফ ট্যাগঃ

এই ট্যাগের ভিতরে কোন লিখা লিখলে তা প্যারাগ্রাফ এর আকার ধরন করে। তাই একে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ বলা হয়।

```
<p>This is Paragraph tag example</p>
```

বোল্ড ট্যাগঃ

এমএস ওয়ার্ডে আমরা কোন লিখাকে যেভাবে বোল্ড করি ঠিক তেমনি। কোন লিখাকে ওয়েব পেজে **BOLD** বা মোটা করতে হলে এমএস ওয়ার্ডের মত ctrl+b প্রেস করলেও হবে।

```
<b>This is BOLD tag example </b>
```

ইটালিক ট্যাগঃ

এমএস ওয়ার্ডে আমরা কোন লিখাকে Italic বা বাঁকা করি ঠিক তেমনি। কোন লিখাকে ওয়েব পেজে Italic বা বাঁকা করতে হলে এমএস ওয়ার্ডের মত ctrl+i প্রেস করলেও হবে।

```
<i>This is Italic tag example </i>
```

আন্ডারলাইন ট্যাগঃ

এমএস ওয়ার্ডে আমরা যেভাবে কোন লিখাকে Underline বা লিখার নিচে লাইন টানি ঠিক তেমনি। কোন লিখাকে ওয়েব পেজে Italic বা বাঁকা করতে হলে এমএস ওয়ার্ডের মত ctrl+u প্রেস করলেও হবে।

```
<u>This is Underline tag example </u>
```

ডিলিট ট্যাগঃ

মাঝে মাঝে আমরা অনেক ওয়েব সাইটে দেখি যে কোন একটি ওয়ার্ড বা বাক্যে ভার্টিক্যালি মাঝ বরাবর দাগ টানা থাকে। সাধারণত পণ্যদ্রব্য এর কেনা বেচার সাইটে কোন পুরাতন লিখাকে/দাম কেটে নতুন লিখাকে/দাম অন্তর্ভুক্ত করতেই এই ট্যাগের ব্যবহার। কিভাবে লিখতে হয় দেখুন-

```
<del> This is Delete tag example </del>
```

ইন্সার্ট ট্যাগঃ

Insert ট্যাগ Delete ট্যাগ এর ঠিক উল্টো। পুরাতন লিখাকে কেটে নতুন লিখাকে অন্তর্ভূক্ত করতেই এই ট্যাগ এর ব্যবহার। Insert ট্যাগটি নরমাল আন্ডার লাইন লিখার মতই। তাই ডিলিট ট্যাগ এর সাথে এটি না লিখলে বুঝতে পারা যায় না।

```
      <ins>This is Insert tag example </ins>
```

নোট প্যাডে লিখবেন যেভাবে-

```
<html>
      <head>
            <title>This is Tags Tutorial</title>
      </head>
      <body>
            <p>This is Paragraph tag example</p>
            <b>This is BOLD tag example </b> </br>
            <i>This is Italic tag example </i> </br>
            <u>This is Underline tag example </u> </br>
            <del>Delete</del> <del>This is Delete tag example </del>
            </br>
            <ins>Insert</ins>    <ins>This  is  Insert  tag  example
      </ins>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মতো প্রদর্শন করবে...

This is Paragraph tag example

This is BOLD tag example
This is Italic tag example
This is Underline tag example
~~Delete~~ ~~This is Delete tag example~~
Insert This is insert tag example

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

প্রি- ট্যাগঃ

এটির কাজ হচ্ছে কোন টেক্সটকে প্রি- ফরমেটেড অবস্থায় রাখা। যেমনঃ ধরুন, আপনি পেজের কোন ইলিমেন্টকে ডানে- বায়ে, মাঝে বা আপনার পছন্দমত স্থানে দেখাতে চাইছেন। কিন্তু এই কাজটি করতে হলে আপনাকে text-align প্রোপার্টিজ এবং ভ্যাল্যু left, center বা right ব্যবহার করতে হবে। এমনভাবেঃ <style text-align: center;> বা আপনি যে এলাইনমেন্ট চাইবেন তা।

কিন্তু আপনি এই প্রি- ট্যাগ ব্যবহার করে কোন এলাইনমেন্ট ব্যবহার না করেই সহজেই এই কাজ টি করতে পারবেন। যেভাবে লিখবে:

```
<p>This is pre tag example.</p>

<pre>

This is web design tutorial. This is web design tutorial. This
is web design tutorial.
                    This is web design tutorial. This is web
design tutorial. This is web design tutorial.
This is web design tutorial. This is web design tutorial. This
is web design tutorial.
This is web design tutorial.           This is web design
tutorial. This is web design tutorial.
This is web design tutorial. This is web design tutorial. This
is web design tutorial.

</pre>

<p>
This is web design tutorial. This is web design tutorial. This
is web design tutorial.
This is web design tutorial. This is web design tutorial. This
is web design tutorial.
This is web design tutorial. This is web design tutorial. This
is web design tutorial.
</p>
```

উপরের দুটি প্যারা এর মধ্যে শুধু মাত্র <pre> এবং </pre> এর মধ্যবর্তী লিখাগুলো দেখুন। আমি যেভাবে(ডানে, বায়ে এবং মাঝে) লিখে রেখেছি সেভাবেই ব্রাউজারে প্রদর্শন করবে। আর <pre> এবং </pre> এর পরের এবং এর মধ্যবর্তী প্যারাগ্রাফটি লক্ষ করুন। এটি তার ডিফল্ট প্যারাগ্রাফ রুলস অনুযায়ী প্রদর্শন করছে।

ব্লককোট ট্যাগঃ

ব্লককোট ট্যাগ যে প্যারা বা লাইনে ব্যবহার করা হবে। শুধু সেই লিখাটুকু বামে কিছুদূর মার্জিন নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শন করবে অন্যসব প্যারা থেকে। নিচের উদাহরণটি অনুসরণ করুন-

```
<blockquote>
This is web design tutorials class. This is web design
tutorials class. This is web design tutorials class. This is
web design tutorials class. This is web design tutorials
class. This is web design tutorials class. This is web design
tutorials class. This is web design tutorials class.
</blockquote>

<p>
This is web design tutorial. This is web design tutorial. This
is web design tutorial.
This is web design tutorial. This is web design tutorial. This
```

হরিজোনটাল লাইন ট্যাগঃ

HTML এর কিছু ট্যাগ রয়েছে যেগুলো স্টার্টিং ট্যাগ দিয়েই শেষ হয়। এগুলো সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ। এগুলো কোন নেস্টেড ইলিমেন্ট বহন করে না বিধায় এগুলো এমন। তার মধ্যে অন্যতম হরিজোনটাল লাইন ট্যাগ। এর কাজ শুধু মাত্র যেখানে এটি ব্যবহার করা হবে সেখানে একটি হরিজোনটাল লাইন প্রদর্শন করবে। ব্যবহার -

```
<p> This is web design tutorial. Showing Horizontal Line
below.</p>
<hr/>
<p> This is web design tutorial. Showing Horizontal Line below
above.</p>
```

কোটেশন ট্যাগঃ

এক বা একাধিক বর্ণ, শব্দ, বাক্য বা প্যারার শুরুতে এবং শেষে “ ” চিহ্ন কে আমরা কোটেশন বলি। তাই নতুন করে আর পরিচয় করিয়ে দিতে গেলাম না। শুধু নোটপ্যাডে প্রাকটিস করুন এই লাইনটি, তাহলেই বুঝবেন-

```
<q> This is quotation tag. </q>
```

লাইন ব্রেক ট্যাগঃ

এক বা একাধিক বর্ণ, শব্দ, বাক্যের মধ্যে লাইন ব্রেক করতে এই ট্যাগের ব্যবহার। একটি লাইন লিখার পর এই ট্যাগ ইউজ করলে নতুন লাইন বা প্যারা শুরু হবে। হুবহু কি- বোর্ডের এন্টার প্রেস করার মত। এটিও **হরিজোনটাল লাইন ট্যাগ** এর মত কোন নেস্টেড ইলিমেন্ট বহন করে না। অবশ্য বলে রাখা ভাল, **প্যারাগ্রাফ ট্যাগ** নিজেই লাইন ব্রেকের কাজ করে।

```
<br /> or <br>
```

এব্রিভিয়েশন ট্যাগঃ

মনে করুণ, আপনি কোন ওয়েব সাইটের কোন ওয়ার্ড/লাইনকে সংক্ষিপ্ত করে কয়েকটি লেটার/অক্ষর দিয়ে দেখাতে চাচ্ছেন। মানে আপনার পুরো লিখাটি যদি World Wide Web হয়। তাহলে সংক্ষিপ্ত করলে তা হবে WWW। কিন্তু আপনি চাইছেন কেউ এই WWW এর উপরে মাউস কার্সর রাখলে পুরো লিখাটি World Wide Web প্রদর্শন করবে। এই কাজটি করার জন্যই এব্রিভিয়েশন ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। নোটপ্যাডে প্রাকটিস করুন এই লাইনটি তাহলেই বুঝবেন-

```
<abbr title="World Wide Web">WWW</abbr>
```

টেক্সট ডিরেকশন ট্যাগঃ

এই ট্যাগটি আপনার লিখার ডিরেকশন পরিবর্তন করবে। ধরুন, আপনি চাইছেন আপনার মূল লিখাটি "This is opposite Direction Tag" আপনি এই লাইটিকে gaT noitceriD etisoppo si sihT এভাবে লিখতে তাহলে আপনাকে নিচের ট্যাগটি লিখতে হবে-

```
<bdo dir="rtl">This is opposite Direction Tag</bdo>
```

<bdo> এবং </bdo> হলো মূল ট্যাগ কিন্তু আপনার টেক্সটকে উল্টা ডিরেকশনে দেখাতে হলে এ্যাট্রিবিউট dir="" এর কোটেশন এর ভিতরে rtl লিখতে হবে। rtl অর্থ Right to Left.

বিগ ট্যাগঃ

সাধারণ বা যেকোনো সাইজের ফন্টকে অপেক্ষাকৃত বড় দেখানোর জন্য এই ট্যাগ ব্যবহার হয়। নিচের মত করে...

```
<big>This is big tag.</big>
```

কোড ট্যাগঃ

যারা প্রোগ্রামিং করেন তাদের প্রোগ্রামিং এরিয়াতে দেখবেন লিখার স্টাইলগুলো। যে ফন্টেই লিখেন না কেন স্টাইলটা হবে কোড লিখার মত। নিচের মত করে...

```
<code>This is code for html code tag</code>
```

সুপারসক্রিপ ট্যাগঃ

আমাদের মাঝে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা গণিত পড়েন নাই। ক্লাস সিক্স থেকে শুরু হয় বীজগণিতের অংক। বীজগণিতেই পাওয়া যায় $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ সূত্র। a এবং b এর উপরে পাওয়ার ২। এই উপরের পাওয়ারগুলোকেই ওয়েব এর ভাষায় **সুপারসক্রিপ** বলে। যে অক্ষর বা ওয়ার্ডে উপরে পাওয়ার দিবেন শুধু তার সামনে **^{** ও শেষে **}** লিখে দিন। নিচের মত করে...

```
(a+b)<sup>2</sup>=a<sup>2</sup>+2ab+b<sup>2</sup>
```

<u>সাবসক্রিপ্ট ট্যাগঃ</u>

Science (বিজ্ঞান) নিয়ে পড়াশুনা করছেন বা করতেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা কোন রাসায়নিক সংকেত চিনেন না বা লিখেন নাই। যেমন: Oxygen এর রাসায়নিক সংকেত O_2, Nitrogen এর রাসায়নিক সংকেত NO_2। এই উপরের পাওয়ারগুলোকেই ওয়েব এর ভাষায় **সাবসক্রিপ্ট** বলে। যে অক্ষর বা ওয়ার্ডে নিচে পাওয়ার দিবেন শুধু তার সামনে **_{** ও শেষে **}** লিখে দিন। নিচের মত করে...

```
Oxygen=O<sub>2</sub> or Nitrogen=N0<sub>2</sub>
```

পুরো টিউটোরিয়ালটি এভাবে লিখুন নোট প্যাডেঃ

```
<html>
      <head>
            <title>This is Web Design Tutorials </title>
      </head>
        <body>

              <pre>
              <p>This is pre tag example.</p>

              This is webdesign tutorial. This is webdesign tutorial.
                          This is webdesign tutorial.  This is webdesign
                    tutorial. This is webdesign tutorial.  This is webdesign
                    tutorial. This is webdesign tutorial. This is webdesign
                    tutorial.      This is webdesign tutorial.
              This is webdesign tutorial. This is webdesign tutorial.
              </pre>
              <p>
              This is webdesign tutorial. This is webdesign tutorial. This
              is webdesign tutorial.
              This is webdesign tutorial. This is webdesign tutorial. This
              is webdesign tutorial.
              </p>

              </pre>

              <blockquote>
              This is webdesign tutorials class. This is webdesign tutorials
              class. This is webdesign tutorials class.  This is webdesign
              tutorials class. This is webdesign tutorials class. This is
              webdesign tutorials class. This is webdesign tutorials
              </blockquote>
              <p>
              This is webdesign tutorial. This is webdesign tutorial. This
              is webdesign tutorial. This is webdesign tutorial. This is
              webdesign tutorial. This is webdesign tutorial.
              </p>
              <hr/>
              <q>This is quatation tag.</q>
              </br>
              <abbr title="World Wide Web">WWW</abbr>
              </br>
              <bdo dir="rtl">This is opposite Direaction Tag</bdo>
              </br>
              <big>This is big tag.</big>
              </br>
              <code>This is code for html code tag</code>
              </br>
              (a+b)<sup>2</sup>=a<sup>2</sup>+2ab+b<sup>2</sup>
              </br>
              Oxygen=O<sub>2</sub>, Nitogen=N0<sub>2</sub>
              </br>
        </body>
 </html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এইচটিএমএল কমেন্টঃ

HTML code এ comments ব্যবহার করা হয় এটিকে কোডার বা ডিজাইনারের কাছে পঠনযোগ্য এবং বোধগম্য করার জন্য।

```
<html>
    <body>
        <!—this comment will not be displayed--->
        <p> This is a regular paragraph </p>
    </body>
</html>
```

উপরের <!--this comment will not be displayed---> একটি কমেন্ট। মনে রাখতে হবে এইচটিএমএল কমেন্ট কখনই ব্রাউজারে প্রদর্শন করবে না।

এইচটিএমএল এঙ্কর লিঙ্কঃ

Anchor link হচ্ছে কোন address বা ঠিকানা যা ইন্টারনেটের উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়।

সাধারণ এঙ্কর লিঙ্কঃ

```
<html>
    <body>
        <p> <a href=”http://something.com”> This </a> is a link
        to a page on the web site.
    </body>
</html>
```

<a> </a> হচ্ছে এঙ্কর ট্যাগ। এতে লিঙ্ক সংযোজন করতে হলে শুরুর <a> ট্যাগের সাথে href="" এ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে। href="" ছাড়া কোন লিঙ্ক কাজ করবে না। href অর্থ HyperLink/HyperText Reference. <a> এবং </a> এর মাঝে "This" –কে Anchor Text বলে। এই Anchor Text এর ব্যাকগ্রাউন্ডেই লিঙ্ক কাজ করে।

একই ব্রাউজারে আলাদা ট্যাবে লিঙ্ক ওপেন করতেঃ

```
<html>
    <body>
        <p> <a href=http://something.com target=”_blank”> This
        </a> is a link to a page on the web site.
    </body>
</html>
```

একটি লিঙ্ক- কে নতুন উইন্ডো / ট্যাবে ওপেন করতে হলে উক্ত লিঙ্ক ট্যাগের সাথে অতিরিক্ত target =“_blank” অথবা target =“_new” অ্যাট্রিবিউট সংযুক্ত করে দিতে হবে। তাহলেই সেই লিঙ্কটি নতুন উইন্ডো / ট্যাবে ওপেন হবে।

ইমেইল লিঙ্কঃ

```
<html>
      <body>
          <a
      href=”mailto:aishaon@rangpursource.com?subject=Hello”>Say
      Hello!</a>
      </body>
</html>
```

Note: ইমেইল লিঙ্ক এবং সাধারণ হাইপারলিঙ্ক একই রকম। কিন্তু, আপনি ইমেইল ইউজ করতে চাইলে mailto: এই কেয়- ওয়ার্ডটি ইউজ করতে হবে এবং তারপর পরই আপনার ইমেইল এড্রেসটি লিখে দিতে হবে। ? সাইন দিয়ে বলা হচ্ছে আপনি আর কি কি ভ্যালু পাস করতে চান, যেমনঃ আমি এখানে subject=Hello লিখেছি। এটি দ্বারা আপনি যখনই Say Hello! এঙ্কর লিঙ্কে ক্লিক করবেন এবং আপনার ডিফল্ট মেইল সার্ভার ওপেন হবে, সেখানে অটোমেটিক্যালি মেইলের সাবজেক্ট Hello দেখতে পাবেন। সাবজেক্ট দুই শব্দ বিশিষ্ট হলে, দুটি শব্দের মাঝে space দিতে শব্দ দুটির মাঝে %20 লিখে replaced করল browser এ ভাল ভাবে প্রদর্শন করবে।

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা’য় জানাতে পারেন। ☺

এইচটিএমএল ইমেজঃ

যেকোনো ইমেজ এইচটিএমএল পেজে ইন্সার্ট করতে <img /> ব্যবহার করা হয়।

```
<html>
      <body>
            <img src =”#” width =”100” height =”100” />
      </body>
</html>
```

Note: উপরের ইমেজ ট্যাগটিতে src=”#” অ্যাট্রিবিউট এর অর্থ – src = source হচ্ছে আপনি যেখানে থেকে বা যে উৎস থেকে ইমেজটি ওয়েব পেজে লিঙ্ক করাতে বা প্রদর্শন করাতে চাইছেন। উদাহরণ

হিসেবে দেখানর জন্য এখানে কোন সোর্স লিঙ্ক উল্লেখ না করে #(হ্যাশ) সাইন ব্যবহার করা হয়েছে। width="100" এবং height="100" এই অ্যাট্রিবিউট দুটির অর্থ হল আপনি যে ইমেজ ফাইলটি প্রদর্শন করতে চাইছেন সেটার নির্দিষ্ট প্রস্থ এবং উচ্চতা পরিমাপ করা। এখানে আপনি আপনার চাহিদা অনুযায়ী ইমেজ এর প্রস্থ এবং উচ্চতার মান দিতে পারেন। যদি কোন width বা height বলা না থাকে তবে ইমেজটি নিজেস্ব ডাইমেশনে দেখাবে।

Hyperlink with an image:

উপরের উদাহরণটি **Insert image** উদাহরণের সাথে হুবহু মিলে। তবে, এখানে আমরা ইমেজ এর সাথে হাইপার্লিঙ্ক বা লিঙ্ক যুক্ত করবো বলে, ইমেজ ট্যাগের পূর্বে লিঙ্ক ট্যাগ লিখবো এবং ইমেজটি সাথে সামজস্য রেখে লিঙ্ক সংযুক্ত করবো! আপনি চাইলে নিজ সাইটের ইমেজ অথবা যেকোনো সাইট থেকে ইমেজ যুক্ত করতে পারেন। আমরা এখানে গুগল সাইটের লিঙ্ক এবং তাদের অফিসিয়াল লোগো ইউজ করছি।

```
<a href =https://www.google.com target="_blank">
     <img src="https://www.google.com.bd/images/srpr/logo11w.png"
width ="200" height ="100" ></a>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ৩
এইচটিএমএল ‘এডভান্স’

এইচটিএমএল টেবিলঃ

Table structure:

```
<table> <!--- Table start tag--->
      <th> to </th> <!--- Table Header tag--->
      <td> 100 </td> <!--- Table Data/column tag--->
      <tr> to </tr>  <!--- Table Row tag--->
</table> <!--- Table end tag --->
```

Table borders:

```
<table border="1">
```

Note: কোন টেবিলে বর্ডার দিতে চাইলে সেই টেবিল এর Starting Tag এ শুধু মাত্র border="1" অ্যাট্রিবিউটটি উল্লেখ করতে হবে। border অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালূ হিসেবে আপনি 0 দিলে কোন বর্ডার প্রদর্শন করবে না এবং 1, 2, 3... এভাবে যত বেশি মান দিবেন আপনার বর্ডারের width তত বেশি চওড়া হবে। border এর ভ্যালূ বা মান আমরা CSS এর মাধ্যমেও দিতে পারি।

টেবিল ট্যাগঃ

টেবিল এইচটিএমএল এর একটি গুরুপ্তপূর্ণ উপাদান। বলা যায় যারা নতুন ওয়েব ডিজাইন শিখছেন তারা টেবিল দিয়েই একটি ওয়েব সাইট তৈরি করে ফেলতে পারেন। এটা শুরু শিখার জন্যই ভাল কিন্তু যখন প্রফেশনালি কাজ করবেন এই অভ্যাস টি ত্যাগ করাটাই বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য ট্যাগের মত টেবিল ট্যাগেরও শুরু(**<table>**) এবং শেষ(**</table>**) ট্যাগ রয়েছে। শুরু এবং শেষ ট্যাগের সম্পর্কে বলতে হলে বলা যায়, যে ট্যাগগুলোর শুরু এবং শেষ রয়েছে এরা সরাসরি ডাটা ব্রাউজারে প্রদর্শন করায়। আর যে ট্যাগ গুলো শুরু দিয়েই শেষ সেগুলো অন্য রিসোর্স থেকে ফাইলকে কল করে নিয়ে তারপর ব্রাউজারে প্রদর্শন করায়।

আপনি যদি ড্রিমওয়েভার বা অন্য কোন এইচটিএমএল এডিটর ব্যবহার করেন তাহলে সহজেই টেবিল তৈরি করতে পারবেন। আর যদি হাতে হাতে কোড লিখে করেন তবে এটি একটু সময় সাপেক্ষ। তবে, কোড মুখস্থ রাখার জন্য প্রথমদিকের সব ডিজাইনারকে নোটপ্যাড ইউজ করতে অনুরোধ করবো। এবার দেখুন কিভাবে টেবিলের জন্য কোড লিখবেন...

```
<table width="500" border="1" align="center">
      <caption>This is HTML Table</caption>
      <tr>
            <th>First Column</th>
            <th>Second Column </th>
            <th>Third Column</th>
      </tr>
      <tr>
            <td>This is First Cell </td>
            <td>This is Second Cell</td>
            <td>This is Third Cell</td>
```

```
    </tr>
        <tr>
            <td>This is Fourth Cell</td>
            <td>This is Fifth Cell</td>
            <td>This is Sixth Cell</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>This is Seventh Cell</td>
            <td>This is Eighth Cell</td>
            <td>This is Ninth Cell</td>
        </tr>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

This is HTML Table

First Column	Second Column	Third Column
This is First Cell	This is Second Cell	This is Third Cell
This is Fourth Cell	This is Fifth Cell	This is Sixth Cell
This is Seventh Cell	This is Eighth Cell	This is Ninth Cell

বর্ননাঃ

উপরের টেবিলটিতে শুরু <table> এবং শেষ </table> হলো মূল টেবিল ট্যাগ। আমরা এর ভেতরেই অন্যান্য কাজ করেছি। th অর্থ table head, tr অর্থ table row, td অর্থ হল table date/column। এখন লক্ষ করুন..

আমরা শুরুর টেবিল ট্যাগ এ কিছু attribute এবং তার value নির্ধারণ করে দিয়েছে যেমন: টেবিলে width 500 পিক্সেল, border 1 পিক্সেল, টেবিল align center।

তারপর, ক্যাপশন <caption> </caption> লিখেছি এবং তার নেস্টেড ভেল্যু দিয়েছি- "This is HTML Table"।

তারপর, প্রথম <tr> এবং </tr> এর ভিতরে আমরা তিনটি table head <th> </th> ট্যাগ ব্যবহার করেছি। প্রথম টেবিল রো এর ভিতরে টেবিল হেড ব্যবহার করার কারণে লিখাগুলো অটোমেটিক বোল্ড

এবং সেন্টার এলাইল হয়েছে কারণ এটি এইচটিএমএল এর ডিফল্ট নিয়ম। এবং টেবিল এর হেডার হিসাবে দেখানো জন্যই td এর পরিবর্তে th ব্যবহার করা হয়েছে।

একই ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ টেবিল রো নিয়েছে এবং এর ভিতরের ডাটা গুলোকে নরমাল টেক্সট(সচারচর যেভাবে দেখায়) হিসাবে দেখানো জন্য th এর পরিবর্তে আমরা ডিফল্ট টেবিল data/column ট্যাগ <td> </td> ব্যবহার করেছি।

Note: প্রতিটি <th> </th> এবং <td> </td> এর ভিতরের সকল ইলিমেন্টকে আমরা টেবিল সেল হিসেবে এবং সেলের ভিতরে সকল লিখাকে সেল ইলিমেন্ট হিসেবে জানবো। আপনি একটি টেবিলে যতগুলো রো নিতে চাইবেন তার জন্য আপনারে ততবার <tr> এবং </tr> ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি রো- তে সমান সংখ্যক কলাম <td> </td> নিতে হবে। কোন রো- তে ৩ টি আবার কোন রো- তে ২টি কলাম নিয়ে কাজ করতে পারবেন না।

colspan, rowspan, cellpadding, cellspacing,   নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাঃ

কলাম স্পানঃ

Column Span কে সংক্ষেপে এবং এইচটিএমএল এর ভাষায় colspan বলে। এর কাজ, ধরুন আপনি একটি টেবিল করেছেন যার ৩টি কলাম আছে (First Column, Second Column, Third Column)। নিচের ইমেজটির মতো...

This is HTML Table

First Column	Second Column	Third Column
This is First Cell	This is Second Cell	This is Third Cell
This is Fourth Cell	This is Fifth Cell	This is Sixth Cell
This is Seventh Cell	This is Eighth Cell	This is Ninth Cell
This is Tenth Cell	This is Eleventh Cell	This is Twelveth Cell
This is Thirteenth Cell	This is Fourteenth Cell	This is Fifteenth Cell

এখন, আপনি চাইছেন এই তিনটি(First Column, Second Column, Third Column) Column-কে একটি Column তে রূপান্তরিত করবেন। কিন্তু, নিচের রো এর অন্যসব Column গুলো ঠিক থাকবে। তাহলে কোড লিখি চলুন...

```
<table width="600" border="1" align="center">
      <caption>This is HTML Table</caption>
      <tr>
      <th colspan="3">This is ONE column by using COLSPAN</th>
      </tr>
      <tr>
            <td>This is First Cell </td>
            <td>This is Second Cell</td>
            <td>This is Third Cell</td>
      </tr>
      <tr>
            <td>This is Fourth Cell</td>
            <td>This is Fifth Cell</td>
            <td>This is Sixth Cell</td>
      </tr>
      <tr>
```

```
      <td>This is Seventh Cell</td>
                <td>This is Eighth Cell</td>
                <td>This is Ninth Cell</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>This is 10th Cell</td>
                <td>This is 11th Cell</td>
                <td>This is 12th Cell</td>
            </tr>
                <tr>
                <td>This is 13th Cell</td>
                <td>This is 14th Cell</td>
                <td>This is 15th Cell</td>
            </tr>
      </table>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

COLSPAN কোডের বর্ণনা: উপরের কোডগুলো লক্ষ করুন...

```
<tr> <th colspan="3">This is ONE column by using COLSPAN</th></tr>
```

প্রথম রো- টিতে যে তিনটি কলাম ছিল সেটিকে একটি কলামে রূপান্তরিত করতে আমি শুধু colspan="3" কোডটি ব্যবহার করেছি। এর অর্থ হল: উক্ত রো- তে আমার ৩টি কলাম রয়েছে এবং আমি এই তিনটি কলামকে ১টি কলামে রূপান্তরিত করছি। এখানে বলে রাখা ভাল, আপনার তৈরি করা টেবিলে যদি ৩ এর অধিক কলাম থাকে তবে আপনি সেক্ষেত্রে colspan="" এর মান আপনার চাহিদা মতো দিতে পারবেন।

রো স্পানঃ

এটি ঠিক কলাম স্পান এর মতই। এর কাজ, ধরুন আপনি একটি টেবিল করেছেন যার ৫টি রো(row) আছে (This is First Cell, This is Forth Cell, This is Seventh Cell, This is Tenth Cell, This is Thirteenth Cell)। নিচের ইমেজটির মতো...

This is HTML Table

First Column	Second Column	Third Column
This is First Cell	This is Second Cell	This is Third Cell
This is Fourth Cell	This is Fifth Cell	This is Sixth Cell
This is Seventh Cell	This is Eighth Cell	This is Ninth Cell
This is Tenth Cell	This is Eleventh Cell	This is Twelveth Cell
This is Thirteenth Cell	This is Fourteenth Cell	This is Fifteenth Cell

এখন, আপনি চাইছেন এই (This is First Cell, This is Forth Cell, This is Seventh Cell, This is Tenth Cell, This is Thirteenth Cell) ৫টি Rows- কে ১টি Row তে রূপান্তরিত করবেন। কিন্তু, পাশের Rows গুলো ঠিক থাকবে। তাহলে কোড লিখি চলুন...

```
<table width="600" border="1" align="center">
      <caption>This is HTML Table</caption>
      <tr>
      <th colspan="3">This is ONE column by using COLSPAN</th>
      </tr>
      <tr>
      <td rowspan="5">This is ONE column by using ROWSPAN</td>
            <td>This is Second Cell</td>
            <td>This is Third Cell</td>
      </tr>
      <tr>
            <td>This is Fifth Cell</td>
            <td>This is Sixth Cell</td>
      </tr>
      <tr>
            <td>This is Eighth Cell</td>
            <td>This is Ninth Cell</td>
      </tr>
      <tr>
            <td>This is 11th Cell</td>
            <td>This is 12th Cell</td>
      </tr>
            <tr>
            <td>This is 14th Cell</td>
            <td>This is 15th Cell</td>
      </tr>
</table>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

This is HTML Table

This is ONE column by using COLSPAN		
This is ONE row by using ROWSPAN	This is Second Cell	This is Third Cell
	This is Fifth Cell	This is Sixth Cell
	This is Eighth Cell	This is Ninth Cell
	This is 11th Cell	This is 12th Cell
	This is 14th Cell	This is 15th Cell

ROWSPAN কোডের বর্ণনা: উপরের কোডগুলো লক্ষ করুন...

```
<tr>
     <td rowspan="5">This is ONE column by using ROWSPAN</td>
     <td>This is Second Cell</td>
     <td>This is Third Cell</td>
</tr>
```

প্রথম কলামটিতে যে ৫টি রো ছিল সেটিকে একটি রো- তে রূপান্তরিত করতে আমি শুধু rowspan="5" কোডটি ব্যবহার করেছি। এর অর্থ হল: উক্ত কলামে আমার ৫টি রো রয়েছে এবং আমি এই ৫টি রো- কে ১টি রো- তে রূপান্তরিত করছি। এখানে বলে রাখা ভাল, আপনার তৈরি করা টেবিলে যদি ৫ এর অধিক রো থাকে তবে আপনি সেক্ষেত্রে rowspan="" এর মান আপনার চাহিদা মতো দিতে পারবেন।

সেল প্যাডিংঃ

আপনার টেবিল সেলের লিখা গুলো থেকে সেলের এর বর্ডারের দূরত্ব। মানে, আপনি যদি চেয়ে থাকেন আপনার প্রতিটি সেল আপনার সেলের ভিতরের লিখা থেকে কমপক্ষে ৫ পিক্সেল করে ডানে, বায়ে, উপরে এবং নিচে ফাঁকা রাখবে সেই ক্ষেত্রে আপনি টেবিল ট্যাগ লিখার শুরুতেই সেল প্যাডিং এর জন্য কোড লিখে দিতে হবে।

সেল স্পেসিংঃ

আপনার টেবিল সেলের বর্ডারের ঘনত্ব। মানে, আপনি যদি চেয়ে থাকেন আপনার প্রতিটি সেলের বর্ডারের ঘনত্ব কমপক্ষে ৫ পিক্সেল করে ডানে, বায়ে, উপরে এবং নিচে রাখবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি টেবিল ট্যাগ লিখার শুরুতেই সেল স্পেসিং এর জন্য কোড লিখে দিতে হবে। বলে রাখা ভাল আপনি যদি টেবিলের জন্য বর্ডার না রাখতে ইচ্ছুক হন(**0** রাখেন) তাহলে সেল স্পেসিং এর মান দিলেও কাজ তা প্রদর্শন করবে না।

চলুন সেল প্যাডিং(**cellpadding**) ও সেল স্পেসিং(**cellspacing**) এর জন্য কোড লিখিঃ

```
<table width="600" border="1" align="center" cellpadding="5"
cellspacing="10">
        <caption>This is HTML Table</caption>

        <tr>
                <th>First Column</th>
                  <th>Second Column</th>
                 <th>Third Column</th>
        </tr>
        <tr>
                <td>This is First Cell </td>
                <td>This is Second Cell</td>
                <td>This is Third Cell</td>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

This is HTML Table

First Column	Second Column	Third Column
This is First Cell	This is Second Cell	This is Third Cell
This is Fourth Cell	This is Fifth Cell	This is Sixth Cell

সেল প্যাডিং(cellpadding) ও সেল স্পেসিং(cellspacing) কোডের বর্ণনাঃ

উপরের কোডগুলো লক্ষ করুন...

```
<table width="600" border="1" align="center" cellpadding="5"
cellspacing="10">
```

উপরের লাইনটিতে border="1", cellpadding="5" এবং cellspacing="10" এর অর্থ হচ্ছে,আমার টেবিলটিতে বর্ডার হবে ১ পিক্সেল মান এর সমান, প্রতিটি সেলের চারদিক থেকে লিখার দূরত্ব হবে ৫ পিক্সেল সমান, এবং প্রতিটি সেলের বর্ডারের ঘনত্ব হবে ১০ পিক্সেল সমান।

:

** ** এর কাজ হল আপনি টেবিলের মধ্যে কোন সেল যদি ফাঁকা রাখতে ইচ্ছুক হন তবে উক্ত সেল কনটেন্ট ছাড়া ফাকা না রেখেন শুধু মাত্র   কোড টুকু পেস্ট করে দিন। এটা এইচটিএমএল টেবিলের স্ট্যান্ডার্ড। ** ** এর অর্থ Non Breaking Space। চলুন কোড লিখি...

```
      <table width="600" border="1" align="center">
            <caption>This is HTML Table</caption>
            <tr>
                  <th>First Column</th>
                        <th>Second Column</th>
                         <th>Third Column</th>
            </tr>
            <tr>
                  <td> </td>
                  <td>This is Second Cell</td>
                  <td>This is Third Cell</td>
            </tr>
            <tr>
                  <td>This is Fourth Cell</td>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

This is HTML Table

First Column	Second Column	Third Column
	This is Second Cell	This is Third Cell
This is Fourth Cell		This is Sixth Cell

** কোডের বর্ণনাঃ**

উপরের কোডগুলো লক্ষ করুন...

আমি উপরের যে যে সেলের মধ্যে   কোডটি ব্যবহার করেছি সেই সেল গুলো দেখুন ফাঁকা। আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছা মতো আরও অনেক সেলের মধ্যে এটি প্রয়োজন অনুযায়ী লিখতে পারবেন।

টেবিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানেই শেষ। বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এইচটিএমএল লিস্টঃ

লিস্ট বা তালিকা এইচটিএমএল এর একটি গুরুপ্তপূর্ণ ইলিমেন্ট। ধরুন, আপনি কোন প্রোডাক্ট এর তালিকা আপনার ওয়েব পেজে উল্লেখ করবেন। এখন প্রোডাক্ট গুলো প্রকাশের জন্য আপনার তালিকা ব্যবহার করতে হবে। তালিকাটি হলে পারে 1, 2, 3, 4 অথবা **a, b, c, d** অথবা **i, ii, iii, iv** অথবা আপনার পছন্দ মতো কোন ইমেজ ইত্যাদি। এই লিস্ট স্টাইল গুলো আপনি চাইলেই এইচটিএমএল লিস্ট ট্যাগ ইউজ করেই আপনার প্রোডাক্ট এর তালিকা পেজে প্রদর্শন করা তে পারেন। জেনে রাখতে হবে এইচটিএমএল এ লিস্ট ৩ প্রকার। যেমন: ১. Ordered list, ২. Unordered list এবং ৩. Definition list.

HTML ডকুমেন্ট এ লিস্ট লিখার নিয়মঃ

```
<html>
    <body>
        <h4> An Unordered list: </h4>
        <ul>
            <li> Coffee </li>
            <li> Text </li>
```

Note: উপরের কোডটি লক্ষ করুন। <h4> An Unordered list: </h4> এই Header 4 ট্যাগটি আমরা শুধু মাত্র টাইটেল হিসেবে ব্যবহার করেছি। লিস্ট ট্যাগ এর সাথে এর কোন সম্পৃক্ততা নাই। পরের <ul> থেকে নিচের </ul> এটি হল Unordered list style tag. এর এর মাঝে <li> </li> এম্বেডেড ট্যাগ ইলিমেন্ট গুলো হল আপনার লিস্ট এর কন্টেন্ট। মনে রাখবেন, আপনি Ordered list লিখেন অথবা Unordered list আপনাকে <li></li> এই লিস্ট ট্যাগ এর কন্টেন্ট দ্বারাই লিস্ট ইলিমেন্ট প্রদর্শন করাতে হবে।

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এবার দেখুন আপনি যদি অর্ডারেড লিস্ট ইউজ করতে চান তবে কয়েক ধরনের অর্ডারেড লিস্ট স্টাইল পারবেন নিচের মত:

Ordered Lists

Number list:

1, 2, 3 আকারে (এটা অর্ডারড লিস্টে বাই ডিফল্টই পাবেন)

```
<h4> An Order list with number: </h4>
<ol>
     <li> Coffee </li>
     <li> Tea </li>
</ol>
```

Letters list:

বড় হাতের A, B, C আকারে। শুধু অর্ডারড লিস্ট স্টাইল টাইপ এর স্টার্টিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট type="A" লিখে দিতে হবে নিচের মতঃ

```
<h4> Letters lists: <h4>
<ol type="A">
     <li> Apple </li>
     <li> Pineapple </li>
     <li> Mango </li>
</ol>
```

Lower case letters list:

ছোট হাতের a, b, c আকারে। শুধু অর্ডারেড লিস্ট স্টাইল টাইপ এর স্টার্টিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট type="a" লিখে দিতে হবে নিচের মত: মনে রাখবেন পার্থক্য শুধু বড় হাতের এর ছোট হাতের এ্যালফাবেট।

```
<h4> Lowercase letters list </h4>
<ol type="a">
     <li> Apple </li>
     <li> Pineapple </li>
     <li> Mango </li>
</ol>
```

Roman numbers list:

বড় হাতের রোমান লেটার I, II, III, IV আকারে। শুধু অর্ডারেড লিস্ট স্টাইল টাইপ এর স্টার্টিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট type="I" লিখে দিতে হবে নিচের মতঃ

```
<h4> Roman numbers list </h4>
<ol type="I">
     <li> Apple </li>
     <li> Pineapple </li>
     <li> Mango </li>
</ol>
```

Lower case Roman number list:

ছোট হাতের রোমান লেটার I, ii, iii, iv আকারে। শুধু অর্ডারেড লিস্ট স্টাইল টাইপ এর স্টার্টিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট type="i" লিখে দিতে হবে নিচের মত: মনে রাখবেন পার্থক্য শুধু বড় হাতের এর ছোট হাতের এ্যালফাবেট।

```
<h4> Roman Lower Number list </h4>
<ol type="i">
     <li> Apple </li>
     <li> Pineapple </li>
     <li> Mango </li>
</ol>
```

Unordered lists

Disc bullets list:

সার্কেল লিস্ট স্টাইল ● আকারে। এটা এইচটিএমএল আনঅর্ডারড লিস্টের ডিফল্ট স্টাইল টাইপ। স্টার্টিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট type="disc" লিখলেও এটি প্রদর্শন করবে নিচের মতঃ

```
<h4> Square bullets list <h4>
<ul type=”disc”>
     <li> Apple </li>
     <li> Pineapple </li>
     <li> Mango </li>
</ul>
```

Circle bullets lists:

সার্কেল লিস্ট স্টাইল o আকারে। আনঅর্ডারড লিস্ট স্টাইল টাইপ এর স্টার্টিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট type=”circle” লিখে দিতে হবে নিচের মতঃ

```
<h4> circle bullets lists: </h4>
<ul type=”circle”>
     <li> Apple </li>
     <li> Pineapple </li>
     <li> Mango </li>
</ul>
```

Square bullets list:

সার্কেল লিস্ট স্টাইল ■ আকারে। আনঅর্ডারড লিস্ট স্টাইল টাইপ এর স্টার্টিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট type=”square” লিখে দিতে হবে নিচের মত:

```
<h4> Square bullets lists: </h4>
<ul type=”square”>
     <li> Apple </li>
     <li> Pineapple </li>
     <li> Mango </li>
</ul>
```

Definition List

Definition লিস্ট ৩টি ট্যাগের সমন্বয়ে কার্যকর হয়। <dl> Definition List, <dt> DT-Definition Term এবং <dd> DD- Definition Description.

```
<html>
     <body>
          <dl>
               <dt> Input Device: </dt>
               <dd> Mouse </dd>
               <dd> Keyboard </dd>
               <dd> Scanner </dd>
          <dl>
     </body>
</html>
```

লক্ষণীয়, <dl> হচ্ছে মূল ডেফিনেশান লিস্ট ট্যাগ। <dt> হল সেই লিস্টে টার্ম বা প্রশ্ন এবং <dd> টার্ম বা প্রশ্নের অপশন বা উত্তর।

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।
বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এইচটিএমএল ফরম এবং ইনপুটঃ

HTML form ইউজারদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত করা হয়। ফরম হচ্ছে এমন একটি এলাকা যেখানে ইউজারের তথ্য ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। ফরম উপাদান হচ্ছে - ইউজারের প্রদানকৃত তথ্য যেমনঃ লেখা, ছবি, ড্রপডাউন মেনু, বিভিন্ন বাটন।

ফরম এর অনেক নস্টেডে tag রয়েছে। তার মধ্যে input tag টি বহুল ব্যবহৃত। বিভিন্ন রকম Input সমূহ Attribute দ্বারা নির্দিষ্ট করা থাকে। যেমনঃ

Input Field: এই ফিল্ডটি যখন ইউজার কোন নম্বর বা লেখা Field এ input করে তখন ব্যবহার করা হয়।

Input Type: Input type এর উপরের নির্ভর করে ইউজার এর কোন ডাটা কিভাবে প্রদর্শন করবে। Input type অ্যাট্রিবিউট যদি type="text" হয় তাহলে ইউজার এর ইনপুটকৃত তথ্য টেক্সট হিসেবে ব্রাউজার এ প্রদর্শন করবে। আর Input type অ্যাট্রিবিউট যদি type=" password" হয় তাহলে ইউজার এর ইনপুটকৃত তথ্য পাসওয়ার্ড(******) হিসেবে হিডেন দেখাবে। নিচের Input ট্যাগ এর উদাহরণ দুটি দেখুনঃ

Text Field:

```
<html>
      <body>
      <Form action=" ">
            First Name:
            <input type ="text" name="first_name">
            <br>
            Last name:
            <input type ="text" name="last_name">
      </from>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের ফর্মে আমরা ২টি Input ফিল্ড নিয়েছি। ১. First Name: ২. Last Name: এবং এদের Input "type" অ্যাট্রিবিউট নিয়েছি type="text"। এই "text" অ্যাট্রিবিউট এর কারণে আপনার উপরের ফর্মের থেকে ২টি Input টেক্সট ফিল্ড পাবো।

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে

ফাইলের নাম দিন textfield.html বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

Password Field

```
<Form action=” ”>
      User name:
      <input  type=”text” name=”user” />
      <br>
      Password:
      <input type=”password” name=”password” />
</Form>
```

Note: ফর্ম নিজে থেকে প্রদর্শিত হয়না। বেশির ভাগ ব্রাউজারে input value বাই ডিফল্ট ২০টি কারেক্টর থাকে।

Note: উপরের ফর্মে আমরা ২টি Input ফিল্ড নিয়েছি। ১. User Name: ২. Password: এবং এদের Input “type” অ্যাট্রিবিউট নিয়েছি User Name এর জন্য type=”text” এবং Password এর জন্য type=” password” । এই ”text” অ্যাট্রিবিউট এর কারণে আপনার উপরের ফর্মের থেকে ১টি Input টেক্সট ফিল্ড এবং ”password” অ্যাট্রিবিউট এর কারণে আপনার উপরের ফর্মের থেকে ১টি Input Password ফিল্ড পাবো।

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন textpassfield.html বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

Radio Button:

এটি অনেক কিছুর মধ্যে ১টি বিষয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। লক্ষ করুন, ফর্ম এর অনেকগুলো ইনপুট অ্যাট্রিবিউট আছে। উপরের ২টি ইনপুট অ্যাট্রিবিউট ছিল “text” এবং “password”। এবার যে অ্যাট্রিবিউট নিয়ে কাজ করব সেটি হচ্ছে “radio”.

```
<form>
      <input type=”radio” name=”sex” value=”male”/> Male
      </br>
      <input type=”radio” name=”Sex” value=”female”/> Female
</form>
```

Check box:

যখন কোন ইউজার কিছু নির্দিষ্ট বিষয় থেকে একাধিক বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারবে সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এবার যে অ্যাট্রিবিউট নিয়ে কাজ করব সেটি হচ্ছে “cheakbox”. চলুন কোড লিখিঃ

```
<form>
      I have a bike:
      <input type=”cheakbox” name=”vehicle” Value=”Bike”/>
      </br>
      I have a car:
      <input type=”cheakbox” name=”vehicle” Value=”car”/>
      </br>
      I have an airplane:
      <input type=”cheakbox” name=”vehicle” Value=”car”/>
<form/>
```

Creating a button:

উপরের কয়েক ধরনের ইনপুট ফিল্ড এর কাজ শিখলাম। এবার শিখবো কিভাবে ইনপুট ফিল্ড ইউজ করে বাটন তৈরি করা যায়। সেজন্য আমাদেরকে শুধুমাত্র ইনপুট টাইপ অ্যাট্রিবিউট type=”submit” লিখতে হবে। নিচের কোডটি লক্ষ করুনঃ

```
<html>
      <body>
            <from action=” ”>
                  <input type=”submit” value=”Submit”>
            </form>
      </body>
</html>
```

Forms action Attribute and submit button:

এখন ইউজার Submit button এ ক্লিক করবে, তখন এর ফর্ম ইলিমেন্ট/কন্টেন্ট server এ পৌছে যাবে। মনে রাখতে হবে এইচটিএমএল নিজে নিজেই ফর্ম ডাটা সার্ভারে পৌছাতে পারে না। ডাটা সার্ভারে পৌঁছানোর জন্য যেকোনো স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন: .php, .asp, .jsp ইউজ করে সার্ভারে ফাইল পাঠাতে হবে। তাই ফর্মের এইসব ফাংশনালিটি নিয়ে কাজ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রোগ্রামিং জানতে হবে।

```
<form name=”input” action=”html_from_submit.php” method=”get”>

      First Name:
      <input type =”text” name=”first_name”>
      <br>
      Last name:
      <input type =”text” name=”last_name”>
      <br />
      User name:
      <input type=”text” name=”user”/>
      <br />
      <input type=”submit”  value=”Submit Me!”/>

</form>
```

Drop down list:

শুরুতেই মনে রাখবেন ড্রপ ডাউন লিস্ট আপনি ইচ্ছা করে ফর্মের ভিতরেও তৈরি করবে পারবেন অথবা প্রয়োজন ভেদে ফর্মের বাহিরেও তৈরি করতে পারবেন। এক কথায় যখন যেখানে দরকার। তবে, যেহেতু এটিও ফর্মের একটি ইলিমেন্ট, তাই **<form>** এবং **</form>** ট্যাগের ভেতরেই লিখা উচিৎ। ড্রপ ডাউন লিস্ট তৈরি করতে আপনাকে **<select>** এবং **<option>** এ ২টি ট্যাগের সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। **<select>** ট্যাগ নিয়ে কাজ করার সময় আপনি **Select** অ্যাট্রিবিউট **type="select"** নির্ধারণ করে নিতে পারেন।

নিচের কোড গুলো খেয়াল করুন আমি কিভাবে লিখেছিঃ

Select Tag:

```
<h2> Select Your Country </h2>
<select type="select">
      <option> Bangladesh </option>
      <option> India </option>
      <option> Nepal</option>
      <option>Pakistan </option>
</select>
```

Option Group Tag: অপশন গ্রুপ ট্যাগ হচ্ছে কাজ হচ্ছে একই শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে তাঁর ক্যাটাগরি নাম সহ ড্রপ ডাউন লিস্ট হিসেবে দেখানো। ব্যাপারটি বুঝতে নিচের কোডটি নোট প্যাডে নিয়ে **Save** করে ব্রাউজার এ দেখুন তারপরে কোড এর প্রতিটি লাইন খেয়াল করুন...

```
<h2> Select the option </h2>
<select>
      <optgroup label="Country">
            <option> Bangladesh </option>
            <option> Japan </option>
            <option> Nepal </option>
            <option> Srilanka </option>
            <option> Maldip </option>
      </optgroup>

      <optgroup label="Games">
            <option> Football </option>
            <option> Cricket </option>
            <option> Hadudu </option>
            <option> Hockey </option>
            <option> Rugby </option>
      </optgroup>
</select>
```

Fieldset with data:

Fieldset এর কাজ হল আপনার ফর্ম ডাটায় যদি একজন ইউজার এর জন্য কয়েক ধরনের ইনফরমেশন থাকে সেগুলোকে আলাদাভাবে ক্যাটাগরি হিসেবে সাজিয়ে দেখানো। মনে করুন: একজন ইউজার এর ফর্মে Basic info, Log In Info, family Info, Education Info ইত্যাদি প্রদান করবে। তাহলে সব গুলোকে একটি ফর্মের মধ্যেই আলাদা ভাবে ক্যাপশন নিয়ে চিহ্নিত করে দেয়া যাবে। <fieldset> ট্যাগ নিয়ে কাজ করার সময় আপনাকে অবশ্যই <legend> ট্যাগের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।

```
<form action=" ">
      <fieldset>
      <legend align="center">Basic Info:</legend>
            First Name:
            <input type ="text" name="first_name">
            <br>
            Last name:
            <input type ="text" name="last_name">
      </fieldset>
      <fieldset>
      <legend align="center">Log In Info: </legend>
            User name:
            <input  type="text" name="user" />
            <br>
            Password:
            <input type="password" name="password" />
      </fieldset>
      <fieldset>
            <legend align="center">Sex: </legend>
            <input type="radio" name="sex" value="male" />Male
            </br>
            <input type="radio" name="sex”
      value="female"/>Female
            </fieldset>
            <br />
            <input type="submit" name="submit" value="Submit
      Me!" />
      </form>
```

Note: উপরের **<legend>** ট্যাগগুলোতে **align=”center”** অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে আমি লিজেন্ড এর মধ্যে থাকা লিখা / ভাল্যু গুলোকে **center align** করেছি। আপনি চাইলে **align = left or right** ও করে নিয়ে পারেন প্রয়োজন অনুযায়ী।

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন formfinal.html বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

Send eMail from a form:

```
<form action="mailto:aishaon@rangpursource.com" method="post"
enctype="text/plain">
      <h3> Email to Ariful Islam Shaon <h3>
      Name: <br />
      <input type="text" name="name" size="20">
      <br />
      Mail: <br />
      <input type="text" name="comment" "comment" size="40">
      <br />
      <input type="submit" value="Send">
      <input type="reset" value="Reset">
</form>
```

Form Design:

এবার আমরা দুটি ফর্ম ডিজাইন করবো এবং ব্রাউজারে রেজাল্ট দেখবো!

Sign in form:

```
<html>
      <body>
            <form action="">
                  Username:
                  <input type="text" name="username"> <br />
                  Password:
                  <input type="password" name="password">
            </form>
      </body>
</html>
```

Registration form:

```
<form>
      <fieldset>
            <legend align="left"> User Info: </legend>
            First Name:
            <input type="text" name="firstname" Size="15"
            maxlength="20" /> <br />
            Middle Name:
            <input type="text" name="middlename" Size="15"
            maxlength="20" /><br />
            Last Name:
            <input type="text" name="lastname" Size="15"
            maxlength="20"/> />
      </fieldset>
      <fieldset>
            <legend align="left"> Sex: </legend>
            Male:
```

```
            <br />
            <input type="submit" value="submit" />
        </Form>
```

এইচটিএমএল মেটা ইলিমেন্টঃ

এইচটিএমএল মেটা ট্যাগ যদিও ওয়েব সাইট এর ফ্রন্টএইন্ডে কখনই প্রদর্শন করে না তাঁর পরেও নিচের মেটা ট্যাগ গুলো প্রতিটা এইচটিএমএল ডকুমেন্ট এর <head> এবং </head> সেকশনের ভিতরে বসাতে হবে। মেটা ট্যাগের ফলে আপনার ওয়েব পেজ সার্চ ইঞ্জিন বান্ধব হবে।

```
        <meta name="discription" content=" "/>
        <meta name="keyword" content=" "/>
        <meta name="author" content=" "/>
        <meta name="google-site-verification" content=" "/>
```

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

URL Redirection

সহজ ভাষায় ইউআরএল রিডাইরেকশন হচ্ছে, ধরুন আপনার একটি ওয়েবসাইট ছিল www.rangpursource.com নামে। এখন আপনার কোন কারণ বসত ওয়েবসাইট এর ডোমেইন নাম পরিবর্তন করে নতুন ডোমেইন www.anything.com করতে হবে। কিন্তু ব্যাপার হল আপনার ওয়েবসাইট এর ভিজিটরকে এক এক করে জানানো পসিবল না! এদিকে আপনি আগের ভিজিটরও হারাতে চাচ্ছেন না। এই কারণেই এইচটিএমএল ডকুমেন্ট এর <head> </head> এর মাঝে মেটা ট্যাগের মধ্যে ইউআরএল রিডাইরেকশন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করেন। মধ্যে ইউআরএল রিডাইরেকশন অ্যাট্রিবিউটটি হচ্ছে http-equiv="refresh" এবং কন্টেন্টে সময় এবং আপনি নতুন যা সাইটের এড্রেস দিতে চান সেইটি নিচের মতো উল্লেখ করতে হবে...

```
<html>
        <head>
                <meta http-equiv="refresh" content="0/5/10;
                url=http:/www.rangpursource.com" />
        </head>
        </body>
                <p> Sorry Audience! We have moved! Wait until we redirect you. </p>
        </body>
</html>
```

Note: উপরের <head> সেকশনের কোডের মধ্যে content="0/5/10; দ্বারা আপনি কত সময় পর পুরাতন সাইট থেকে ভিজিটরদের নতুন সাইটের ঠিকানায় নিয়ে যাবেন সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে।

0 মানে পুরাতন সাইট ব্রাউজ করার সাথে সাথে অপেক্ষা না করেই নতুন সাইটের ঠিকানায় চলে যাবে। এভাবে 0 এর স্থানে 5, 10 এভাবে যে মানই ব্যবহার করবেন তত সেকেন্ড পর পুরাতন সাইট থেকে ভিজিটরদের নতুন সাইটের ঠিকানায় নিয়ে যাবে। উল্লেখ, মান হিসেবে যেকোনো একটি ইউজ করতে হবে 0 অথবা 5 অথবা 10.

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন।

এইচটিএমএল কালারঃ

Hexadecimal এর Color Base মান = 16

কোড কম্বিনেশন: 0 থেকে 9 এবং A থেকে F পর্যন্ত। A এর মান 10, B এর মান 11, C এর মান 12, D এর মান 13, E এর মান 14 এবং F এর মান 15। এই মোট ১৬ কারেক্টর মান।

এইচটিএমএল ক্যারেক্টার এন্টিটিসঃ

HTML এর ভাষায় ক্যারেক্টার ইন্টিটিস বলতে বুঝায় সেসব স্পেশাল সিম্বলকে যেগুলো আমরা বিভিন্ন ব্রান্ডেড এবং নিবন্ধনকৃত পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের নামের পাশে দেখতে পারি। যেমন: ©, ®, ™ ইত্যাদি। এইচটিএমএল পেজে এগুলো লিখার পদ্ধতি দেখান হল:

Description	Entities Name	Entity Number	Result
Copyright Sign	©	©	©
Registered Sign	®	®	®
Trademark Sign	™	™	™
Non-breaking space			

Note: অবশ্যই মনে রাখতে হবে Character Entities এর নাম গুলো কেস (অক্ষর) সেন্সেটিভ। আপনি © সিম্বল্টটি পেতে চাইলে &Copy বা © লিখলে আসবে না, আপনাকে © - ই লিখতে হবে। আরও ইন্টিটিস পেতে নেট সার্ফিং করুন অথবা http://www.w3schools.com/html/html_entities.asp এই লিঙ্কে দেখুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com

অধ্যায়ঃ ৪
এইচটিএমএল ‘প্রো’

এইচটিএমএল ৫ ট্যাগস, অ্যাট্রিবিউটস এবং ইনপুটঃ

এইচটিএমএল৫, আগের ভার্সন এইচটিএমএল ৪.০১ বা এক্সএইচটিএমএল থেকে কিছুটা আধুনিক এবং ইউজার ইন্টার‍্যাক্টিভিটি নিয়ে ওয়েব জগতে পদার্পন করেছে। এইচটিএমএল ৫ আসার পর ওয়েব মাষ্টারদের কাজের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এইচটিএমএল ৪.০১ এর মত এইচটিএমএল ৫ ভার্সনেও ভিজুয়াল লুক বলতে শুধু মাত্র কাঠামটাই নয়। এইচটিএমএল ৫ দিয়ে নান্দনিক রূপ নিতে হলে আগের মতো সিএসএস এবং ইন্টার‍্যাক্টিভিটি পেতে চাইলে জাভাস্ক্রিপ্ট এর ব্যবহার করতেই হবে।

তবে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কন্সর্টিয়াম এইচটিএমএল ৫ ভার্সনে (http://www.w3.org/standards/webdesign/) যে নতুন ট্যাগ ইলিমেন্ট এর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন সেটাই বর্তমান ওয়েব জগতের পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হবে। বলে রাখা ভাল, যদি কেউ এইচটিএমএল ৫ এর ট্যাগ ইলিমেন্টগুলো ব্যবহার নাও করে তবেও তিনি পুরো একটি ওয়েব পেজ তৈরী করতে পারবেন। যদিও বর্তমান এইচটিএমএল ৫ ভার্সনের কিছু কিছু ট্যাগের পুরোপুরি কাজ করতে হলে জাভাস্ক্রিপ্ট এর ব্যবহার জানতে/করতে হবে। তাই এক্ষেত্রে আমরা এখানে জাভাস্ক্রিপ্ট এর ব্যবহার জানা ছাড়া শুধু মাত্র যে ট্যাগ ইলিমেন্ট এর কাজ করা যায় সেগুলো নিয়ে জানবো।

চলুন এইচটিএমএল ৫ ভার্সনের ট্যাগগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানি...

প্রথমের জেনে নেই এইচটিএমএল ৫ এর নতুন যে যে ট্যাগ গুলোর প্রতাবর্তন হয়েছে। এখানে জাভাস্ক্রিপ্ট এর ব্যবহার জানা ছাড়া শুধু মাত্র যে ট্যাগ ইলিমেন্ট এর কাজ করা যায় সেগুলো নিয়ে জানবো...

<header>, <hgroup>, <nav>, <section>, <article>, <aside>, <footer>, <details>, <summary>, <mark>, <meter>, <progress>, <time>, <audio>, <video>, <source>.

<u>হেডার ট্যাগঃ</u>

আমরা এতক্ষনে জেনে গেছি এইচটিএমএল এ ২ ধরণের হেড ট্যাগ আছে, ১. <head> ট্যাগ এবং ২. <h1> থেকে <h6> পর্যন্ত। আগেও এগুলো নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমরা যে ট্যাগটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হল <header> ট্যাগ। ভিজুয়ালি এই <header> ট্যাগ ওয়েবসাইট এর <body> সেকশনে মধ্যে কাজ করবে। ধরুন আপনি আপনার ওয়েবসাইট এর হেডিং (টাইটেল, সাব টাইটেল নাম, লোগো ইত্যাদি) লিখবেন। এইচটিএমএল ৪.০১ ভার্সনে আপনি সেকশনের মধ্যে রেখে এই কাজটি করে ফেলতে পারতেন। তবে সেকশন ইউজ করে এই কাজটি করলে আপনাকে এটিই যে ওয়েবসাইট এর হেডিং সেকশন সেটা বুঝার জন্য আলাদা ভাবে কে ID বা Class selector দিয়ে বুঝায় দিতে হতো। কারণ, আপনি যখন একটি ওয়েবসাইট তৈরী করবেন সেখানে আপনি একাধিক ট্যাগ ইউজ করবেন। এইচটিএমএল ৫ ভার্সনে <header> ট্যাগ

ইনক্লুড হবার ফলে ওয়েব মাষ্টারদের জন্য কাজ করতে অনেক সুবিধা হয়েছে। কারণ, আপনি যখনি আপনার সাইট এর হেডিং সেকশন করবেন তখন সেখানের লিখা (টাইটেল, সাব টাইটেল নাম, লোগো ইত্যাদি) এই <header> ট্যাগের মধ্যেই লিখবেন।

<u>এইচগ্রুপ ট্যাগঃ</u>

একই সাথে পাশপাশি একাধিক হেডিং (<h1> থেকে <h6>) ট্যাগ ইউজ করবেন তখনি সেই ট্যাগ গুলোকে <hgroup> গ্রুপ করে দিবেন। যদিও ভিজুয়ালি অনেকেই এর পরিবর্তন বুঝতে পারবে না। কিন্তু এইচটিএমএল ৫ এর জন্য এটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কন্সর্টিয়াম এর রুলস। কোডিং স্টান্ডার্ড রক্ষার্থে এভাবেই কোড লিখা উচিৎ।

নিচের Example টি খেয়াল করুনঃ

```
<html>
      <body>
            <hgroup>
                  <h2>The Demo Website</h2>
                  <h3>This is sub title of this website</h3>
            </hgroup>
      </body>
</html>
```

<u>নেভ ট্যাগঃ</u>

মূলত ন্যাভিগেশন মেন্যুকে আদালাভাবে চিহ্নিত করার জন্য এইচটিএমএল ৫ এ নেভ/নেভিগেশন ট্যাগ এর আবির্ভাব। মনে রাখতে হবে, নেভ ট্যাগ ইউজ করলেই যে একটি নেভিগেশন মেন্যু তৈরী হয়ে যাবে এমনটা না। এই ট্যাগ ইউজ করা হবে ট্যাগ এর সাথে কে ID বা Class selector ব্যবহার ছাড়া মেন্যুকে আদালাভাবে চিহ্নিত করার জন্য। আপনি চাইলে আইডি বা ক্লাসও ইউজ করতে পারেন।

নিচের Example টি খেয়াল করুনঃ

```
<html>
      <body>
            <nav>
                  <ul>
                        <li>Home</li>
                        <li>About</li>
                        <li>Products</li>
                        <li>Profile</li>
                        <li>Contact</li>
                  </ul>
            </nav>
      </body>
</html>
```

সেকশন ট্যাগঃ

একই জাতীয় ইনফর্মেশন কে এই ট্যাগ এর দ্বারা আলাদা ভাবে সেকশন ওয়াইজ লিখার জন্য <section> বেবহার করা যায়। এইচটিএমএল ** ** ট্যাগের মত। **Div** ট্যাগ নিয়ে বিস্তারিত জানবো প্রাক্টিক্যাল সেশনে।

আর্টিকেল ট্যাগঃ

এটি পারাগ্রাফ **(<p>)** ট্যাগের র‍্যাপার কাজ করে। ধরুন আপনি একটি ৫০০ ওয়ার্ডের আর্টিকেল লিখেছেন। সেই আর্টিকেলে ৭টি প্যারাগ্রাফ আছে। প্যারাগ্রাফগুলোর কনটেইনার হিসেবে আর্টিকেল**(<article>)** ট্যাগ ইউজ করতে পারবেন।

নিচের Example টি খেয়াল করুনঃ

```
<html>
	<body>
		<section>
			<hgroup>
				<h2>This is Section Heading</h2>
				<h3>This is sub title of Section Heading</h3>
			</hgroup>
			<article>
				<p>This is Section 1 area. We can do anything or post
			anything here. </p>
				<p>This is Section 1 area. We can do anything or post
			anything here. </p>
				<p>This is Section 1 area. We can do anything or post
			anything here. </p>
			</article>
			<span>Design by-Someone</span>
		</section>
	</body>
</html>
```

এসাইড ট্যাগঃ

মূলত সাইডবারকে আদালাভাবে চিহ্নিত করার জন্য এইচটিএমএল ৫ এ এসাইড**(<aside>)** ট্যাগ এর আবির্ভাব। মনে রাখতে হবে, এসাইড**(<aside>)** ট্যাগ ইউজ করলেই যে একটি সাইডবার তৈরী হয়ে যাবে এমনটা না। এই ট্যাগ ইউজ করা হবে ট্যাগ এর সাথে কে ID বা Class selector ব্যবহার ছাড়া সাইডবারকে আদালাভাবে চিহ্নিত করার জন্য। আপনি চাইলে আইডি বা ক্লাসও ইউজ করতে পারেন।

নিচের Example টি খেয়াল করুনঃ

```
<html>
	<body>
		<aside>
			<hgroup>
				<h2>The Sidebar</h2>
				<h3>The sub heading</h3>
			</hgroup>
			<article>This is sidebar area. We can do anything
			or post anything here.</article>
```

<u>ফুটার ট্যাগঃ</u>

মূলত ফুটারকে আদালাভাবে চিহ্নিত করার জন্য এইচটিএমএল ৫ এ ফুটার**(<footer>)** ট্যাগ এর আবির্ভাব। মনে রাখতে হবে, ফুটার**(<footer>)** ট্যাগ ইউজ করলেই যে ফুটার**(<footer>)** তৈরী হয়ে যাবে এমনটা না। এই ট্যাগ ইউজ করা হবে ট্যাগ এর সাথে কে ID বা Class selector ব্যবহার ছাড়া ফুটার আদালাভাবে চিহ্নিত করার জন্য। আপনি চাইলে আইডি বা ক্লাসও ইউজ করতে পারেন।

নিচের Example টি খেয়াল করুনঃ

```
<html>
      <body>
            <footer>
                  <p> &copy; Copyright 2012 | All right reserved by
                  Someone.</p>
                  <p>This site developed by Nothing!</p>
            </footer>
      </body>
</html>
```

<u>ডিটেইলস (<details>) ট্যাগঃ</u> অনেক গুলো লিখাকে যদি একটি গ্রুপ আকারে দেখাতে চান তবে ডিটেইলস ট্যাগ ইউজ করে করার যাবে। <summery> tag এর সাথে সমন্বয় করে এই ট্যাগ কাজ করে।

<u>সামারি (<summary>) ট্যাগঃ</u> অনেক গুলো লিখাকে সামারি আকারে দেখাবে, মানে, ধরুন আপনি ৫- ৭ লাইনের একটি পারাগ্রাফ লিখেছেন। কিন্তু আপনি চাইছেন আপনার সেই পারাগ্রাফ যে হেডিং থাকবে সেইই প্রদর্শন করবে সারাধন ভাবে। যখন ভিজিটর বা ইউজার উক্ত হেডিং এ ক্লিক করবে তখন সেটি ড্রপডাউন আকারে নিচের প্রদর্শন করবে।

নিচের Example টি খেয়াল করুনঃ

```
<html>
      <body>
            <details>
                  <summary> &copy; Copyright 2012</summary>
                  <p>All right reserved by Someone.</p>
                  <p>This site developed by Nothing!</p>
            </details>
      </body>
</html>
```

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন sumarry.html বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

মার্ক ট্যাগঃ

কোন নির্দিষ্ঠ ওয়ার্ড বা সেন্টেন্সকে মার্ক করে দেখানোর জন্য মার্ক (<mark>) ট্যাগ ইউজ হয়।

নিচের Example টি খেয়াল করুনঃ

```
<html>
      <body>
            <mark>This is mark tag!</mark>
      </body>
</html>
```

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন mark.html বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

মিটার এবং প্রোগ্রেস ট্যাগঃ

মিটার আর প্রোগ্রেস ট্যাগ এর কাজ কিছুটা একই। মিটার আর প্রোগ্রেস ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট এবং ভাল্যু নির্ধারন করে দিবার পরেই এই ট্যাগ কার্যকর হয়।

নিচের Example টি খেয়াল করুনঃ

```
<html>
    <body>
        Meter: <meter value="3" min="0" max="10">3 out of 10</meter>
        <br />
        Progress bar: <progress max="100" value="50"></progress>
    </body>
</html>
```

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন meterprogress.html বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

টাইম ট্যাগঃ

ধরুন আপনি সাইট এর কোন পেজে সময় এবং তারিখ উল্লেখ করবেন। আপনি চাইলে নরমাল ভাবে **29/07/2012 at 10.20pm** লিখতে পারবেন। এবার এই লিখাটিকে **<time>** ট্যাগের মধ্যে রেখেও লিখতে পারবেন। যদিও ভিজুয়ালি কোন বৈশাদৃশ্য খুঁজে পাবেন না। তারপরেও আপনি সিএসএস দিয়ে এই অংশটুকু আলাদা ভাবে ডিজাইন করে নিতে পারবেন।
নিচের Example টি খেয়াল করুনঃ

```
<html>
      <body>
            <time>29/07/2012 at 5.20pm</time>
      </body>
</html>
```

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন time.html বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এইচটিএমএল মাল্টিমিডিয়াঃ

অডিও, ভিডিও এবং সোর্স ট্যাগঃ

অডিও (<audio>) ভিডিও (<video>) এবং সোর্স (<source>) ট্যাগগুলো নিয়ে আর বলার অপেক্ষা রাখে না এসব কি কাজের। আপনার ওয়েব পেজে এইগুলো ইম্পার্ট করতে নিচের কোড গুলো ফলো করুনঃ

```
<html>
      <body>
            <audio controls="controls">
                  <source src="movie.mp3" type="audio/mp3" />
            </audio>
            <br />
            <video width="360" height="240" controls="controls">
                  <source src="movie.mp4" type="video/mp4" />
            </video>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের অডিও এবং ভিডিও ট্যাগ গুলো ইউজ করে অডিও বা ভিডিও অ্যাড করতে চাইলে অবশ্যই সোর্স ট্যাগ এবং অডিও বা ভিডিও ট্যাগের শুরুতে অ্যাট্রিবিউট controls="controls" অ্যাড

করে নিতেই হবে। controls অ্যাট্রিবিউটের কারণে ব্রাউজারে প্লে, পজ, স্টপ বাটন দেখাবে। বলে রাখা ভালো, বিভিন্ন ব্রাউজার তাদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অডিও বা ভিডিও উইন্ডো দেখাবে আবার কোন কোন ব্রাউজার হয়তো অডিও বা ভিডিও শো করবে না। তাই, ব্রাউজারগুলোকে সবসময় আপডেট রাখতে হবে।

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন multimedia.html বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এইচটিএমএল জেন কোডিং পদ্ধতিঃ

Zen Coding এইচটিএমএল এর কোন ট্যাগ বা ভার্সন নয়। এটা একটই কোডিং ফ্রেমওয়ার্ক যা দিয়ে আপনি অনেক সহজে কোডিং করতে/ লিখতে পারবেন। এটা শুধু মাত্র একটি প্লাগিং/মডিউল যা আপনার কোডিং করার গতিকে বহুগুনে বাড়িয়ে দিবে। Zen Coding প্লাগিং/মডিউল দিয়ে কোডিং করতে চাইলে আপনাকে এই প্লাগিংটি ডাউনলোড করে নিতে হবে। আপনি নোটপ্যাড, সাব্লাইম টেক্সট এডিটর, ড্রিমওয়েভার সহ অন্যান্য এইচটিএমএল এডিটর এর জন্য এই প্লাগিন পাবেন এই ঠিকানায়ঃ http://code.google.com/p/zen-coding/

সতন্ত্র ভাবে প্লাগিং গুলোর ডাউনলোড লিঙ্কঃ **http://code.google.com/p/zen-coding/downloads/list**

Sublime Text Editor এর জন্য লিঙ্কঃ **http://code.google.com/p/zen-coding/downloads/detail?name=Sublime.Zen.Coding.1.1.3.zip**

Zen Coding সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেনঃ **http://coding.smashingmagazine.com/2009/11/21/zen-coding-a-new-way-to-write-html-code/**

আপনার এইচটিএমএল এডিটর এর জন্য প্লাগিংটি ডাউনলোড করে এক্টিভেট করুন নির্দেশনা অনুযায়ী। আমি এখানে নোটপ্যাড++ দিয়ে Zen Coding লিখবো। এবার চলুন উদাহরণ এর মাধ্যমে শিখি...

আমরা এইচটিএমএল এ ম্যানুয়ালি কোডিং লিখি এভাবে...

```
<html>
      <head>
            <title>This is HTML Zen Coding  Example</title>
      </head>
      <body>
            <p>Demo text goes here</p>
      </body>
</html>
```

খেয়াল করুন, উপরের কোড টুকু লিখতে আমার প্রায় ১ মিনিটের মতো সময় লেগেছে। যাদের টাইপিং স্পিড ভাল না বা কোড সম্পর্কে যাদের ভাল আইডিয়া নাই তাদের লিখতে আর সময় লাগবে। কিন্তু Zen Coding এমন একটি প্লাগিন/মডিউল, যার সাহায্যে আপনি অনেক সহজে উপরের এই কোডটুকুকে ১০- ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে লিখে ফেলতে পারবেন। কিভাবে করবেন সেটা নিচের পদ্ধতি গুলো অনুসরন করুন...

নোট প্যাডে Zen Coding প্লাগিনটি অ্যাক্টিভ করতে হলে, আপনাকে প্রথমের প্লগিনের প্যাকেজটি ডাউনলোড করে নিতে হবে, এরপর নোটপ্যাড ইন্সটলেশন ডিরেক্টরি C:\Program Files\Notepad++\plugins – তে গিয়ে পেস্ট করুন –

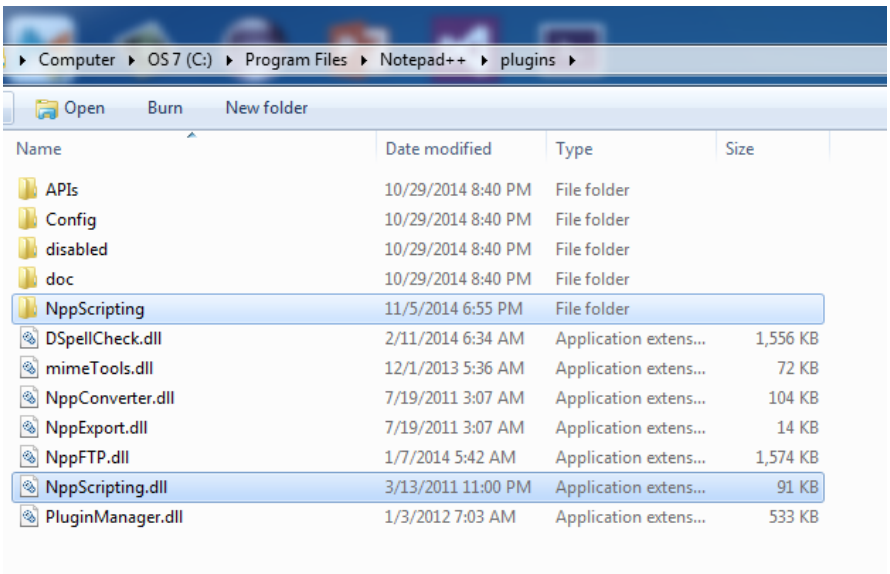

এবার নোটপ্যাড রিস্টার্ট করলেই Zen Coding নামে আলাদা একটি মেনু পেয়ে যাবেন।

জেন কোডিং এক্টিভেট থাকার অবস্থায় আপনার বর্তমান ডকুমেন্টকে .html ফরম্যাটে সেভ করে নিন। এবার ডকুমেন্ট এর <body> সেকশনের মধ্যে h2 লিখে ctrl + e কী প্রেস করুন। ফলাফল পাবেন <h2></h2> এবং মাউস কার্সর পাবেন দুই ট্যাগের মাঝে। এবার h2 কে "myH2" আইডি সিলেক্টর নাম দিবো। তাহলে লিখুনঃ h2#myH2 এবং ট্যাব প্রেস করুন। ফলাফল পাবেন <h2 id="myH2"></h2> এবং মাউস কার্সর পাবেন দুই ট্যাগের মাঝে। এবার h2 ট্যাগ কে আইডি নাম দিবো এবং এর ভিতরে ৩টি anchor ট্যাগ নিবো। মানে কোডটি হবে নিচের মতোঃ

```
<h2 id="myH2">
      <a href=""></a>
      <a href=""></a>
      <a href=""></a>
</h2>
```

উপরের এই ফলাফলটি পেতে হলে আপনাকে নিচের কোডিংটি লিখতে হবেঃ

h2#myH2>a। আপনি যদি anchor a এর অ্যাট্রিবিউট href="" এর মধ্যে # চিহ্নটি পেতে চান তবে এই কোডটি লিখুনঃ

h2#myH2>a[href=#] এবার ctrl + e প্রেস করুন।

এবার আসুন একটু কমপ্লেক্স কোড দেখি। নিচের কোডটি http://code.google.com/p/zen-coding/ থেকে নেয়া।

```
div#page>div.logo+ul#navigation>li*5>a
```

উপরের কোডগুলো টাইপ করে কোডের সর্ব ডানে(a'র পর) মাউস কার্সর রেখে ট্যাব কী প্রেস করুন। তাহলে ফলাফল পাবেন নিচের কোডগুলোঃ

```
<div id="page">
        <div class="logo"></div>
        <ul id="navigation">
                <li><a href=""></a></li>
                <li><a href=""></a></li>
                <li><a href=""></a></li>
                <li><a href=""></a></li>
                <li><a href=""></a></li>
        </ul>
</div>
```

উপরের এই `div#page>div.logo+ul#navigation>li*5>a` কোডটির বর্ননাঃ

আপনি যদি উপরের #page আইডিটি div ট্যাগের/সেকশনের জন্য ডিক্লেয়ার না করতেন তাহলেও এটি ট্যাগের/সেকশনের মধ্যেই #page ডিক্লেয়ার করতো। প্রমান পেতে নিজেই চেষ্ঠা করুন। আবার আপনি ইচ্ছা করলে এই পেজ আইডিটি লিস্ট আইটেম এর মধ্যেও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন।

যাহোক, একই ভাবে পরের div ট্যাগের মধ্যে .logo ক্লাস ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। এইখানেও .logo ক্লাস div ট্যাগের/সেকশনের জন্য ডিক্লেয়ার না করতেন তাহলেও এটি ট্যাগের/সেকশনের মধ্যেই .logo ডিক্লেয়ার করতো। এককোথাও, আপনি ইলিমেন্ট(ট্যাগ) ডিক্লেয়ার করে না দিলে সেটি বাই ডিফল্ট div ট্যাগের মধ্যেই অ্যাপ্লাই হবে।

এবার দেখুন, আনঅর্ডারেড লিস্ট ul কে #navigation আইডি দিয়ে ডিক্লেয়ার করে দেয়া হয়েছে। লক্ষ করুন, এখানে কিন্তু কোন ইলিমেন্ট এর উপরে আইডিটি অ্যাপ্লাই হবে সেটি উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। এখানে যদি কোন ইলিমেন্ট বলা না থাকতো তাহলে এটি div এর আন্ডারে আইডি #navigation ডিক্লেয়ার করে দিতো।

এবার আনঅর্ডারেড লিস্ট টাইপ এর মধ্যে ৫টি লিস্ট আইটেম ইনক্লুড করার জন্য li*5 ইউজ করা হয়েছে। * সাইন এর পরে আপনি যত সংখ্যা লিখবেন ততটা লিস্ট আইটেম আসবে। এরপরে লেসদেন সাইন ইউজ ancho ট্যাগ a ডিক্লেয়ার করার অর্থ হল ৫টি লিস্ট আইটেমের মধ্যে ৫টি anchor ট্যাগ ইনক্লুড করা। anchor ট্যাগ বাই ডিফল্ট href="" অ্যাট্রিবিউট ডিক্লেয়ার করে। আপনি anchor ট্যাগের href="" অ্যাট্রিবিউট মধ্যে # অটো সাইন দিতে চান তবে anchor ট্যাগ Zen Coding এ anchor ট্যাগ লিখবেন এইভাবেঃ a[href=#]। তাঁরপর ট্যাব কী প্রেস করবেন।

উপরের বলা মত কোডিং করতে পারলেই আপনি নিচের মত ফলাফল পাবেনঃ

```
<div id="page">
        <div class="logo"></div>
        <ul id="navigation">
                <li><a href=""></a></li>
```

Note: div#page>div.logo+ul#navigation>li*5>a কোডটিতে > সাইন ইউজ করা হয়েছে কোন ইলিমেন্ট এর ভিতরে প্যারেন্ট ট্যাগ বা ইলিমেন্ট তৈরী করতে আর + সাইন ইউজ করা হয়ে সিব্লিং (Sibling) ইলিমেন্ট তৈরী করতে। সিব্লিং বলতে এখানে একটি মেইন প্যারেন্ট ট্যাগ/ইলিমেন্ট এর ভিতরে অনেক গুলো সাব প্যারেন্ট।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এইচটিএমএল ইউআরএলঃ

A full HTML link-

http://www.rangpursource.com/design/demo.html

scheme://host.domainname.extension/path/file

উপরের ২টি কালারড লাইনের মধ্যে প্রথমটিতে এইচটিএমএল লিঙ্ক এবং পরের উপরের লিঙ্কের কোন অংশকে কি বলে টা বুঝানো হয়েছে। এখন উপরের লিঙ্কটার অংশগুলো নিয়ে বিস্তারিত বলবো:

The scheme:
Scheme এর অর্থ হল আপনি কোন পদ্ধতির ইন্টারনেট সার্ভিস ইউজ করছেন। আমরা সচারচর যে টাইপ এর সার্ভিস ইউজ করে আসছি সেটা হচ্ছে http আর সিকিউরড সার্ভিসের ক্ষেত্রে https.

The host:
host এর অর্থ হল আপনি কোন ধরনের স্থানে ওয়েব সাইটকে রাখছেন। এক কোথাও হোস্ট মানে আপনার ওয়েব সাইট এর জায়গা। আমরা সচারচর যে ধরনের ওয়েব হোস্ট ইউজ করি সেটা হল www.

The domain name:
ডোমেইন নেম হচ্ছে আপনার ওয়েব সাইটের নাম। যেমন: rangpursource

The extension:
Extension হচ্ছে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে কি ধরনের ডোমেইন এক্সটেনশন যুক্ত করবেন। যেমন আমাদের rangpursource এর ডোমেইন এক্সটেনশন .com । পুরো নাম হচ্ছে: rangpursource.com. এক্সটেনশন আর হতে পারে। যেমন: .com, .net, .org, .info ইত্যাদি।

The path:

পাথ হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট এর মূল নামের পরে (a sub directory) অন্য কোন ফোল্ডার যেখানে আপনি আলাদা বা সেই ওয়েবসাইট এরই কোন তথ্য জমা করতে পারবেন। যেমন: /design/

The file name:
সহজ কোথাও ফাইল হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট এর যে ডকুমেন্ট গুলো থাকে সেগুলোর নাম। যেমন: index.html, default.asp, contact.php ইত্যাদি। সার্ভার কনফিগারেশন এর উপরের ফাইল এক্সটেনশন নির্ভর করবে।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

rangpursource
try to..... change life yourself

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

অধ্যায়ঃ ৫
সিএসএস “ব্যসিক”

সিএসএস কি এবং কেনঃ

CSS এর পূর্ন নাম বা রূপ হচ্ছে **C**ascading **S**tyle **S**heets. সহজ ভাষায় একটি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন কনটেন্ট (এইচটিএমএল ইলিমেন্ট) যেমনঃ সাইটের গঠন, আকার(দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা), কনটেন্ট এর অবস্থান, ছবি, রং, ভিডিও, এ্যানিমেশন, বাটন কিভাবে ওয়েব ব্রাউজারে প্রদর্শন করবে এটার নির্দেশনা দান করাই হচ্ছে CSS এর কাজ। এইচটিএমএল কে যদি একটি ওয়েবসাইটের মেরুদণ্ড (Structure) বলেন তাহলে সিএসএস হল প্রান, রক্ত অথবা মাংস এর সাথে তুলনা করা যায়।

সিএসএস কিভাবে কাজ করেঃ

CSS নিয়ে কাজ করতে হলে আপনাকে প্রথমে এইচটিএমএল এ ভাল দক্ষতা থাকতেই হবে। তা নাহলে শুধু সিএসএস দিয়ে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। তাই, সিএসএস শিখার আগে অবশ্যই এইচটিএমএল শিখে নিতে হবে। সিএসএস মূলত এইচটিএমএল সাথে জয়েন ভেঞ্চারে/কম্বিনেশনে কাজ করে। সাপোজ মনে করেন, এইচটিএমএল ফাইল এ একটি পারাগ্রাফ লিখেছেন। এখন আপনি চাইছেন সেই পারাগ্রাফ লিখার কালার লাল রঙের করবেন। তাহলে আপনাকে যা করতে হবে সেটা নিচের উদাহরনে লক্ষ করুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type=”text/css”>
                  p{
                        color: red;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <p>This is a paragraph. Which color is RED!</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড গুলো ফলো করুন... হেড(<head> </head>)সেকশনে inline style sheet (বিভিন্ন টাইপ এর স্টাইল সীট নিয়ে পরের অধ্যায়ে জানবো) এর style ট্যাগের ভিতরে আমরা পারাগ্রাফ জন্য লাল কালার ডিক্লেয়ার করেছি। আর বডি(<body> </body >)সেকশনে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ( ) এর ভিতরে প্যারাগ্রাফ টেক্সট ডিক্লেয়ার করেছি।

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

সিএসএস কোডিং এর পদ্ধতিঃ

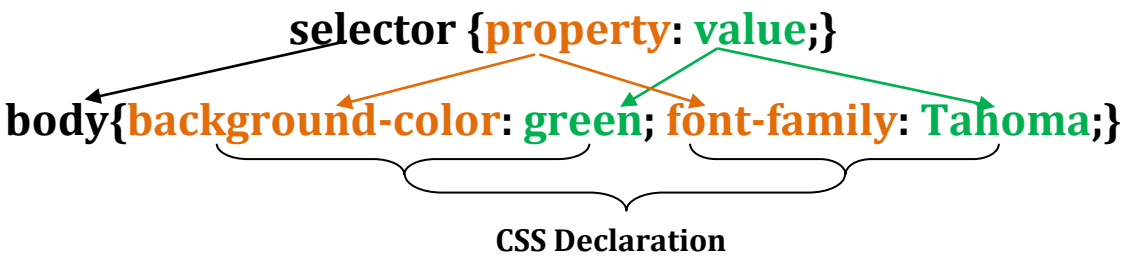

CSS Coding Format

সিএসএস কোডিং আমরা ২ভাবে লিখতে পারি। নিচের হরিজন্টাল কোডিং ফরমেটটি সাধারণতও যারা একদম প্রাইমারি লেভেলের সিএসএস কোডিং শিখে তাঁদেরকে করতে দেখা যায়। আমি বলছি না যে এটা খারাপ তবে, একটা কথা মনে রাখতে হবে আপনি যখন কোন কাজের কোডিং করবেন সেটা হোক ওয়েবসাইটের জন্য এইচটিএমএল, সিএসএস, পিএইচপি অথবা অন্যকোনো কাজের কোডিং। সবসময় সিন্টেক্সট (পদ বিন্যাস) এবং ভার্টিকাল ফরমেট মেনে করাটাই উত্তম। এতে আপনার কাজ পরিচ্ছন্ন এবং কোডিং এর নান্দনিকতা প্রকাশ পাবে। আর মনে রাখবেন, আপনি যখন ভাল মানের কোডার হতে পারবেন, আপনার কাজের মান বাড়বে এবং কাজের মূল্য বেশি ধরতে পারবেন। এতে আপনার কাজের রেপুটেশনতো বাড়বেই, সাথে বায়ার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন। ☺

Horizontal Format

```
body{background-color: green; font-family: Tahoma; font-size: 12px;}
```

Vartical Format

```
body{
        background-color: green;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 12px;
}
```

Note: মনে রাখবেন, সিএসএস এর property এর নাম যদি এক শব্দের বেশি হয় তাহলে শব্দ দুটির মাঝে কোন ফাঁকা রাখলে সেই প্রপার্টি এর কোন ফলাফল আসবে না। সেজন্য দুই বা তাঁর বেশি শব্দের property এর নাম লিখতে হলে সব্দ গুলোর মাঝে হাইফেন(-) দিয়ে লিখতে হবে। সিএসএস এ আমরা যে selector নিয়ে কাজ করবো সেটি এইচটিএমএল এর একটি TAG, যেমনঃ body, h1, p, span, div ইত্যাদি। তেমনিভাবে, value এর মান যদি দু'ধরনের ডাটা টাইপ এর সমন্বয়ে হয় যেমনঃ 12px, তাহলে ডাটা টাইপ দু'টিকে একসাথে 12px লিখতে হবে। নিচের কোডটি লক্ষ করুনঃ

সঠিক কোডিং পদ্ধতিঃ **font-size: 12px**
ভুল কোডিং পদ্ধতিঃ **font size: 12 px**

সিএসএস স্টাইলসীটের ধরণঃ

সিএসএস এ ৩ ধরণের স্টাইলসীট রয়েছেঃ

১. External Style Sheet,
২. Internal Style Sheet,
৩. Inline Style Sheet.

এগুলো ক্ষেত্র বিশেষে একেকটা একেক সময়ে বা কখনও প্রয়োজনে একই সাথে ব্যবহার করা হয়। নিচে উপরের কোন স্টাইলসীটের কোডিং কিভাবে লিখতে হয় তা উল্লেখ করা হলঃ

ইনলাইন স্টাইলসীটঃ

Inline মানে লাইনের মাঝে। মনে রাখতে হবে এইচটিএমএল ডকুমেন্ট এর বডি (<body> </body>) সেকশনে ইলিমেন্ট/ট্যাগ যেমনঃ body, h1, h2, p, span ইত্যাদি এর ভিতরে style অ্যাট্রিবিউট ডিক্লেয়ার করে যে কোডিং লিখা হয় এটাই হল Inline Style Sheet। মনে রাখবেন, Inline Style Sheet হরিজন্টাল ভাবে লিখাই উতম। নিচে Inline Style Sheet এর কোডিং ফরমেটটি লক্ষ করুনঃ

```
<html>
      <body style =”background-color: red; font-family: Vardana;
      font-size: 14pt;”>
            <h2 style=”font-family: Tahoma, color: green”>This is
      HEADING</h2>
            <p style=”text-align: center;”>This is Paragraph</p>
      </body>
</html>
```

ইন্টার্নাল স্টাইলসীটঃ

এইচটিএমএল ডকুমেন্ট এর হেড(<head></head>) সেকশনের ভিতরে একটাকে এমবেড করে কাজ করতে হবে। Internal Style Sheet ও ভার্টিকেলভাবে সিএসএস কোডিং লিখাই ভাল। যেভাবে কোড লিখবেন...

```
      <html>
            <head>
                  <style type =”text/css”>
                        body{
                              background-color: #e3e3e3;
                              font-family: Tahoma;
                              font-size: 12px;
                              color: inheit;
                        }
                  </style>
            </head>
      </html>
```

এক্সটার্নাল স্টাইলসীটঃ

এইচটিএমএল ডকুমেন্ট এর হেড(<head></head>) সেকশনের ভিতরে এটাকে লিঙ্ক করে কাজ করতে হয়। মূলত, আলদা style.css ফাইলে সিএসএস এর জন্য সব কোড লিখে, শুধু মাত্র এইচটিএমএল ডকে লিঙ্ক করে দিলেই কাজ করবে। আপনি চাইলে নিজের ইচ্ছা মত স্টাইল শীটের নাম দিতে পারবেন। যেভাবে লিঙ্ক করবেন...

```
<link rel="style sheet" type="text/css" href="style.css" />
```

সিএসএস সিলেক্টরঃ

সিএসএস সিলেক্টর বুঝাতে এখানে একটি বাস্তব জীবনের উদাহরণ লক্ষ করুন। ধরুন, আপনি বাজারের একটি নির্দিষ্ট দোকানে গেলেন এবং সেখানে থেকে আপনার বাসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য যেমনঃ তেল, সাবান এবং নিত্য দিনের জিনিস ক্রয় করলেন এবং অফিসের জন্য হ্যান্ড ওয়াস, টিস্যু পেপার, কলম ক্রয় করলেন। এখন দেখুন, আপনি একই দোকান থেকে বাসার জন্য এবং অফিসের জন্য প্রোডাক্ট করলেন, সিএসএস এর ভাষায় বাজার হল আপনার ওয়েবসাইট। উক্ত দোকান হল আপনার সিএসএস ফাইল যেখানে আপনি আপনার বাসা বা অফিস জন্য আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোডাক্ট কিনলেন। আপনার বাসা এবং অফিস হল বিভিন্নত ধরনের সিলেক্টর যাদের জন্য আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট কিনেন। আপনার ক্রয় করা প্রোডাক্ট গুলো হল প্রোপার্টি এবং প্রোডাক্ট কিনতে যে অর্থ ব্যয় করছেন সেটা হল উক্ত প্রোপার্টি এর ভাল্যু। মনে রাখবেন, আপনি যখনই কোন সিএসএস ফাইল নিয়ে কাজ করবেন, তখনই আপনাকে একটি প্রোপার্টি, তাঁর ভাল্যু নিয়ে কাজ করতে হবে। আর এই প্রোপার্টি এবং ভাল্যুকে একত্রে ডিক্লেয়ারেশন বলে। এসব নিয়ে পরবর্তিতে আর জানবো।

সিএসএস এ কয়েক ধরণের সিলেক্টর এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন কাজের এসব সিলেক্টরকে ব্যবহার করা হয়। এই অংশে শুধু জেনে রাখুন সাত ধরনের সিলেক্টর রয়েছে। যেমনঃ

ইলিমেন্ট/ট্যাগ সিলেক্টরঃ

ইলিমেন্ট বা ট্যাগ সিলেক্টর বলতে এইচটিএমএল এর রেগুলার ট্যাগ গুলোকে বুঝায়। যেমন ধরুনঃ আপনি এইচটিএমএল এর h2 ট্যাগ এর কালার লাল (red), এবং font এর size 30px করতে চাইছেন। তাহলে আপনাকে h2 ট্যাগের জন্য সিএসএস সেকশন/পেজে কোড লিখতে হবে নিচের মতোঃ

```
<html>
    <head>
        <style type="text/css">
        h2 {
            color: red;
            font-size: 20px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
    </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt

+ s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন elementselector বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

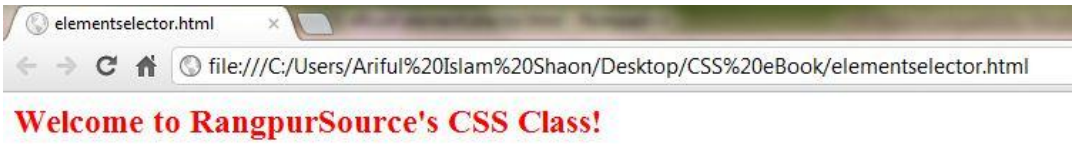

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

আইডি সিলেক্টরঃ

সিএসএস ID Selector "#" (হ্যাশ) সাইন সাথে কোন একটি সিঙ্গেল স্ট্রিং(ওয়ার্ড) বা ডাবল স্ট্রিং একসাথে দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমনঃ #myStyle। পুরো আইডি সিলেক্টরের সিনট্যাক্স হয় #myStyle{propertiy:value;}। ধরুনঃ আপনি এইচটিএমএল এর h2 ট্যাগ এবং p ট্যাগ উভয়ের কালার লাল (red), এবং font এর সাইজ 30px করতে চাইছেন। h2 ট্যাগ এবং p ট্যাগ উভয়ের জন্য একই ডিক্লেয়ারেশন প্রকাশ করতে হলে আপনাকে একটি আইডি দিয়ে ডিফাইন করে দিতে হবে। তাহলে এইচটিএমএল পেজে হেড সেকশনে সিএসএস স্টাইল কোড এবং বডি সেকশনে h2 এবং p ট্যাগের মধ্যে উক্ত myStyle আইডি অ্যাট্রিবিউট id="myStyle" আইডি কল করতে হবে নিচের মতোঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #myStyle {
                        color: red;
                        font-size: 20px;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <h2 id="myStyle" > Welcome to RangpurSource's CSS Class!
            </h2>
            <p id="myStyle"> This is CSS ID Selector, Which
            declaration are same as above H2 tag </p>
      </body>
      </html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন idselector বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

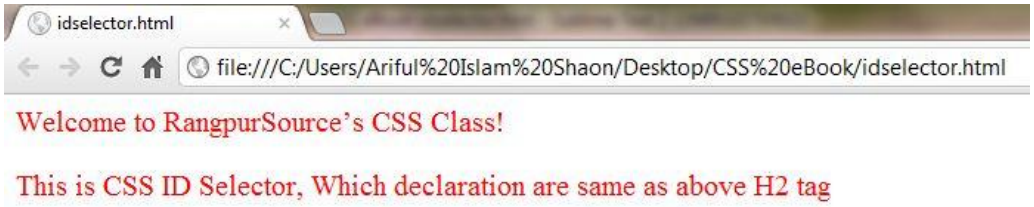

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ক্লাস সিলেক্টরঃ

সিএসএস Class Selector আর ID Selector প্রায় একই। কাজের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা থাকলেও ID selector এর # এর জায়গায় Class Selector এর ক্ষেত্রে শুধু "." (ডট বা প্রিয়োড) সাইন সাথে কোন একটি সিঙ্গেল স্ট্রিং (ওয়ার্ড) বা ডাবল স্ট্রিং একসাথে দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমনঃ .myStyle। পুরো ক্লাস সিলেক্টরের সিনট্যাক্স হয় .myStyle{propertiy:value;}। একইভাবে ধরুনঃ আপনি এইচটিএমএল এর h2 ট্যাগ এবং p ট্যাগ উভয়ের কালার লাল (red), এবং font এর সাইজ 30px করতে চাইছেন। h2 ট্যাগ এবং p ট্যাগ উভয়ের জন্য একই ডিক্লেয়ারেশন প্রকাশ করতে হলে আপনাকে একটি আইডি দিয়ে ডিফাইন করে দিতে হবে। তাহলে এইচটিএমএল পেজে হেড সেকশনে সিএসএস স্টাইল কোড এবং বডি সেকশনে h2 এবং p ট্যাগের মধ্যে উক্ত myStyle ক্লাস অ্যাট্রিবিউট class="myStyle" লিখে কল করতে হবে নিচের মতোঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  .myStyle {
                        color: red;
                        font-size: 20px;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <h2 class="myStyle"> Welcome to RangpurSource's CSS
            Class! </h2>
            <p class="myStyle"> This is CSS ID Selector, Which
            declaration are same as above H2 tag </p>
      </body>
      </html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন classselector বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত

প্রদর্শন করবে। এক্ষেত্রে আইডি সিলেক্টরে যা ভিউ করেছিল ক্লাস সিলেক্টরের ক্ষেত্রেও একই ভিউজ করবে...

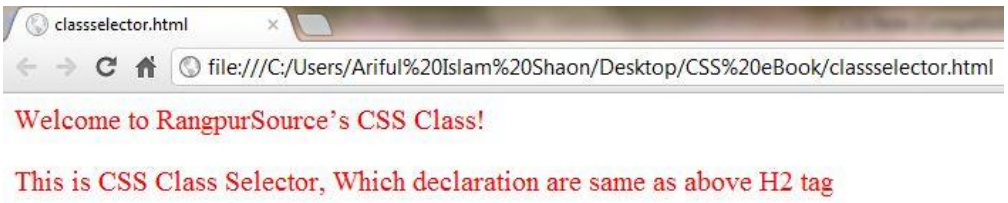

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

গ্রুপ সিলেক্টরঃ

গ্রুপ সিলেক্টর সাধারনত আলাদা আইডি বা ক্লাস সিলেক্টর কে একই ডিক্লেয়ারেশন প্রদান করতে ব্যবহার করা হয়। গ্রুপ করতে শুধু মাত্র "," (কমা) ব্যবহার করে কাজ করতে হয়। পুরো গ্রুপ সিলেক্টরের সিনট্যাক্স হয় #myStyle, .mySecondStyle{propertiy:value;}। এই জন্য আলাদা কোন আইডি, ক্লাস বা অ্যাট্রিবিউট ডিক্লেয়ার করতে হয় না। গ্রুপ সিলেক্টরে আপনি যেসব আইডি বা ক্লাস ইউজ করবেন সেগুলওর জন্য আলদাভাবেও স্টাইল ডিক্লেয়ার করতে পারবেন। এখন দেখুন কিভাবে আপনি গ্রুপ সিলেক্টর ইউজ করবেনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #myID, .myClass {
                        color: red;
                        font-size: 20px;
                  }
                  #myID {
                        background-color: purple;
                        font-family: Tahoma;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <h2 id="myID">Welcome to RangpurSource's CSS Class!
            </h2>
            <p class="myClass"> This is CSS ID Selector, Which
            declaration are same as above H2 tag </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন groupselector বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে

(Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ডিসেন্ডেন্ট সিলেক্টরঃ

Descendent Selector – কে টার্গেট সিলেক্টর বলা যেতে পারে। কারণ নির্দিষ্ট কোন সেকশনের ইলিমেন্টকে স্টাইল করার সময় সেটাকে টার্গেট করে করতে হয়। পুরো ডিসেন্ডেন্ট সিলেক্টরের সিনট্যাক্স হয় #div h2, #div p{propertiy:value;}

সরাসরি একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি ক্লিয়ার করছি-

ধরুন, আপনার ওয়েব পেজে একটি div ট্যাগের ভিতরে h2 ইলিমেন্ট আছে এবং আপনার পুরো ওয়েব পেজ জুড়ে আরও একাধিক জায়গায় h2 ইলিমেন্ট আছে। এখন আপনি চাইছেন শুধু মাত্র div ট্যাগের ভিতরের h2 ইলিমেন্টে ফন্ট ফ্যামিলি Tahoma এবং কালার red করবেন। এ পেজের বাকি h2 ইলিমেন্ট বাই ডিফল্ট স্টাইল থাকবে। তাহলে কোডিং করতে হবে নিচের মতোঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  div h2{
                        color: red;
                        font-size: 20px;
                        background-color: purple;
                        font-family: Tahoma;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <h2> This is Heading 2 tag/element inside Div Tag</h2>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt

+ s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন descselector বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

সুডো ক্লাস সিলেক্টরঃ

CSS এ সুডো ক্লাস ইউজ করা হয় কোন ইলিমেন্টকে স্পেশাল ইফেক্ট দেয়ার জন্য। ইফেক্ট দিতে সুডো ক্লাসকে আইডি বা ক্লাস সিলেক্টরের সাথে বা কোন ইলিমেন্ট সিলেক্টরের সাথে কম্বাইন করে ডিক্লেয়ারেশন দিতে হয়। সুডো ক্লাস সাধারণত ইউজ করা হয় কোন ইলেমেন্ট এর সামনে, পিছনে, প্রথম অক্ষর, প্রথম লাইনে ইফেক্ট দেয়ার জন্য, সেটা হতে পারে লিখা দিয়েই অথবা ইমেজ দিয়ে। সুডো ক্লাস ইউজ করে আপনি খুব সহজেই একটি ইলিমেন্টকে অনেক সুন্দর এবং নান্দনিক করে প্রদর্শন করতে পারবেন। পুরো সুডো ক্লাস সিলেক্টরের সিনট্যাক্স ডিক্লেয়ারেশন হবেঃ selector:pseudo-class {property:value;}।

সিএসএস এ কয়েক ধরণের সুডো ক্লাস রয়েছে, যেমনঃ

1. আফটার সুডো ক্লাস (After Pseudo Class),
2. বিফর সুডো ক্লাস (Before Pseudo Class),
3. ফার্স্ট লাইন সুডো ক্লাস (First Line Pseudo Class),
4. ফার্স্ট লেটার সুডো ক্লাস (First Letter Pseudo),
5. এংকর সুডো ক্লাস (Anchor Pseudo Class),
6. ফাস্ট চাইল্ড সুডো ক্লাস (First Child Pseudo-class.)

ফাস্ট চাইল্ড সুডো ক্লাস এর ছোট একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি ক্লিয়ার করিঃ

```
<html>
	<head>
		<title>Pseudo Class Example!</title>
		<style type="text/css">
			div p:first-child{
				font-family: Tahoma;
				font-size: 14px;
				color: red;
				background: #e8e8e8;
				border: 3px solid green;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<div>
			<p>Welcome to RangpurSource's CSS Class! This is the Pseudo
```

Note: উপরের উদাহরণটিতে আমি ৩টি প্যারাগ্রাফ নিয়েছি কিন্তু স্টাইল অ্যাপ্লাই করেছি শুধু মাত্র প্রথম প্যারাগ্রাফ এর জন্য যেটি সিএসএস স্টাইল সেকশনে **:first-child** সুডো ক্লাস অ্যাপ্লাই করে দেখানো হয়েছে।

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন pseudobasic বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

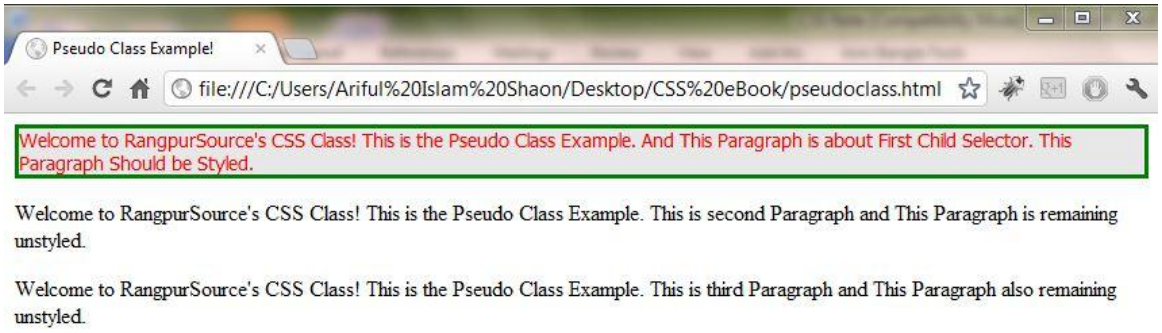

অন্যান্য সুডো ক্লাস স্টাইল নিয়ে আমি সিএসএস অ্যাডভান্সড সেকশনে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন।

ইউনিভার্সাল সিলেক্টরঃ

Universal Selector * (স্টার) সাইন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটি অন্যান্য সিলেক্টর থেকে আলাদা। অন্যান্য সিলেক্টর যেমন এইচটিএমএল ইলিমেন্টকে স্টাইল করে। উনিভার্সাল সিলেক্টর কিন্তু স্টাইল করেনা বরং, ইলিমেন্টের ডিফল্ট স্টাইল রিসেট করে দেয়। যাতে করে ডিজাইনার তাঁর ইচ্ছা মত প্রতিটি ইলিমেন্টের স্টাইল প্রদান করতে পারে। সিএসএস শিখার এই পর্যায়ে শুধু এতটুকু জেনে রাখুন। পর্বর্তিতে আর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুন কিভাবেঃ

```
<html>
      <head>
            <title>This is an example web page!</title>
      </head>

      <body>
            <div id="wrapper">
                  <header>
                      <hgroup>
                          <h2>The Demo Website</h2>
                          <h3>This is sub title of this website</h3>
                      </hgroup>
                  </header>
                  <nav>
                        <ul>
                              <a href="#"><li>Home</li></a>
                              <a href="#"><li>About</li></a>
                              <a href="#"><li>Products</li></a>
                              <a href="#"><li>Profile</li></a>
                              <a href="#"><li>Contact</li></a>
                        </ul>
                  </nav>
                  <div id="main">
                        <section>
                              <hgroup>
                                    <h2>This is Section Heading</h2>
                                    <h3>This is sub title of Section
      Heading</h3>
                              </hgroup>
                        <article>This is Section 1 area. We can do
                  anything or post anything here. This is Section 1
                  area. We can do anything or post anything here.
                  This is Section 1 area.</article>
                        <span>Design by - Ariful Islam Shaon</span>
                        </section>
                  </div>
            </div>
      </body>
</html>
```

Note: লক্ষ করুন, উপরের এইচটিএমএল কোড সেকশনে আমরা h2, h2, Unordered List, span এবং article ট্যাগ ইউজ করে কিছু ইনফো পেজে প্রদর্শন করিয়েছি। যেগুলোর বাই ডিফল্ট যেগুলোতে প্যাডিং, মার্জিন, বর্ডার, বুলেটস আইকন রয়েছে। নিচের ইমেজটি লক্ষ করুন তাহলেই বুঝবেন কোথায় কি হচ্ছে।

উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন universalselector বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন

.html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

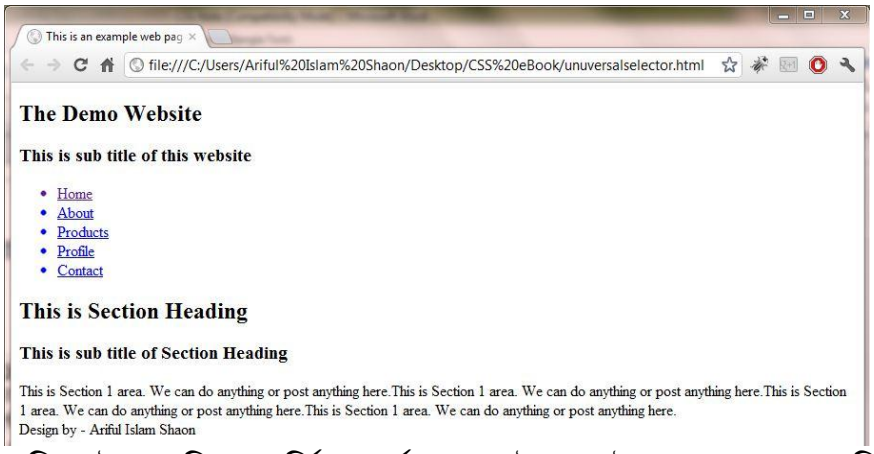

এখন আমরা বাই ডিফল্ট প্যাডিং, মার্জিন, বর্ডার, বুলেটস আইকন সব গুলো রিসেট করবো এই উনিভার্সাল সিলেক্টর ইউজ করে। এখানে শুধু মাত্র উপরের এইচটিএমএল ফাইল এর হেড সেকশনে নিচের সিএসএস কোডটি লিখে দিতে হবেঃ

```
<style type="text/css">
      *{
            border:0px;
            padding:0px;
            margin: 0px;
      }
</style>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য আগের universalselector.html ফাইলটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। এবার Save(Ctrl+S) করুন। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

এবার আপনি প্রতিটি ইলিমেন্টের জন্য আলাদা ভাবে আপনার ইচ্ছা মত সিএসএস কোডিং করতে পারবেন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এছাড়াও, সিএসএস ৩ ভার্সনে নতুন কিছু সিলেক্টর এর প্রত্যাবর্তন হয়েছে। যেগুলো, আমরা এই বইয়ের শেষের দিকে সিএসএস ৩ অধ্যায়ে আলোচনা করছি।

মেজার্মেন্ট ইউনিটঃ

নিচের সিএসএস ইউনিট পরিমাপকগুলো উল্লেখ করা হল। যে ইউনিটগুলো দিয়ে আমরা ওয়েব সাইট এর বিভিন্ন অংশ পরিমাপ করবোঃ

Absolute Unit: pt মানে Point (1/72 inch in CSS 2.1).
pc মানে Picas (1 picas = 12 points).
mm মানে Millimeters.
cm মানে Centimeter.
in মানে Inches (1 inches = 72px).

Relative Unit: 1 em মানে 16 px.

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ৬
সিএসএস “ইন্টারমেডিয়েট”

ফন্ট ফ্যামিলিঃ

সিএসএস এ ফন্ট নিয়ে কাজ করার সময় আপনাকে অনেক ফন্ট এর নাম মুখস্ত রাখতে হবে। সচারচর একেক ওয়েবসাইটে একেক ফন্ট ইউজ হলেও কিছু ফন্ট আছে যেগুলো ব্যবহার প্রায় ওয়েবসাইট এর দেখা যায়। ফন্টের ব্যবহার ডিজাইনার এর ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করবে। মনে রাখতে হবে, আপনি ওয়েবসাইট এর জন্য এমন ফন্ট নির্বাচন করবেন না যেটা ওয়েবসাইট ভিসিটরের কম্পিউটারে ইন্সটাল থাকবে না। এবার এমন ফন্টও ইউজ করবেন না যেটি অড দেখাবে। তাই, গতানুগতিকভাবে কমন এবং সিম্পল ফন্ট ইউজ করাই আদর্শিক! ☺

নিচের কিছু কমন ফন্ট এর লিস্ট দেয়া হল যেগুলো সব কম্পিউটারে উইন্ডোজ কম্পিউটারের সাথেই ইন্সটাল হয়ে যায়ঃ

Fonts Types	Fonts Name
Serif	Times News Roman, Georgia.
Sans Serif	Arial, Arial Black, Verdana, Trebuchet MS, Helvetica, Geneva.
Moonscape	Courier, Courier New.
Cursive	Comic Sans.
Fantasy	Impact, Western, Decorative Font.

কোন ইলিমেন্টে বিভিন্ন ধরণের ফন্ট দিতে চাইলে font-family প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে ফন্টের নাম Times New Roman, Tahoma, Georgia, Arial, Arial Black, Verdana, Trebuchet MS, Helvetica, Geneva, Arial, Arial Black, Verdana, Trebuchet MS, Helvetica, Geneva সহ আরও অন্যান্য ফন্ট অ্যাপ্লাই করে দেখতে হবে। এইচটিএমএল ইলিমেন্টে অ্যাপ্লাই করতে নিচের মত কোড লিখুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #tahoma{
                        font-family: Tahoma;
                  }
                  #impact{
                        font-family: Impact;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p id=”tahoma”> This is CSS Font styled in TAHOMA </p>
            <p id=”impact”> This is CSS Font styled in IMPACT </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন cssfont বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন

.html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে।

এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

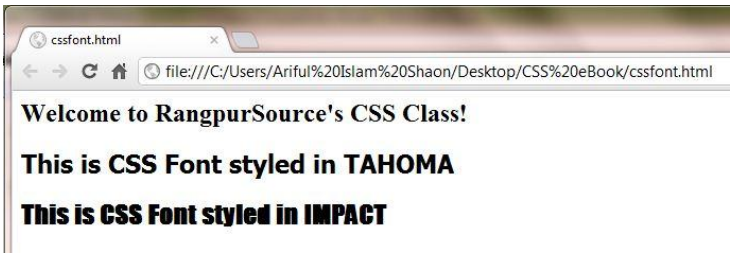

ফন্ট সাইজঃ

কোন ইলিমেন্টে এর ফন্ট সাইজ দিতে font-size প্রোপার্টি এবং ভ্যালুই হিসেবে Length unit(14px) / percentage(100%) / xx-small/ x-small/ small/ medium/ large/ x-large/ xx-large অ্যাপ্লাই করতে হবে। এইচটিএমএল ইলিমেন্টে ফন্ট সাইজ অ্যাপ্লাই করতে নিচের মত কোড লিখুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #size16{
                        font-size: 16px;
                  }
                  #size20{
                        font-size: 20px;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p id=”size16”> This is CSS Font size in 16px </p>
            <p id=” size20”> This is CSS Font size in 20px </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন cssfontsize বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

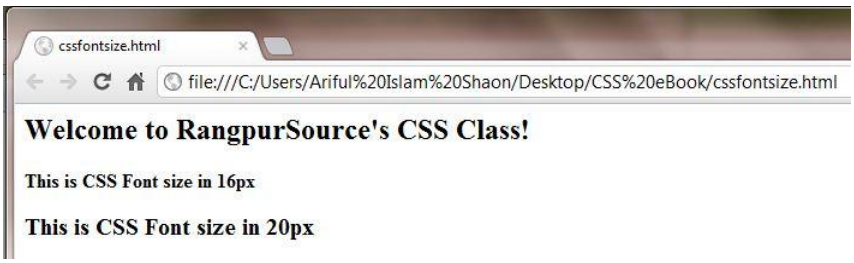

ফন্ট ওয়েটঃ

কোন ইলিমেন্টে এর ফন্টের ব্যাসার্ধ/প্রস্থ দিতে font-weight প্রোপার্টি এবং ভ্যালুই হিসেবে normal/bold/bolder/lighter/100-900 অ্যাপ্লাই করতে হবে। এইচটিএমএল ইলিমেন্টে ফন্ট উইথ অ্যাপ্লাই করতে নিচের মত কোড লিখুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #normal{
                        font-weight: normal;
                  }
                  #bold{
                        font-weight: bold;
                  }
                  #bolder{
                        font-weight: bolder;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p id="normal"> This is CSS NORMAL Font</p>
            <p id="bold"> This is CSS BOLD Font </p>
            <p id="bolder"> This is CSS BOLDER Font </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন cssfontsize বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ফন্ট স্টাইলঃ

কোন ইলিমেন্টে ফন্টের স্টাইল দিতে font-style প্রোপার্টি এবং ভ্যালুই হিসেবে normal/ italic/ oblique অ্যাপ্লাই করতে হবে। এইচটিএমএল ইলিমেন্টে ফন্ট স্টাইল অ্যাপ্লাই করতে নিচের মত কোড লিখুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #normal{
                        font-style: normal;
                  }
                  #italic {
                        font-style: italic;
                  }
                  #oblique {
                        font-style: oblique;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p id="normal"> This is CSS NORMAL Font</p>
            <p id="italic"> This is CSS ITALIC Font </p>
            <p id="oblique"> This is CSS OBLIQUE Font </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন fontstyle বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ফন্ট ভ্যারিয়েন্টঃ

কোন ইলিমেন্টে ফন্ট স্টাইলের ভেরিয়েশন দিতে font-variant প্রোপার্টি এবং ভ্যালুই হিসেবে normal/ small- cops অ্যাপ্লাই করতে হবে। এইচটিএমএল ইলিমেন্টে ফন্ট স্টাইলের ভেরিয়েশন অ্যাপ্লাই করতে নিচের মত কোড লিখুন।

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #normal{
                        font-variant: normal;
                  }
                  #small {
                        font-variant: small-caps;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p id="normal"> This is CSS NORMAL Font</p>
            <p id="small"> This is CSS SMALL Font </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন fontvariant বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

ফন্ট/টেক্সট কালারঃ

ফন্টের/টেক্সটের কালার দিতে font- color প্রোপার্টি এবং ভ্যালুই হিসেবে Hexadecimal value(#aahh00), RGB(235, 125, 200), ColorName(red, green etc) অ্যাপ্লাই করতে হবে। এইচটিএমএল ইলিমেন্টে ফন্ট/টেক্সট এর কালার অ্যাপ্লাই করতে নিচের মত কোড লিখুন।

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #colorname{
                        color: red;
                  }
                  #rgbcolor {
                        color:rgb(235, 125, 200);
                  }
                  #hexcolor {
                        color: #aaff00;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p id="colorname"> This is CSS COLOR name RED</p>
            <p id="rgbcolor"> This is CSS RGB COLOR value rgb(235,
            125, 200)</p>
            <p id="hexcolor"> This is CSS Hexadecimal COLOR value
      #aaff00</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন csscolor বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

লাইন হাইটঃ

একটি প্যারাগ্রাফ বা একাধিক লাইনের মধ্যে (টপ টু বোটম) স্পাসিং/ফাঁকা রাখার জন্য line-height প্রোপার্টি ইউজ করা হয় এবং ভ্যালু হিসেবে length measurement (px/in etc)/percentage (10% etc) অ্যাপ্লাই করতে হবে। কোন ইলিমেন্টের লিখার মাঝে লাইন হাইট দিতে নিচের স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করতে হবেঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  p{
                        line-height:30px
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
            elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
            dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
            nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
            ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
            reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
            fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
            non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
            anim id est laborum.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন csslineheight বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

টেক্সট ইনডেন্টঃ

কোন একটি প্যারাগ্রাফ এর প্রথম লাইনের শুরুতে ঠিক কতটুকু মার্জিন থাকবে সেটা নির্দেশ করতেই text-indent প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে Length measurement/percentage ব্যবহার করা হয়। কোন প্যারাগ্রাফ এর লাইনের শুরুতে টেক্সট ইনডেন্ট দিতে নিচের স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করতে হবেঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  p{
                        text-indent: 50px;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
            elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
            dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
            nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
            ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
            reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
            fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
            non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
            anim id est laborum.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন textindent বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

হরিজোন্টাল টেক্সট এ্যালাইনমেন্টঃ

কোন প্যারাগ্রাফ বা লাইনে ডান থেকে বায়ে লিখাকে পদবিন্যাস বা এ্যালাইন করাই হছে হরিজন্টাল এ্যালাইনমেন্ট। পদবিন্যাস করতে text-align প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে left/right/center/justify ব্যবহার করতে হবে। কোন ইলিমেন্টে এর ফন্ট স্টাইল দিতে নিচের স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করতে হবেঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  p{
                        text-align: justify;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
      elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
      magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
      exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
      consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
      velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
      sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
      officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন texthalign বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ভার্টিক্যাল টেক্সট এ্যালাইনমেন্টঃ

কোন প্যারাগ্রাফ বা লাইনে উপর থেকে নিচে লিখাকে পদবিন্যাস বা এ্যালাইন করাই হছে ভার্টিক্যাল এ্যালাইনমেন্ট। পদবিন্যাস করতে text-align প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে baseline/ sub/ sup/ text-top/ middle/ text-bottom/ bottom/ percentege/ length ব্যবহার করতে হবে। কোন ইলিমেন্টে এর ফন্ট স্টাইল দিতে নিচের স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করতে হবেঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  p{
                        vertical-align: middle;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
      elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
      magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
      exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
      consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
      velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
      sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
      officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন textvalign বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

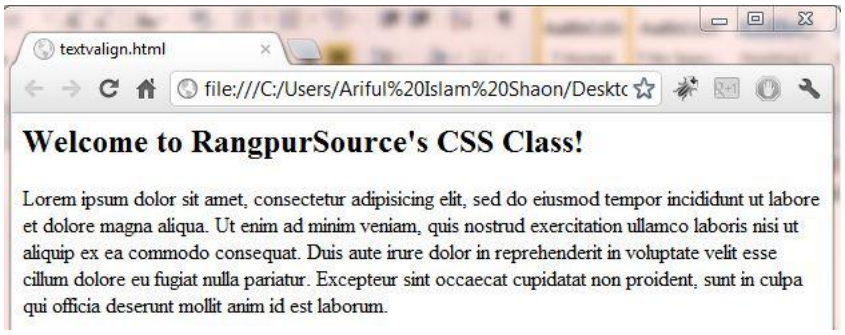

Note: এর পরিবর্তণ পেতে ভার্টিক্যালি কয়েকটি পারাগ্রাফ নিয়ে কাজ করতে হবে।

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ৭
সিএসএস “এডভান্স”

সিএসএস লিস্টসঃ

এইচটিএমএলের লিস্ট গুলোকে সিএসএস দিয়ে স্টাইল করা যায়। Ordered list এবং Unordered list এর জন্য এইচটিএমএল লিস্ট ট্যাগের মধ্যে শুধু মাত্র **type=""** অ্যাট্রিবিউটে এবং **value**- তে নির্দিষ্ট ভ্যালু ব্যবহার করলেই সে অনুযায়ী লিস্ট প্রদর্শন করবে। এছাড়াও সিএসএস দিয়েও এসব লিস্ট স্টাইল এমনকি কাস্টম ইমেজ লিস্ট স্টাইলও ব্যবহার করতে পারবেন। সিএসএস দিয়ে লিস্ট স্টাইল পেলে হলে আপনাকে সিএসএস লিস্ট স্টাইল প্রোপার্টি **list-style-type:value** ব্যবহার করতে হবে। **value** তে Ordered list পেতে চাইলে সংখ্যাবাচক স্টাইল ভ্যালু decimal, এ্যালফাবেটিক ভ্যালু upper-alpha বা lower-alpha, রোমান স্টাইল চাইলে upper-roman বা lower-roman ব্যবহার করতে হবে। Unordered list পেতে চাইলে স্টাইল গুলো যেমনঃ circle, disc, square ব্যবহার করতে হবে।

আর যদি কাস্টম ইমেজ লিস্ট স্টাইল পেতে চান তবে সিএসএস প্রোপার্টি list-style-image:url() ব্যবহার করতে হবে।

অর্ডারড লিস্টঃ

সিএসএস দিয়ে Ordered লিস্ট স্টাইল পেলে হলে আপনাকে সিএসএস লিস্ট স্টাইল প্রোপার্টি list-style-type: value ব্যবহার করতে হবে। value তে Ordered list সংখ্যাবাচক স্টাইল ভ্যালু decimal, এ্যালফাবেটিক ভ্যালু upper-alpha বা lower-alpha, রোমান স্টাইল চাইলে upper-roman বা lower-roman ব্যবহার করতে হবে।

এবার একে একে লিস্ট আইটেম স্টাইল গুলো অ্যাপ্লাই করি নিচের মতঃ

```
<html>
      <head>
            <title>CSS List Style</title>
            <style type="text/css">
                  #decimal{
                        list-style-type: decimal;
                  }
                  #cletter{
                        list-style-type: upper-alpha;
                  }
                  #sletter{
                        list-style-type: lower-alpha;
                  }
                  #croman{
                        list-style-type: upper-roman;
                  }
                  #lroman{
                        list-style-type: lower-roman;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
```

```
                <h3> This is CSS List Style Tutorial </h3>
            </div>
            <h3>Ordered List Style Decimal "1" Order</h3>
            <ol id="decimal">
                <li>List item A</li>
                <li>List item B</li>
                <li>List item C</li>
            </ol>

            <h3>Ordjjered List Style Capital Letter "A" Order</h3>
            <ol id="cletter">
                <li>List item A</li>
                <li>List item B</li>
                <li>List item C</li>
            </ol>
            <h3>Ordered List Style Small Letter "a" Order</h3>
            <ol id="sletter">
                <li>List item A</li>
                <li>List item B</li>
                <li>List item C</li>
            </ol>
            <h3>Ordered List Style Capital Roman "I" Order</h3>
            <ol id="croman">
                <li>List item A</li>
                <li>List item B</li>
                <li>List item C</li>
            </ol>
            <h3>Ordered List Style Small Roman "i" Order</h3>
            <ol id="lroman">
                <li>List item A</li>
                <li>List item B</li>
                <li>List item C</li>
            </ol>
        </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন cssolist বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

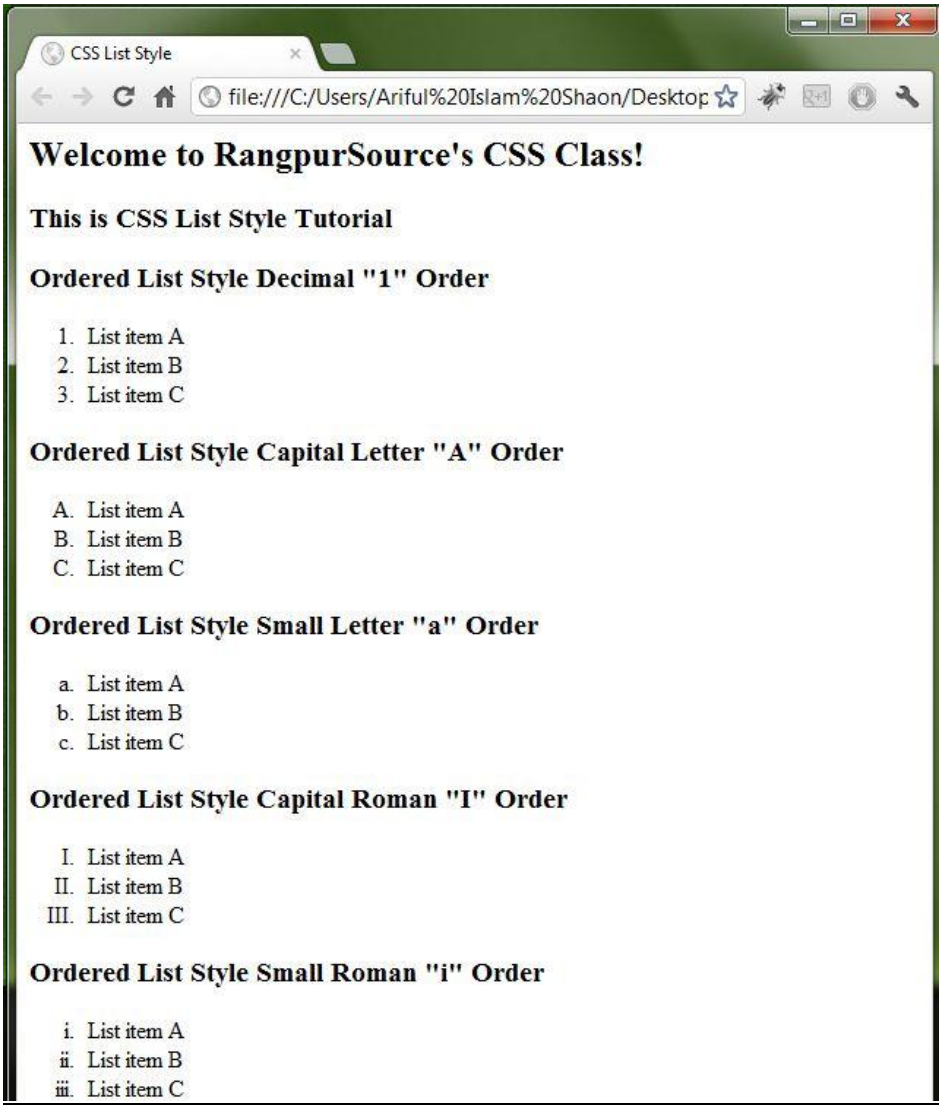

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

আনঅর্ডারড লিস্টঃ

সিএসএস দিয়ে Unordered লিস্ট স্টাইল পেলে হলে আপনাকে সিএসএস লিস্ট স্টাইল প্রোপার্টি list-style-type: value ব্যবহার করতে হবে। value তে Unordered list স্টাইল ভ্যালু circle, disc, square ব্যবহার করতে হবে। এবার একে একে লিস্ট আইটেম স্টাইল গুলো অ্যাপ্লাই করি নিচের মতঃ

```
<html>
	<head>
		<title>CSS List Style</title>
			<style type="text/css">
				#circle{
					list-style-type: circle;
				}
				#disc{
					list-style-type: disc;
				}
				#square{
					list-style-type: square;
				}
```

```
                </style>
        </head>
        <body>
                <div>
                        <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                        <h3> This is CSS CSS List Style Tutorial </h3>
                </div>
                <h3>Unordered List Style “circle” Order</h3>
                <ul id="circle">
                        <li>List item A</li>
                        <li>List item B</li>
                        <li>List item C</li>
                </ul>
                <h3>Unordered List Style “disc” Order</h3>
                <ul id="disc">
                        <li>List item A</li>
                        <li>List item B</li>
                        <li>List item C</li>
                </ul>
                <h3>Unordered List Style “square” Order</h3>
                <ul id="square">
                        <li>List item A</li>
                        <li>List item B</li>
                        <li>List item C</li>
                </ul>
        </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন cssulist বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

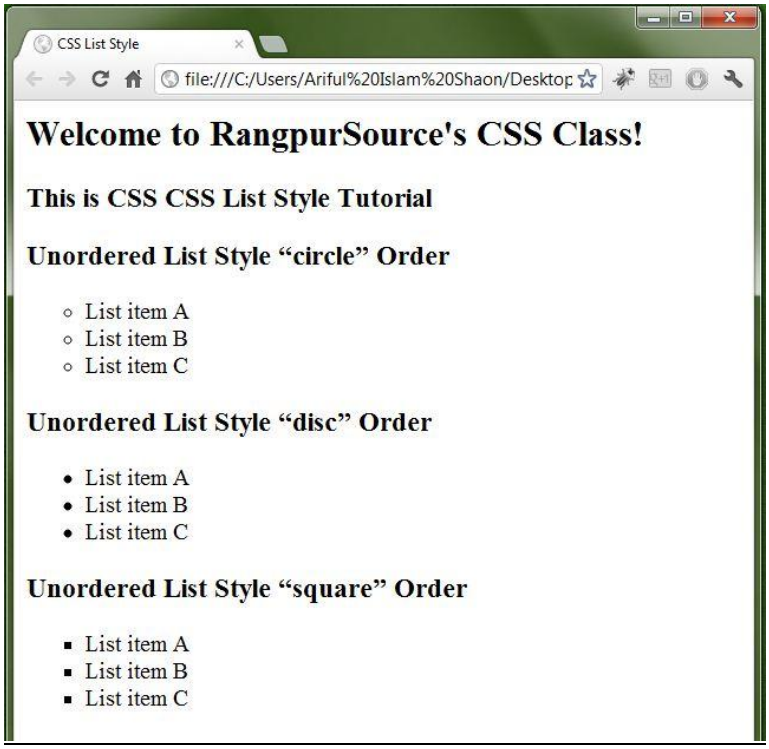

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা’য় জানাতে পারেন। ☺

কাস্টম লিস্টঃ

কাস্টম ইমেজ লিস্ট স্টাইল পেতে চান তবে সিএসএস প্রোপার্টি list-style-image:url() ব্যবহার করতে হবে। url এর পর রাউন্ড ব্রাকেট এর ভিতরে কাঙ্ক্ষিত ইমেজ এর রিসোর্স লিঙ্কটি দিতে হবে। আমি এখানে কয়েক ধরণের ইমেজ দিয়ে কাস্টম লিস্ট স্টাইল অ্যাপ্লাই করছি নিচের মতঃ

```
<html>
      <head>
            <title>CSS List Style</title>
            <style type="text/css">
                  #customA{
                        list-style-image: url(Images/customA.gif);
                  }
                  #customB{
                        list-style-image: url(Images/customB.gif);
                  }
                  #customC{
                        list-style-image: url(Images/customC.gif);
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h3> This is CSS Custom List Style Tutorial </h3>
            </div>
```

```
            <h3>Custom List Style A</h3>
            <ul id="customA">
                  <li>List item A</li>
                  <li>List item B</li>
                  <li>List item C</li>
            </ul>
            <h3>Unordered List Style B</h3>
            <ul id="customB">
                  <li>List item A</li>
                  <li>List item B</li>
                  <li>List item C</li>
            </ul>
            <h3>Unordered List Style C</h3>
            <ul id="customC">
                  <li>List item A</li>
                  <li>List item B</li>
                  <li>List item C</li>
            </ul>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন csscuslist বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

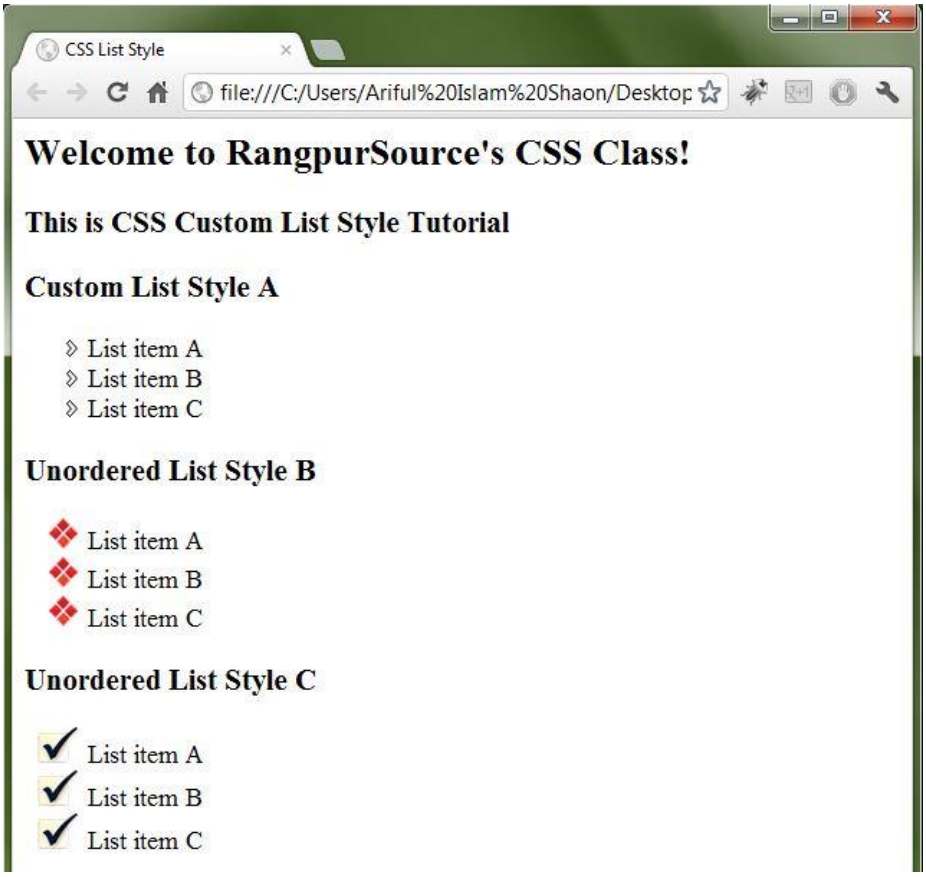

টেবিলঃ

লিস্টের মতই এইচটিএমএলেও আমি টেবিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। সিএসএস- এ আলোচনা করেছি উপরের লেসনেও। তবে পার্থক্য হল, সিএসএস দিয়ে কিন্তু লিস্ট বা টেবিল তৈরী করা যায় না শুধুমাত্র এদের ডিজাইন করা যায়। সে মোতাবেক, লিস্ট আইটেম এর মত টেবিল কেও সিএসএস দিয়ে ডিজাইন করবো। নিচে ৫টি কলাম এবং ৬টি রো বিশিষ্ট একটা সাধারণ টেবিল তৈরীর করতে কোড লিখি এবং কলাম ও রো তে ডাটা ইন্সার্ট করি...

```
<html>
      <head>
            <title>CSS Table </title>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h3> This is CSS table Tutorial </h3>
            </div>
            <table>
                  <tr>
                        <td>User ID</td>
                        <td>Name</td>
                        <td>Address</td>
                        <td>Cell No</td>
                        <td>Activities</td>
                        <td>Comments</td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td>001</td>
                        <td>Ariful Islam Shaon</td>
                        <td>Rangpur</td>
                        <td>01922000000</td>
                        <td>Web Development</td>
                        <td>No Comment</td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td>002</td>
                        <td>Rechard Gilbart</td>
                        <td>UK</td>
                        <td>25846781</td>
                        <td>IT Consultant</td>
                        <td>No Comment</td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td>003</td>
                        <td>Zubair Hasan</td>
                        <td>Dhaka</td>
                        <td>01723000000</td>
                        <td>PHP Programmer</td>
                        <td>No Comment</td>
                  </tr>
```

```
                <tr>
                      <td>004</td>
                      <td>Ibrahim Monsur</td>
                      <td>Chittagong</td>
                      <td>01824222000</td>
                      <td>Wordpress Expert</td>
                      <td>No comment</td>
                </tr>
            </table>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন csstable বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

উপরের ইমেজটি লক্ষ করুন, আমি শুধু মাত্র টেবিলে ডাটা ইনপুট করেছি। এর কোন ওয়াইড, হাইট, বর্ডার, সেল এ্যালাইনমেন্ট করি নাই। আমরা চাইলেই টেবিল এর এইচটিএমএল কোড সেকশনের টেবিল স্টার্টিং ট্যাগ(<table>) এর মধ্যে width="", height="", border="" এবং align="" অ্যাট্রিবিউট ইন্সার্ট করে টেবিলটির ফরম্যাটিং করতে পারি। কিন্তু আমরা টেবিলটিকে একটি আইডি (#) অথবা ক্লাস (.) দিয়ে ডিক্লেয়ার করে সিএসএস কোডিং এর মাধ্যমে ফরম্যাটিং করবো। তবে, টেবিলটির সেল বর্ডার দিলাম border="1"। এতে করে টেবিলটির প্রতিটি সেলের বর্ডার প্রদর্শন করবে। এবার টেবিলটিকে csstable আইডি নাম দিয়ে ডিক্লেয়ার করলাম এবং টেবিল এর এইচটিএমএল কোড সেকশনের টেবিল স্টার্টিং ট্যাগ(<table>) এর মধ্যে। ঠিক এভাবে <table id="csstable" border="1">.

এবার সিএসএস সেকশনে টেবিল এর ওয়াইড, হাইট, বর্ডার স্টাইল এবং টেক্সট এ্যালাইনমেন্ট এর জন্য কোড লিখবো নিচের মতোঃ

```
<style type="text/css">
      #csstable{
            width: 600px;
            height: 150px;
            border-color: red;
            margin: auto;
      }
</style>
```

মার্জিন auto দেয়ার ফলে টেবিলটি ব্রাউজার এর মাঝে প্রদর্শন করবে। বর্ডার কালার red দেয়ার ফলে টেবিল সেল এবং বর্ডারের কালার লাল দেখাবে। টেবিল ফাইলটি **Save** করে ব্রাউজার রিফ্রেশ করুন। নিচের মত ফলাফল পাবেন...

User ID	Name	Address	Cell No	Activities	Comments
001	Ariful Islam Shaon	Rangpur	01922000000	Web Development	No Comment
002	Rechard Gilbart	UK	25846781	IT Consultant	No Comment
003	Zubair Hasan	Dhaka	01723000000	PHP Programmer	No Comment
004	Ibrahim Monsur	Chittagong	01824222000	Wordpress Expert	No comment

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এখন আমি টেবিল এর প্রথম রো এর সব লিখাকে মধ্য বিন্যাস(center align) করবো এবং লিখা গুলোকে bold করবো। এটি করতে শুধুমাত্র টেবিল এর এইচটিএমএল সেকশনে গিয়ে টেবিল এর প্রথম রো (User ID, Name, Address, Cell, Activities, Comment) এর td(Table Data) ট্যাগ গুলো কে th(Table Head) করে দিয়ে ফাইলটি
আবারো **Save** করলাম। এবার পুনরায় ব্রাউজার রিফ্রেশ করলাম। নিচের মত হুবহু টেবিল প্রদর্শন করবে...

User ID	Name	Address	Cell No	Activities	Comments
001	Ariful Islam Shaon	Rangpur	01922000000	Web Development	No Comment
002	Rechard Gilbart	UK	25846781	IT Consultant	No Comment
003	Zubair Hasan	Dhaka	01723000000	PHP Programmer	No Comment
004	Ibrahim Monsur	Chittagong	01824222000	Wordpress Expert	No comment

এবার টেবিল হেড রো টি'র ব্যাকগ্রাউন্ড এবং টেক্সট কালার দিতে th রো টিকে টার্গেট করে সিএসএস সেকশনে ঠিক #csstable ব্লক এর নিচে নিচের কোড লিখলাম...

```
th{
      background: green;
      color: white;
}
```

টেবিল ফাইলটি আবারো **Save** করলাম। এবার পুনরায় ব্রাউজার রিফ্রেশ করলাম। নিচের মত হুবহু টেবিল প্রদর্শন করবে...

User ID	Name	Address	Cell No	Activities	Comments
001	Ariful Islam Shaon	Rangpur	01922000000	Web Development	No Comment
002	Rechard Gilbart	UK	25846781	IT Consultant	No Comment
003	Zubair Hasan	Dhaka	01723000000	PHP Programmer	No Comment
004	Ibrahim Monsur	Chittagong	01824222000	Wordpress Expert	No comment

এবার পুরো টেবিল এর বর্ডারটিকে চিকন/পাতলা(thin) করতে সিএসএস সেকশনে #csstable ব্লকে গিয়ে border-collapse: collapse; এই লাইনটি যুক্ত করে দিলাম নিচের মত করে...

```
#csstable{
      width: 600px;
      height: 150px;
      border-color: red;
      margin: auto;
      border-collapse: collapse;
}
```

এবার টেবিল এর জন্য লিখা সম্পূর্ন কোড গুলো নিচে উল্লেখ করলাম...

```
<html>
      <head>
            <title>CSS Table </title>
            <style type="text/css">
                  #csstable{
                        width: 600px;
                        height: 150px;
                        border-color: red;
                        margin: auto;
                        border-collapse: collapse;
                  }
                  th{
                        background: green;
                        color: white;
                  }
```

```
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h3> This is CSS table Tutorial </h3>
            </div>
            <table id="csstable" border="1”>
                  <tr id="head">
                        <th>User ID</th>
                        <th>Name</th>
                        <th>Address</th>
                        <th>Cell No</th>
                        <th>Activities</th>
                        <th>Comments</th>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td>001</td>
                        <td>Ariful Islam Shaon</td>
                        <td>Rangpur</td>
                        <td>01922000000</td>
                        <td>Web Development</td>
                        <td>No Comment</td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td>002</td>
                        <td>Rechard Gilbart</td>
                        <td>UK</td>
                        <td>25846781</td>
                        <td>IT Consultant</td>
                        <td>No Comment</td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td>003</td>
                        <td>Zubair Hasan</td>
                        <td>Dhaka</td>
                        <td>01723000000</td>
                        <td>PHP Programmer</td>
                        <td>No Comment</td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td>004</td>
                        <td>Ibrahim Monsur</td>
                        <td>Chittagong</td>
                        <td>01824222000</td>
                        <td>Wordpress Expert</td>
                        <td>No comment</td>
                  </tr>
            </table>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য টেবিল ফাইলটি আবারো **Save** করলাম। এবার পুনরায় ব্রাউজার রিফ্রেশ করলাম। নিচের মত হুবহু টেবিল প্রদর্শন করবে...

User ID	Name	Address	Cell No	Activities	Comments
001	Ariful Islam Shaon	Rangpur	01922000000	Web Development	No Comment
002	Rechard Gilbart	UK	25846781	IT Consultant	No Comment
003	Zubair Hasan	Dhaka	01723000000	PHP Programmer	No Comment
004	Ibrahim Monsur	Chittagong	01824222000	Wordpress Expert	No comment

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

হোয়াইট স্পেসঃ

White Space এর কাজ মূলত ইলিমেন্ট এর মধ্যে স্টাইল ইফেক্ট পড়বে কিনা এটা নিশ্চিত করা। আপনি যদি কোন নির্দিষ্ঠ ইলিমেন্ট এর মধ্যে কোন সিএসএস ইফেক্ট দিতে না চান তবে সেই ইলিমেন্ট এর জন্য white-space প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে normal/pre/nowrap/wrap/preline ইউজ করতে পারেন। এইচটিএমএল ইলিমেন্টে `white-space` অ্যাপ্লাই করতে নিচের মত কোড লিখুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  p{
                        white-space: pre-wrap;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
            elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
            dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
            nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
            ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
            reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
            fugiat nulla pariatur. </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন whitespace বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

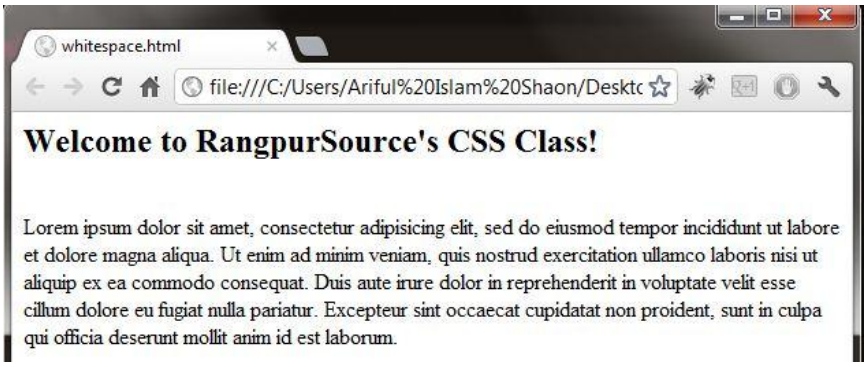

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

টেক্সট ডেকোরেশনঃ

Text decoration এর কাজ মূলত text ইলিমেন্ট এর মধ্যে ডেকোরেশনের কাজ নিশ্চিত করা। আপনি যটি কোন নির্দিষ্ঠ ইলিমেন্ট এর মধ্যে আন্ডারআইন, ওভারলাইন সিএসএস ইফেক্ট দিতে না চান তবে সেই ইলিমেন্ট এর জন্য text-decoration প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে none/ underline/ overline/ line-through/ blank ইউজ করতে পারেন। কোন ইলিমেন্টে টেক্সট ডেকোরেশন স্টাইল দিতে নিচের স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করতে হবেঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  p{
                        text-decoration:underline;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
            elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
            dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
            nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
            ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
            reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
            fugiat nulla pariatur.
            </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন textdecoration বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

টেক্সট ট্রান্সফর্মঃ

টেক্সট ট্রান্সফর্ম প্রোপার্টি এ দ্বারা আপনি ছোট হাতের লিখাকে বড় হাতের, বড় হাতের লিখাকে ছোট হাতের এবার যে কোন টাইপ এর লিখাকে সেন্টেন্স এর প্রতিটা ওয়ার্ডs এর প্রথম অক্ষর কে বড় হাতের দেখাতে পারবেন। পারেন। এ জন্য প্রোপার্টি text-decoration এবং ভ্যালু হিসেবে capitalize/lowercase/uppercase ইউজ করতে পারেন। এইচটিএমএল ইলিমেন্টে অ্যাপ্লাই করতে নিচের মত কোড লিখুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  p{
                        text-transform:uppercase;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
            elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
            dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
            nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
            ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
            reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
            fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
            non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
            anim id est laborum.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন textdecoration বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

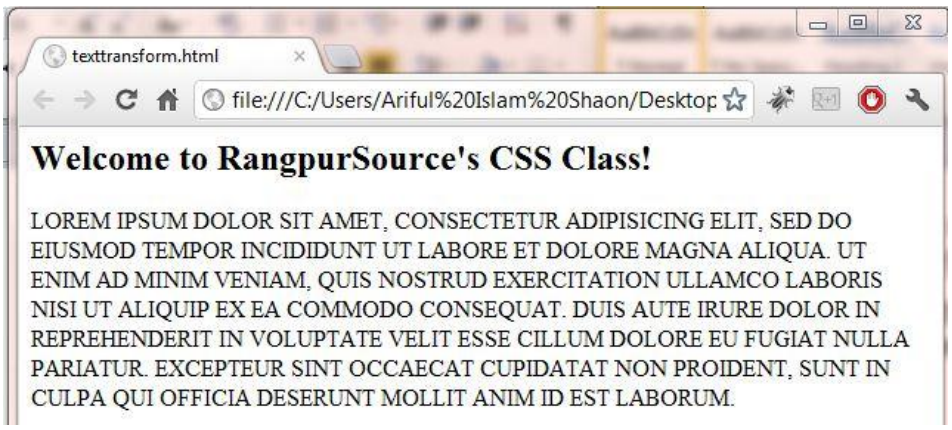

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

লেটার এবং ওয়ার্ড স্পেসিংঃ

letter-spacing হল একটি অক্ষর থেকে আরেকটি অক্ষর এর দূরত্ব এবং word-spacing হল একটি ওয়ার্ড থেকে আরেকটি ওয়ার্ড এর দূরত্ব। অক্ষরের মধ্যে দূরত্ব দিতে letter-spacing প্রোপার্টি এবং ওয়ার্ড এর মধ্যে দূরত্ব দিতে word-spacing প্রোপার্টি এবং দুটির জন্যই ভ্যালু হিসেবে Length measurement (in/pt/em/px) ব্যবহার করতে হয়। দিতে মনে রাখবেন দুটো আলদা বিষয়। ব্যপারটি বুঝতে সরাসরি নিচের উদাহরন দেখুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #letter{
                        letter-spacing:10px;
                  }
                  #word{
                        text-transform:uppercase;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p> This is 10px LETTER spacing </p>
            <p> This is 10px WORD spacing </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন letterwordspacing বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

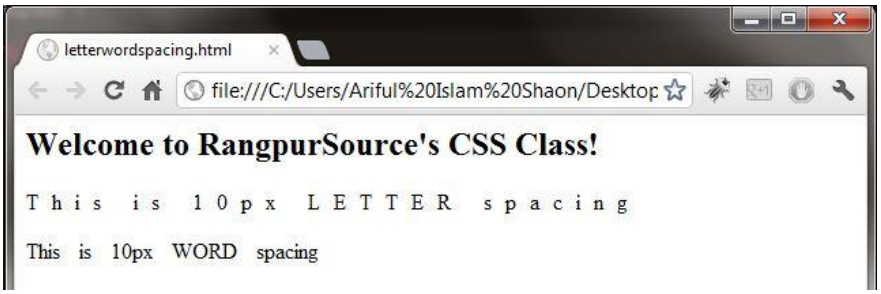

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ভিজিবিলিটিঃ

Visibility হল কোন বস্তুর দৃশ্যমান থাকার অবস্থা। এটা নির্ভর করে উক্ত বস্তুটি আপনার সাইটে দৃশ্যমান থাকবে কিনা। ধরুন, আপনি চাইছেন আপনার সাইটের কোন একটি প্যারাগ্রাফ হাইড করে রাখবেন। তাহলে কোন ইলিমেন্টের ভিসিবিলিটি দেখার জন্য visibility প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে visible/ hidden/ collapse ব্যবহার করতে হয়। এটা করতে ২টা প্যারাগ্রাফ নিন এবং নিচের উদাহরণটি ফলো করুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #hidden{
                        visibility: hidden;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p id="hidden">This is FIRST and HIDDEN Paragraph! This
      is not visible to the browser.</p>
            <p>This is SECOND and NORMAL Paragraph! This is remain
      visible to the browser.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন cssvisibility বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save)

সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

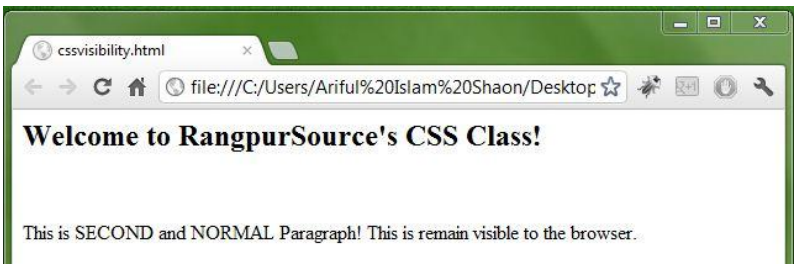

Note: উপরের ইমেজটি লক্ষ করুন, প্রথম প্যারাগ্রাফটিতে ডিক্লেয়ারেশন visibility: hidden ব্যবহার করার কারণে হাইড হয়ে আছে। কিন্তু সেটার লোকেশান কিন্তু ঠিকই ধরে রেখেছে খেয়াল করুন দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ এর উপরে ফাঁকা জায়গাটি। লিখাটি এবার শো করাতে চাইলে, visibility: visible করে দিন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ওভারফ্লোঃ

ধরুন, আপনার ওয়েবসাইটে একটি 200px*200px টেক্সট বক্স আছে। আপনি চাইছেন আপনার লিখা যতই বেশি হোক না কেন, এই 200px x 200px এর মধ্যে যতটুকু ধরবে সেটাই ওয়েবসাইট এ প্রদর্শন করবে। প্রয়োজনীয় অংশটি দৃশ্যমান রেখে এই কাজটি করতে হলে আপনাকে অতিরিক্ত অংশটুকু হাইড করে দিতে হবে। কিন্তু আপনি এই বক্সের ভিতরে কিছু টেক্সট বেশি ইনপুট করায় সেটি বক্সের বাহিরে চলে গেছে। যা দেখতে খুবই খারাপ দেখাবে ওয়েবসাইটে। এখন আপনাকে এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে কন্ট্রোল করতে হবে, আমি এখানে স্ক্রল হিসেবে প্রদর্শন করে দেখাবো। এটি করতে প্রোপার্টি হিসেবে overflow এবং ভ্যালু হিসেবে visible/ hidden/scroll/ auto ব্যবহার করতে হবে। নিচের উদাহরণটি দেখুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  # overflow {
                        width:200px;
                        height:200px;
                        border: 5px solid red;
                        overflow: scroll;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p id="overflow">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
      adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
      et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
      exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
```

```
        consequat.Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
        velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
        sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
        officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
        </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু body ট্যাগের মাঝে লিখে ফেলুন। এবার ctrl + alt + s প্রেস করে ফাইলের নাম দিন cssoverflow বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

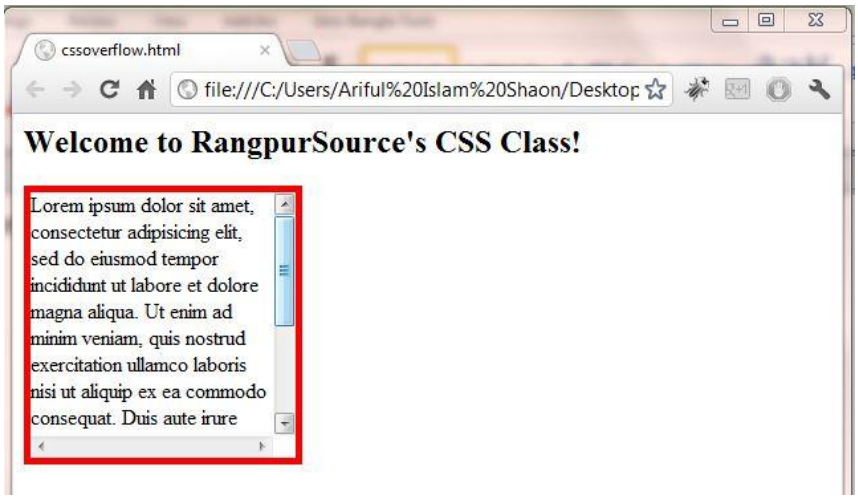

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ব্যাকগ্রাউন্ড কালারঃ

ওয়েবসাইটের কোন ইলিমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড বা পঠভূমির কালার দিতে background-color প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে কালার নামে যেমনঃ red/green/blue এবং কালার ভ্যালু যেমনঃ #30dh3a ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। সেটা হতে পারে প্যারাগ্রাফ অথবা হেডিং ট্যাগ অথবা ডিভিশন ইলিমেন্ট। ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে নিচের উদাহরণটি ফলো করুনঃ

```
<html>
        <head>
                <style type="text/css">
                        #background {
                                width:300px;
                                height:200px;
                                border: 5px solid red;
                                background-color: yellow;
                        }
                </style>
        </head>
        <body>
                <div>
```

```
                <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            </div>
            <p   id="background">Lorem   ipsum   dolor   sit   amet,
      consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
      ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
      quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
      ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
      in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
      pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt
      in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssbackground বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

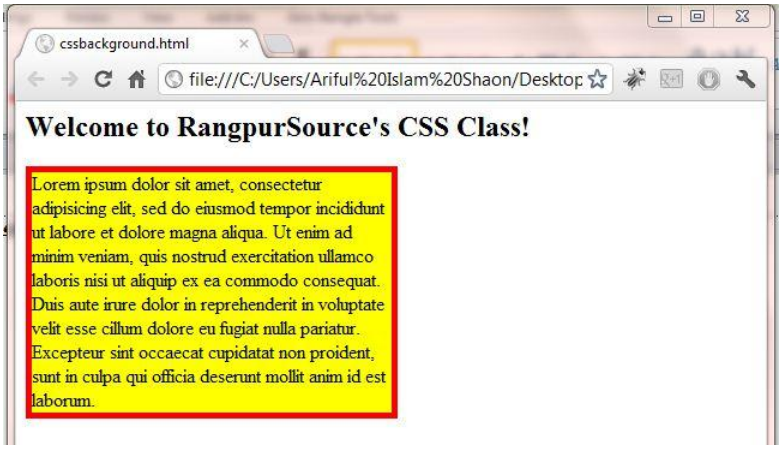

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজঃ

ওয়েবসাইটের কোন ইলিমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড বা পঠভূমিতে ইমেজ/ছবি দিতে background- image:url() প্রোপার্টি+ভ্যালু ব্যবহার করতে হয়। সেটা হতে পারে পুরো সাইট জুড়ে অথবা এর কোন নির্দিষ্ট অংশের(ডিভিশন ইলিমেন্ট) মধ্যে। ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিতে নিচের উদাহরণটি ফলো করুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  body {
                        background-image:url(bg_image.jpg);
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
```

```
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h2> This is CSS Background Image Tutorial </h2>
            </div>
            <p   id="background">Lorem   ipsum   dolor   sit   amet,
            consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
            incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
            minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
            nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
            dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
            dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
            cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
            deserunt mollit anim id est laborum.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssbgimage বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিটঃ

background repeat এর কাজ হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এর কোন ইমেজ- কে(যদি সেই ইমেজটি ছোট অথবা নির্দিষ্ট মাপের হয়) উপরে থেকে নিচে অথবা ডানে থেকে বায়ে অথবা পুরো পেজ জুড়ে পুনঃপুন ভাবে প্রদর্শন করা। ধরুন, আপনি একটি 100px*100px মাপের ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দিতে চাইছেন। আমি এখানে একটি 100px*100px মাপের ইমেজকে পুরো পেজ জুড়ে দিবো। এই কাজটি করতে প্রোপার্টি হিসেবে background- repeat এবং ভ্যালু হিসেবে repeat/ no-repeat/ repeat-x/ repeat-y ব্যবহার করতে হবে। তবে, রিপিট করার আগে অবশ্যই ইমেজটি ব্যাকগ্রাউন্ড এ ইন্সার্ট করতে হবে `background-image:url()` প্রোপার্টি+ভ্যালু ব্যবহার করে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুন...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  body {
                        background-image:url(bgimagerep.jpg);
                        background-repeat: repeat;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h2> This is CSS Background Image Tutorial </h2>
            </div>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.</p>
      </body>
</html>
```

Note: মনে রাখবেন, ওয়েবসাইট বডির ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ দিতে কোন ইলিমেন্টে ID বা Class সিলেক্টর নির্ধারণ করতে হয় না। এখন, উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssbgimage বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশনঃ

Background position মানে ব্যাকগ্রাউন্ড এর অবস্থান। ধরুন আপনি আপনার ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট জায়গায়(ডানে, বায়ে, উপরে, নিচে) 200px*200px কোন ইমেজ/ব্যানার/লোগো প্রদর্শন করাতে চাইছেন। সেজন্য আপনাকে background-position প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে length measurment/percentage /left/right/ center/top/bottom ব্যবহার করতে হবে। কোন ইলিমেন্টে এর background-position দিতে নিচের মত কোড লিখুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  body {
                        background-image:url(bgimagerep.jpg);
                        background-position: right top;
                        background-repeat: no-repeat;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h2> This is CSS Background Position Tutorial </h2>
            </div>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
      elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
      magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
      exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
      consequat.</p>
      </body>
</html>
```

Note: মনে রাখবেন, ওয়েবসাইট বডির ব্যাকগ্রাউন্ড পসিশন দিতে কোন ইলিমেন্টে ID বা Class সিলেক্টর নির্ধারণ করতে হয় না। এখন, উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssbgpos বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

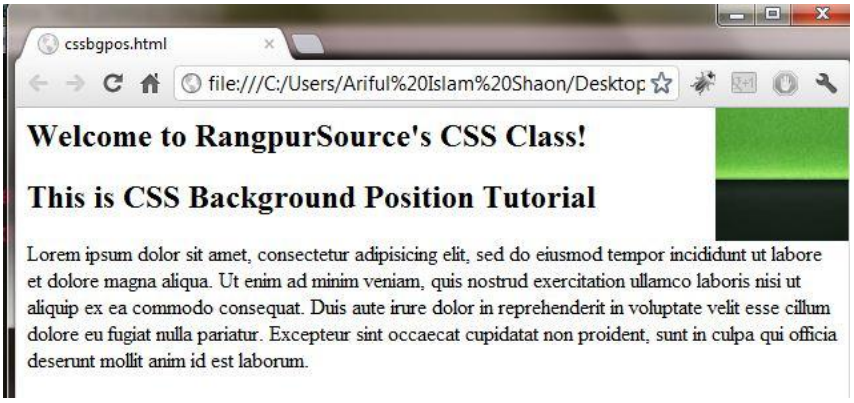

ব্যাকগ্রাউন্ড এ্যাটাচমেন্টঃ

ধরুন, আপনি আপনার ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট জায়গায়(ডানে, বায়ে, উপরে, নিচে) 200px*200px কোন ইমেজ/ব্যানার/লোগো প্রদর্শন করিয়েছেন। এখন আপনি চাইছেন, ইউজার আপনার ওয়েবসাইট এর নিচে মাউস স্ক্রল করে গেলেও জেন সেই ইমেজটি আপনার নির্দিষ্ঠ যায়গাতেই প্রদর্শন করে। এটি করতে হলে আপনার ওয়েবসাইট এ পর্যাপ্ত কনটেন্ট থাকতে হবে যাতে ইউজার আপনার ওয়েবসাইটকে নিচের দিকে স্ক্রল করতে পারে। এই পদ্ধতিকেই বলা হয় background-attachment এটি কতে হলে আপনাকে background-attachment প্রোপার্টি এবং ভ্যালু হিসেবে scroll/fixed ব্যবহার করতে হবে। গুরুপ্তপূর্ন বিষয় মনে রাখবেন, এই কাজটির ফলাফল পেতে আপনাকে ওয়েবসাইট এর মধ্যে পর্যাপ্ত টেক্সট / কনটেন্ট রাখতে হবে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  body {
                        background-image:url(bgimagerep.jpg);
                        background-position: right top;
                        background-repeat: no-repeat;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h2> This is CSS Background Position Tutorial </h2>
            </div>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
      elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
      magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
      exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
      consequat.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের বডি সেকশনের প্যারাগ্রাফটি ৫- ৭ বার কপি- পেস্ট করুন। মনে রাখবেন, ওয়েবসাইট বডির ব্যাকগ্রাউন্ড পসিশন দিতে কোন ইলিমেন্টে ID বা Class সিলেক্টর নির্ধারণ করতে হয় না। এখন, উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssbgattach বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে। এখন ওয়েবসাইট এর নিচের দিকে মাউস স্ক্রল করুন, এর এ্যাটাচমেন্ট ইফেক্ট লক্ষ করুন...

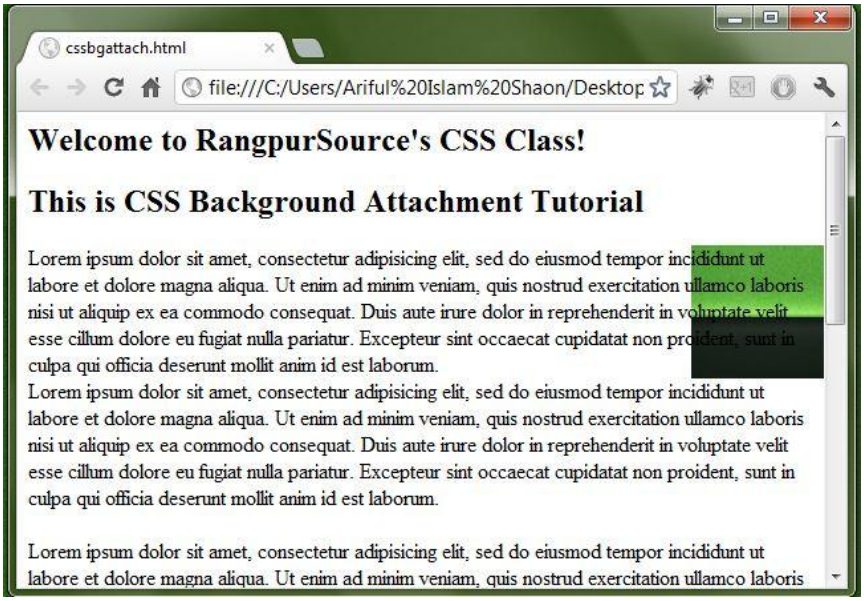

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ওয়াইড এবং হাইটঃ

ধরুন, আপনি আপনার ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট জায়গায়(ডানে, বায়ে, উপরে, নিচে) 200px*200px কোন টেক্সট বক্স প্রদর্শন করাতে চাইছেন। তাহলে আপনাকে অবশ্যই এই বক্সের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াইড এবং হাইট দিতে হবে ২০০ পিক্সেল সমান। এটি করতে width:200px; এবং height:200px প্রোপার্টি এবং ভ্যালু ব্যবহার করতে হবে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
	<head>
		<style type="text/css">
			#padding {
				width: 300px;
				height: 200px;
				border: 2px solid red;
				text-align: justify;
				padding: 20px;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<div>
			<h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
			<h2> This is CSS Padding Tutorial </h2>
		</div>
		<p id="padding">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
	adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
	et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
	exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
	consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
	velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.</p>
	</body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন csswidthheight বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে। এখন ওয়েবসাইট এর নিচের দিকে মাউস স্ক্রল করুন, এর এ্যাটাচমেন্ট ইফেক্ট লক্ষ করুন...

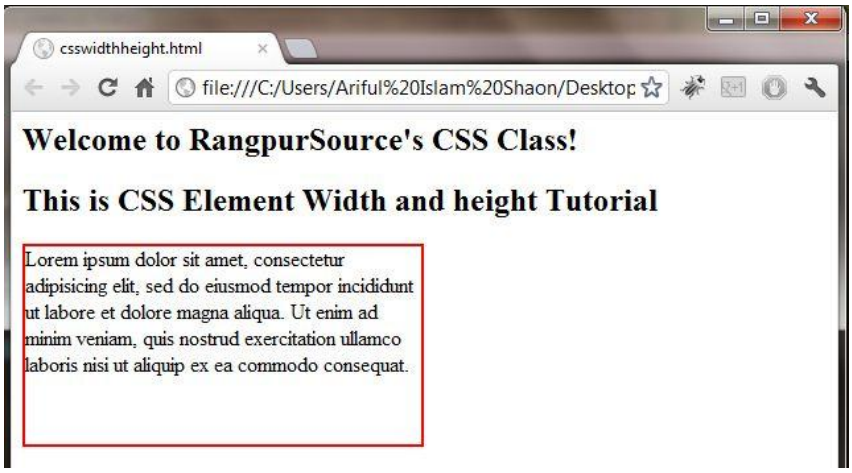

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

বর্ডারঃ

কন্টেন্ট (টেক্সট বা ইমেজ) এর চারদিকের সীমা রেখাকেই বর্ডার বলে। কোন কন্টেন্টের বর্ডার দিয়ে উক্ত কন্টেন্টকে সাইট এর অন্য কনটেন্ট থেকে আলাদা করে দেখানো যায়। ফলে ওয়েবসাইট এর কন্টেন্টের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আপনার ইচ্ছা মত কন্টেন্টের বর্ডার সাইজ কম বা বেশি নির্ধারন করতে পারবেন। তবে এতটাই বেশি বর্ডার দেয়া যাবে না যেটা ওয়েবসাইট এর কনটেন্ট এর আউটলুককে ওড করে ফেলবে। ওয়েবসাইট এর কন্টেন্টের মাঝে, সাইডবারে, ফুটারেও প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ডার দিতে পারেন। মনে রাখতে হবে, আপনি চাইলে শুধু মাত্র এককভাবে ডানে বা বায়ে বা উপরে বা নিচের অথবা চারদিকেই বর্ডার দিতে পারবেন। এটি করতে হলে আপনাকে প্রোপার্টি হিসেবে border(চারদিকের জন্য)/ border-top-style(শুধু উপরের জন্য)/ border-right-style(শুধু ডানের জন্য)/ border-bottom-style(শুধু নিচের জন্য)/ border-left-style(শুধু বামের জন্য) এবং ভ্যালু হিসেবে dotted/ dashed/ solid/ double/ groove/ ridgle/ inside/ outside ব্যবহার করতে পারেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #border {
                        width: 300px;
                        height: 150px;
                        border: 2px solid;
                  }
            </style>
```

```
    </head>
    <body>
        <div>
            <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
            <h2> This is CSS Border Tutorial </h2>
        </div>
        <p id="border">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
    adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
    et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
    exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
    consequat. </p>
    </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssborder বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

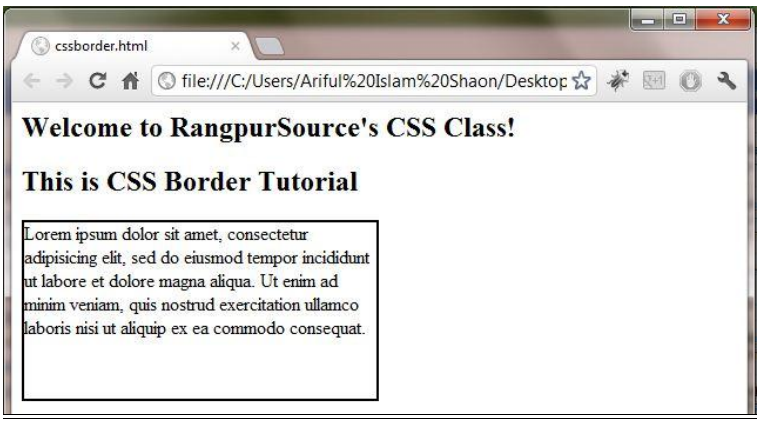

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

বর্ডার কালারঃ

Border width বলতে বর্ডারের প্রস্থকে বুঝানো হয়। আপনার ইচ্ছা মত কন্টেন্টের বর্ডারের প্রস্থ কম বা বেশি নির্ধারন করতে পারবেন। তবে এতটাই বেশি বর্ডার দেয়া যাবে না যেটা ওয়েবসাইট এর কনটেন্ট এর আউটলুককে ওড করে ফেলবে। ওয়েবসাইট এর কন্টেন্টের মাঝে, সাইডবারে, ফুটারেও প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ডারের প্রস্থ দিতে পারেন। এটি করতে হলে আপনাকে প্রোপার্টি হিসেবে border-width(চারদিকের জন্য)/ border-top-width (শুধু উপরের জন্য)/ border-right-width (শুধু ডানের জন্য)/ border-bottom-width(শুধু নিচের জন্য)/ border-left-width (শুধু বামের জন্য) এবং ভ্যালু হিসেবে lenght units(px, cm, in)/thin/medium/thick ব্যবহার করতে পারেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #borderwidth {
                        width: 300px;
                        height: 150px;
                        border: 10px solid red;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h2> This is CSS Border Tutorial </h2>
            </div>
            <p   id="borderwidth">Lorem   ipsum   dolor   sit   amet,
      consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
      ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
      quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
      ea commodo consequat. </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssborderwidth বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

বর্ডার ওয়াইডঃ

Border Color বলতে বর্ডারের রং- কে বুঝানো হয়। আপনার ইচ্ছা মত কন্টেন্টের বর্ডারের রং/কালার নির্ধারন করতে পারবেন। তবে বর্ডার কালার হাল্কা/সাদামাটা দিতে হবে যাতে ওয়েবসাইট এর কনটেন্ট এর আউটলুককে ওড না করে ফেলে। এটি করতে হলে আপনাকে প্রোপার্টি হিসেবে border-width(চারদিকের জন্য)/ border-top-color (শুধু উপরের জন্য)/ border-right-color (শুধু ডানের জন্য)/ border-bottom-color(শুধু নিচের জন্য)/ border-left-color(শুধু বামের জন্য) এবং ভ্যালু হিসেবে Color name or RGB or Hex code/ Trasparent ব্যবহার করতে পারেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #bordercolor {
                        width: 300px;
                        height: 150px;
                        border: 10px solid red;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h2> This is CSS Border Tutorial </h2>
            </div>
            <p id="bordercolor">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssbordercolor বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

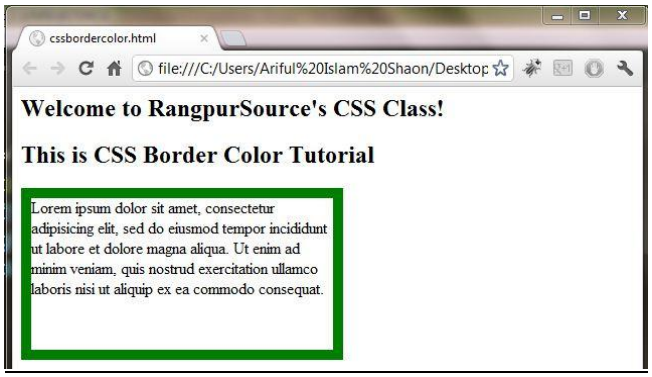

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

আউটলাইনঃ

সহজ ভাষায় Outline বলতে বর্ডারের বাহির দিয়ে আরেকটি বর্ডার লাইনকে বুঝায়। ওয়েবসাইট এর কন্টেন্টের মাঝে, সাইডবারে, ফুটারেও প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ডার আউটলাইন দিতে পারেন। এটি করতে প্রোপার্টি হিসেবে outline এবং ভ্যালু হিসেবে none/ dotted/ dashed/ solid/ double/ groove/ ridgle/ inside ব্যবহার করতে হবে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #outline {
                        width: 300px;
                        height: 150px;
                        border: 10px solid green;
                        outline: 5px groove red;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h2> This is CSS Border Outline Tutorial </h2>
            </div>
            <p id="outline">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
      adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
      et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
      exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
      consequat.</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssoutlineborder বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

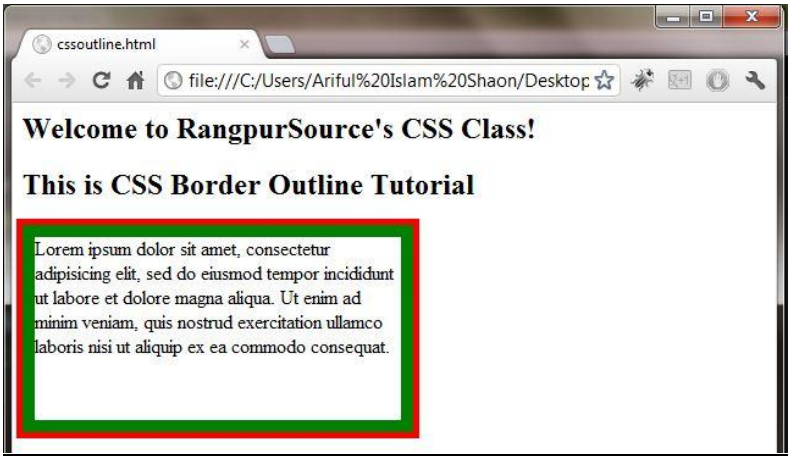

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

মার্জিনঃ

ব্রাউজার উইন্ডো বা এইচটিএমএলের একটি ইলিমেন্ট থেকে আরেকটি ইলিমেন্টের মধ্যকার দূরত্বই হচ্ছে মার্জিন। ওয়েবসাইট এর কন্টেন্টের মাঝে, সাইডবারে, ফুটারেও প্রয়োজন অনুযায়ী মার্জিন দিতে পারেন। মনে রাখতে হবে, এটি করতে হলে আপনাকে প্রোপার্টি হিসেবে margin(চারদিকের জন্য)/ margin-top(শুধু উপরের জন্য)/ margin-right(শুধু ডানের জন্য)/ margin-bottom(শুধু নিচের জন্য)/ margin-left (শুধু বামের জন্য) এবং ভ্যালু হিসেবে length measurement (px, cm, in)/ percentage(%)/ auto ব্যবহার করতে পারেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #margin {
                        border: 2px solid red;
                        margin: 20px;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h2> This is CSS Background Margin Tutorial </h2>
            </div>
            <p id="margin">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন csspadding বা আপনার পছন্দ মতো এবং

Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

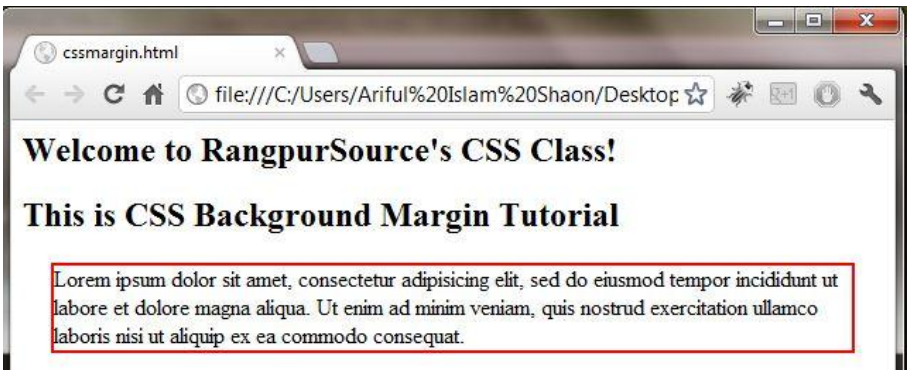

প্যাডিংঃ

কন্টেন্ট (টেক্সট বা ইমেজ) থেকে বর্ডারের মধ্যবর্তী(উপরে, নিচে, ডানে , বায়ে) ফাঁকা জায়গাটুকুকে প্যাডিং বলে। প্যাডিং রাখার ফলে ওয়েবসাইট এর কন্টেন্টের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আপনার ইচ্ছা মত কন্টেন্টের প্যাডিং সাইজ কম বা বেশি নির্ধারন করতে পারবেন। তবে এতটাই বেশি প্যাডিং দেয়া যাবে না যেটা ওয়েবসাইট এর কনটেন্ট এর আউটলুককে ওড করে ফেলবে। ওয়েবসাইট এর কন্টেন্টের মাঝে, সাইডবারে, ফুটারেও প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাডিং দিতে পারেন। মনে রাখতে হবে, এটি করতে হলে আপনাকে প্রোপার্টি হিসেবে padding (চারদিকের জন্য)/ padding -top(শুধু উপরের জন্য)/ padding -right(শুধু ডানের জন্য)/ padding -bottom(শুধু নিচের জন্য)/ padding -left (শুধু বামের জন্য) এবং ভ্যালু হিসেবে length measurement (px, cm, in)/ percentage(%)/ auto ব্যবহার করতে পারেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #size {
                        width: 300px;
                        height: 150px;
                        border: 2px solid red;
                        padding: 10px;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h2> This is CSS Background Position Tutorial </h2>
            </div>
            <p id="size">
                  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
                  elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
                  dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
                  nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
                  aliquip ex ea commodo consequat. </p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন csspadding বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

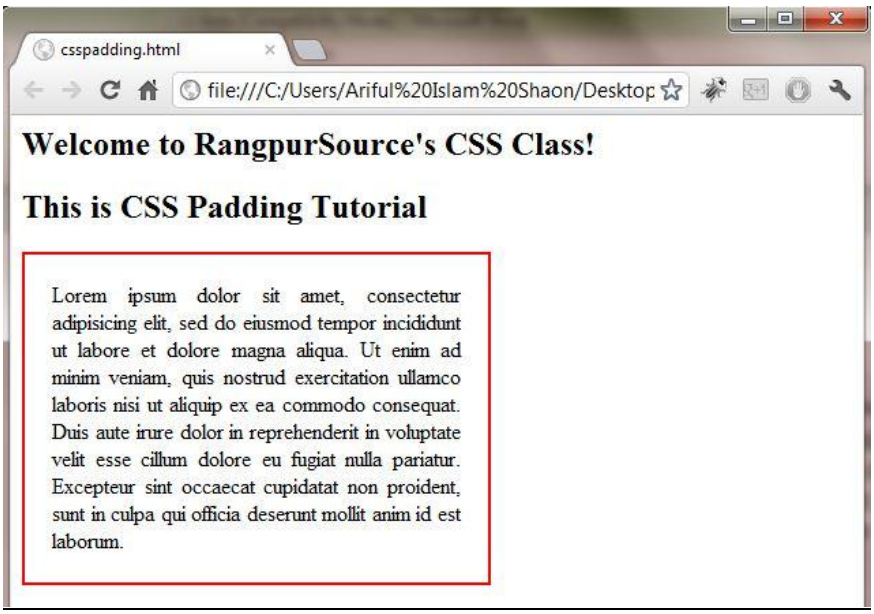

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ফ্লোটিংঃ

পাশাপাশি একাধিক এইচটিএমএল কন্টেন্টস (টেক্সট বা ইমেজ) একটি থেকে আরেকটির কোন পাশে (ডানে বা বায়ে) অবস্থান করবে এটাকেই ফ্লোট বলে। কন্টেন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্লোট করতে হয়। একই সাথে টেক্সট এবং ইমেজকেও ফ্লোট করতে পারবেন। ওয়েবসাইট এর কন্টেন্টের মাঝে, সাইডবারে, ফুটারেও প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্লোট দিতে পারেন। মনে রাখতে হবে, আপনি শুধু মাত্র ডানে বা বায়ে ফ্লোট করতে পারবেন। এটি করতে হলে আপনাকে প্রোপার্টি হিসেবে float এবং ভ্যালু হিসেবে left/right ব্যবহার করতে হবে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ, আমি এখানে ২টি প্যারাগ্রাফকে পাশাপাশি ফ্লোট লেফট এবং রাইট করবো...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #left {
                        width: 200px;
                        height: 300px;
                        border: 2px solid red;
                        padding: 3px;
                        background-color: e5e600;
                        float: left;
                  }
```

```
                #right {
                            width: 200px;
                            height: 300px;
                            border: 2px solid red;
                            padding: 3px;
                            background-color: 0066ff;
                            float: right;
                        }
                </style>
        </head>
        <body>
            <div>
                <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                <h2> This is CSS float Tutorial </h2>
            </div>
            <p id="left">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
        adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
        et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
        exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
        consequat. </p>
            <p id="right">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
        adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
        et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
        exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
        consequat. </p>
        </body>
    </html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssfloat বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

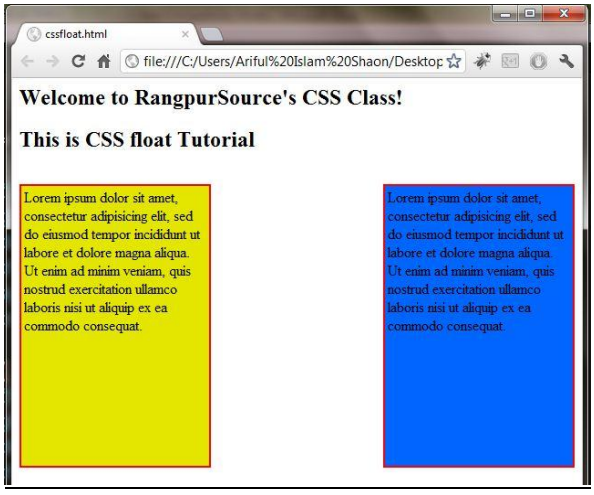

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ৮
সিএসএস ‘প্রো’

সিএসএস পজিশনঃ

Position এর আবিধানিক অর্থ হচ্ছে অবস্থান। পাশাপাশি একাধিক এইচটিএমএল কন্টেন্টস (টেক্সট বা ইমেজ) একটি থেকে আরেকটির উপরে নাকি নিচে অবস্থান করবে এটা নির্ধারন করে দেয়াকেই পজিশন বলে। কন্টেন্টের দৃশ্যমানোতার প্রয়োজন অনুযায়ী পজিশন করে দিতে হয়। একই সাথে টেক্সটকে ইমেজের উপরে বা ইমেজকে টেক্সটের উপরে বা নিচে পজিশন করতে পারবেন। পজিশনের সাথে সাথে সেটি এক কনটেন্ট থেকে আরেক কনটেন্টের উপরে, নিচের, ডানে, বামে বাকি পাশাপাশি অবস্থান করবে জন্য top, left, right , bottom প্রোপার্টিজ এবং ভ্যালু উল্লেখ করে দিতে হবে। এখানে আমরা ৪টি প্যারাগ্রাফ নিয়ে ৪ রকমের(static, relative, fixed, absolute) পজিশনিং করবো।

স্ট্যাটিক পজিশনঃ

ওয়েবসাইট কন্টেন্টের নরমাল পজিশনই হচ্ছে স্ট্যাটিক। বাই ডিফল্ট এটাই পাওয়া যায়।

ফিক্সড পজিশনঃ

কোন এইচটিএমএল ইলিমেন্টকে পেজের নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ীভাবে দেখাতে ফিক্সড পজিশন প্রোপার্টি ইউজ করা হয়। পজিশন ফিক্সড করলে, উক্ত ফিক্সড ইলিমেন্টটি পেজের ডানে, বামে, উপরে, নিচে দেখতে চান তবে top / right / bottom / left প্রোপার্টি এবং এদের ভ্যালু ব্যবহার করে নির্ধারন করে দিতে হবে।

রিলেটিভ পজিশনঃ

২টি এইচটিএমএল ইলিমেন্ট কে অভারল্যাপিং করে বসাতে Relative Position ব্যবহার করতে হয়। রিলেটিভ পজিশন করা হয় কোন প্যারেন্টের সেকশনের চাইল্ড ইলিমেন্টকে এবং যে ইলিমেন্টটিকে রিলেটিভ করবেন তার প্যারেন্ট ইলিমেন্টকে অবশ্যই পজিশন এ্যাবসোলুট করতে হবে। সাথে top / right / bottom / left প্রোপার্টি এবং এদের ভ্যালু ব্যবহার করতে হবে।

অ্যাবসোলুট পজিশনঃ

Absolute Position কে বলা চলে, আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে পজিশন করা। ধরুন, আপনি একটি প্যারাগ্রাফকে অন্য একটি প্যারাগ্রাফের উপরে দেখাতে চাইছেন, তাহলে যে প্যারাগ্রাফকে উপরে দেখাতে চাইছেন সেটির position: absolute এবং পজিশন স্পেসিফাই করতে top/left/right/bottom ভ্যালু দিতে হবে। আর যার উপর দেখাবেন সেটা রিলেটিভ পজিশনিং করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, **এ্যাবসোলুট এবং রিলেটিভ পজিশন একটি আরেকটির সাথে জড়িত।**

চার ধরণের পজিশনিং বুঝতে হলে নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  #firstp {
                        width: 200px;
                        height: 300px;
```

```
                    border: 2px solid red;
                    padding: 3px;
                    background-color: #aaa666;
                    position: static;
              }
              #secondp {
                    width: 200px;
                    height: 300px;
                    border: 2px solid red;
                    padding: 3px;
                    background-color: #0066ff;
                    position: relative;
                    bottom: 300px;
                    left: 100px;
              }
              #thirdp {
                    width: 200px;
                    height: 300px;
                    border: 2px solid red;
                    padding: 3px;
                    background-color: #e5e600;
                    position: fixed;
                    left: 200px;
                    top: 200px;
              }
              #forthp {
                    width: 200px;
                    height: 300px;
                    border: 2px solid red;
                    padding: 3px;
                    background-color: #dfdfdf;
                    position: absolute;
                    top: 250px;
                    left: 25px;
              }
        </style>
      </head>
      <body>
        <div>
              <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
              <h2> This is CSS Position Tutorial </h2>
        </div>
              <p   id="firstp">Lorem   ipsum   dolor   sit   amet,
      consectetur  adipisicing  elit,  sed  do  eiusmod  tempor
      incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
      minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
      nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
            <p   id="secondp">Lorem   ipsum   dolor   sit   amet,
      consectetur  adipisicing  elit,  sed  do  eiusmod  tempor
      incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
      minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
      nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. </p>
```

```
        <p id="thirdp">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
    adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
    et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
    exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
    consequat. </p>
        <p id="forthp">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
    adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
    et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
    exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
    consequat. </p>
    </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssposition বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

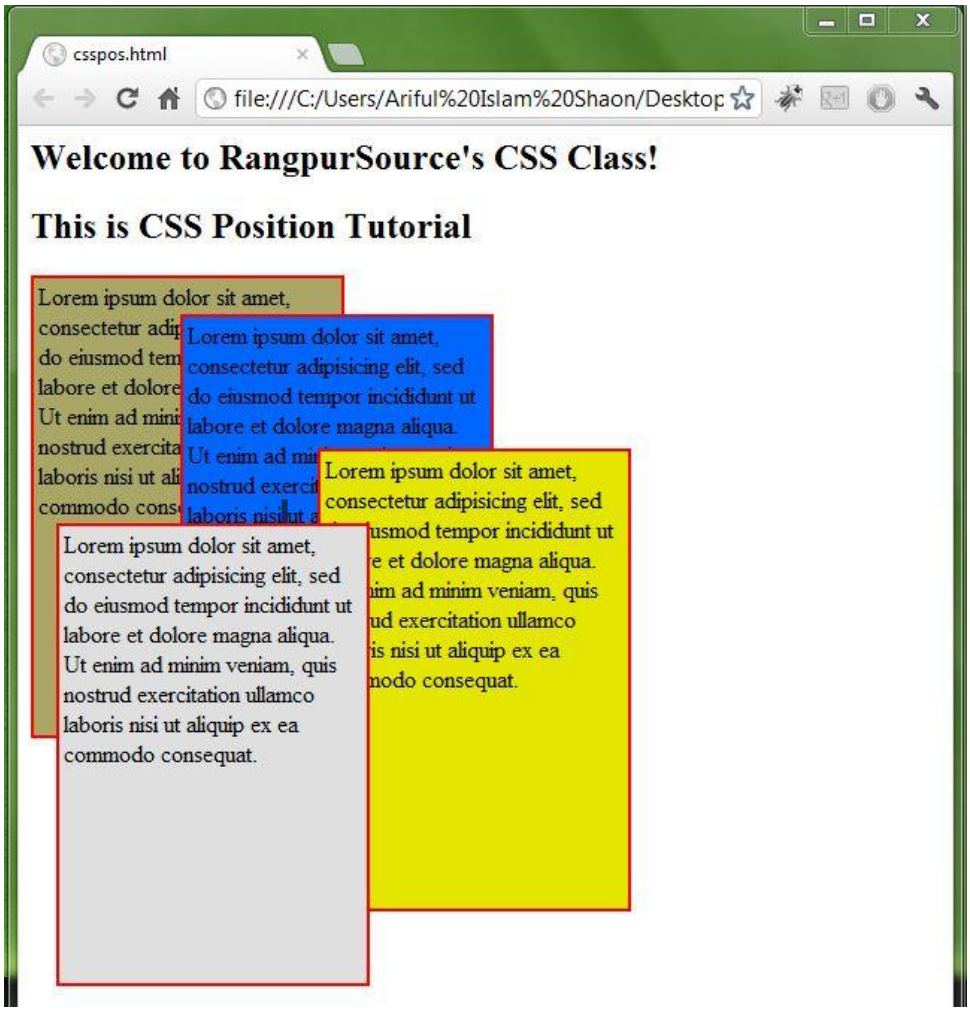

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

সিএসএস সুডো ক্লাস সিলেক্টরঃ

CSS এ সুডো ক্লাস ইউজ করা হয় কোন ইলিমেন্টকে স্পেশাল ইফেক্ট দেয়ার জন্য। ইফেক্ট দিতে সুডো ক্লাসকে আইডি বা ক্লাস সিলেক্টরের সাথে বা কোন ইলিমেন্ট সিলেক্টরের সাথে কম্বাইন করে ডিক্লেয়ারেশন দিতে হয়। সুডো ক্লাস সাধারণত ইউজ করা হয় কোন ইলেমেন্ট এর সামনে, পিছনে, প্রথম অক্ষর, প্রথম লাইনে ইফেক্ট দেয়ার জন্য, সেটা হতে পারে লিখা দিয়েই অথবা ইমেজ দিয়ে। সুডো ক্লাস ইউজ করে আপনি খুব সহজেই একটি ইলিমেন্টকে অনেক সুন্দর এবং নান্দনিক করে প্রদর্শন করতে পারবেন। পুরো সুডো ক্লাস সিলেক্টরের সিনট্যাক্স ডিক্লেয়ারেশন হবেঃ selector:pseudo-class {property:value;}। সিএসএস এ কয়েক ধরণের সুডো ক্লাস রয়েছে, যেমনঃ

1. আফটার সুডো ক্লাস (After Pseudo Class),
2. বিফর সুডো ক্লাস (Before Pseudo Class),
3. ফার্স্ট লাইন সুডো ক্লাস (First Line Pseudo Class),
4. ফার্স্ট লেটার সুডো ক্লাস (First Letter Pseudo),
5. এংকর সুডো ক্লাস (Anchor Pseudo Class)

আফটার সুডো ক্লাসঃ

কোন একটি টার্গেটেড এইচটিএমএল ইলিমেন্ট(প্যারাগ্রাফ, ডিভিশন ইত্যাদি) এর শুরুর আগে যদি কোন লিখা, ইমেজ অটোমেটিক দেখানোর দরকার হয়, যে ইলিমেন্টটি আপনার ওয়েবসাইট এ অনেক বার ব্যবহার হয়েছে বা হবে। বা আপনি চাইছেন না সেটা সরাসরি এইচটিএমএল পেজ দিয়েই দেখানো হোক। তাহলে, এটি করতে বিফর(:before) সুডো ক্লাস প্রোপার্টি ব্যবহার করতে হবে। বিফর সুডো ক্লাসটি কোন ইলিমেন্ট বা সিলেক্টরের পরে ক্লোন (:) সাইন দিয়ে পরে before লিখতে হয়, এর পরে কার্লিব্রাকেট এর মাঝে টেক্সট দেখাতে চাইলে content:""; ইমেজ দেখাতে চাইলে content:url(); এরপর অন্যান্য সিএসএস ডিক্লেয়ারেশন। যেমন, আপনি যদি কোন ডিভিশন/আইডিকে টার্গেট করে বিফর সুডো ক্লাস এর মাধ্যমে টেক্সট ইমপ্লিমেন্ট করতে চান, মানে একটি নির্দৃষ্ট লিখা দেখাতে চান তাহলে আপনাকে ক্লাসটি লিখতে হবে এভাবেঃ div:before{content: "your text here";} আর যদি ইমেজ দেখাতে চান তবে div:before{content:url(image url here);}। নিচের উদাহরণটিতে আমি প্রথম পারাগ্রাফের শুরুতে Welcome লিখাটি এবং দ্বিতীয় পারাগ্রাফটির শুরুতে ইমেজ দেখাবো। লক্ষ করুন...

```
<html>
	<head>
		<title>CSS Pseudo Class</title>
		<style type="text/css">
		#text:before{
			content: "Welcome";
			background: red;
			color: white;
			font-weight: bolder;
		}
		#image:before{
			content: url(Images/before.gif);
		}
		</style>
```

```
        </head>
        <body>
                <div>
                        <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                        <h3> This is CSS Before Pseudo Class Tutorial </h3>
                </div>
                <p id="text"> This is CSS Pseudo Class tutorial. We just
                demonostrating "<b>Welcome</b>" text just starting of
                this paragraph by using <b>Before</b> Pseudo Class! </p>
                <p id="image"> This is CSS Pseudo Class tutorial. We
                just demonostrating and <b>Image</b> just starting of
                this paragraph by using <b>Before</b> Pseudo Class! </p>
        </body>
</html>
```

Note: লক্ষ করুন, উপরের কোডের এইচটিএমএল সেকশনে প্রথম প্যারাগ্রাফ এর শুরুতে "Welcome" কথটি লিখি নাই। উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssbeforepseudoclass বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

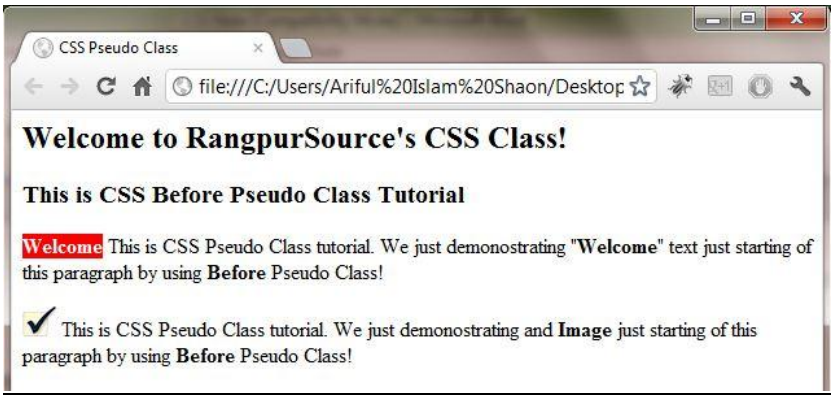

বিফর সুডো ক্লাসঃ

বিফর সুডো ক্লাস এর মতই কোন একটি টার্গেটেড এইচটিএমএল ইলিমেন্ট(প্যারাগ্রাফ, ডিভিশন ইত্যাদি) এর শেষে যদি কোন লিখা, ইমেজ অটোমেটিক দেখানোর দরকার হয়, যে ইলিমেন্টটি আপনার ওয়েবসাইট এ অনেক বার ব্যবহার হয়েছে বা হবে। বা আপনি চাইছেন না সেটা সরাসরি এইচটিএমএল পেজ দিয়েই দেখানো হোক। তাহলে, এটি করতে আফটার(:after) সুডো ক্লাস প্রোপার্টি ব্যবহার করতে হবে। আফটার সুডো ক্লাসটি কোন ইলিমেন্ট বা সিলেক্টরের পরে ক্লোন (:) সাইন দিয়ে পরে after লিখতে হয়, এর পরে কার্লিব্রাকেট এর মাঝে টেক্সট দেখাতে চাইলে content:""; ইমেজ দেখাতে চাইলে content:url(); এরপর অন্যান্য সিএসএস ডিক্লেয়ারেশন। যেমন, আপনি যদি কোন ডিভিশন/আইডিকে টার্গেট করে বিফর সুডো ক্লাস এর মাধ্যমে টেক্সট ইমপ্লিমেন্ট করতে চান, মানে একটি নির্দৃষ্ট লিখা দেখাতে চান তাহলে আপনাকে ক্লাসটি লিখতে হবে এভাবেঃ div:after{content: "your text here";} আর যদি ইমেজ দেখাতে চান তবে div:after{content:url(image url here);}। নিচের উদাহরণটিতে আমি প্রথম পারাগ্রাফের শেষে Thank You! লিখাটি এবং দ্বিতীয় পারাগ্রাফটির শেষে ইমেজ দেখাবো। লক্ষ করুন...

```
<html>
      <head>
            <title>CSS Pseudo Class</title>
            <style type="text/css">
                  #text:after{
                        content: "Thanks You!";
                        background: red;
                        color: white;
                        font-weight: bolder;
                  }
                  #image:after{
                        content: url(Images/after.gif);
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h3> This is CSS Before Pseudo Class Tutorial </h3>
            </div>
      <p id="text"> This is CSS Pseudo Class tutorial. We just
      demonostrating "<b>Thank You!</b>" text just ended of this
      paragraph by using <b>After</b> Pseudo Class! </p>
      <p id="image"> This is CSS Pseudo Class tutorial. We just
      demonostrating and <b>Image</b> just ended of this paragraph
      by using <b>After</b> Pseudo Class! </p>
      </body>
</html>
```

Note: লক্ষ করুন, উপরের কোডের এইচটিএমএল সেকশনে প্রথম প্যারাগ্রাফ এর শুরুতে "Thank You!" কথটি লিখি নাই। উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssafterpseudoclass বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

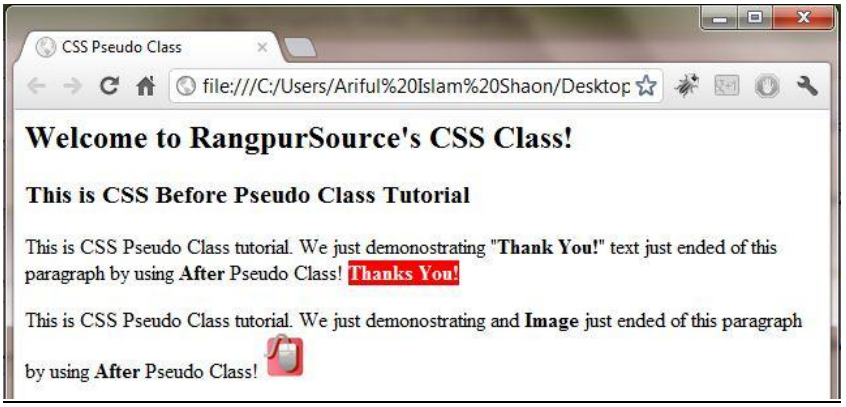

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ফার্স্ট লাইন সুডো ক্লাসঃ

কোন একটি টার্গেটেড এইচটিএমএল ইলিমেন্ট(প্যারাগ্রাফ, ডিভিশন ইত্যাদি) এর প্রথম লাইনকে অন্যন্য লাইন থেকে আলাদা স্টাইল দিতে ফার্স্ট লাইন(:first-line) সুডো ক্লাস প্রোপার্টি ব্যবহার করতে হয়। ফার্স্ট সুডো ক্লাসটি কোন ইলিমেন্ট বা সিলেক্টরের পরে ক্লোন (:) সাইন দিয়ে পরে first-line লিখতে হয়, এর পরে কার্লি ব্রাকেট {} এর মাঝে অন্যান্য সিএসএস ডিক্লেয়ারেশের মত স্টাইল করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, ফার্স্ট লাইন মানে আপনার ব্রাউজার এর ফার্স্ট লাইন, এটা ফুলস্টপ (.) দিয়ে শেষ করে অন্য একটি লাইন শুরু করার আগের লাইন কে বুঝাচ্ছে না। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুন...

```
<html>
      <head>
            <title>CSS Pseudo Class</title>
            <style type="text/css">
                  p:first-line{
                        font-family: Tahoma;
                        font-size: 20px;
                        color: red;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h3> This is CSS Before Pseudo Class Tutorial </h3>
            </div>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
      sed do eiusmod temporincididunt ut labore et dolore magna
      aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
      ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
      aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
      cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
      occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
      deserunt mollit anim id est laborum. </p>
      </body>
</html>
```

Note: লক্ষ করুন, উপরের কোডের এইচটিএমএল সেকশনে প্যারাগ্রাফটির প্রথম লাইনটিকে স্টাইল করা হয়েছে । উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssflinepseudoclass বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

ফার্স্ট লেটার সুডো ক্লাসঃ

কোন একটি টার্গেটেড এইচটিএমএল ইলিমেন্ট(প্যারাগ্রাফ, ডিভিশন ইত্যাদি) এর প্রথম লাইনের প্রথম অক্ষরকে অন্যান্য অক্ষর থেকে আলাদা স্টাইল দিতে ফার্স্ট লেটার(:first-letter) সুডো ক্লাস প্রোপার্টি ব্যবহার করতে হয়। ফার্স্ট লেটার সুডো ক্লাসটি কোন ইলিমেন্ট বা সিলেক্টরের পরে ক্লোন (:) সাইন দিয়ে পরে first- letter লিখতে হয়, এর পরে কার্লি ব্রাকেট {} এর মাঝে অন্যান্য সিএসএস ডিক্লেয়ারেশের মত স্টাইল করে দিতে হবে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুন...

```
<html>
      <head>
            <title>CSS Pseudo Class</title>
            <style type="text/css">
            p:first-letter{
                  font-family: Impact;
                  font-size: 36px;
                  color: green;
            }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h3> This is CSS First Letter Pseudo Class Tutorial
      </h3>
            </div>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
      elit, sed do eiusmod temporincididunt ut labore et dolore
      magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
      exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
      consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
      voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
      Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
      qui officia deserunt mollit anim id est laborum. </p>
      </body>
</html>
```

Note: লক্ষ করুন, উপরের কোডের এইচটিএমএল সেকশনে প্যারাগ্রাফটির প্রথম লাইনটিকে স্টাইল করা হয়েছে । উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssfletterpseudoclass বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

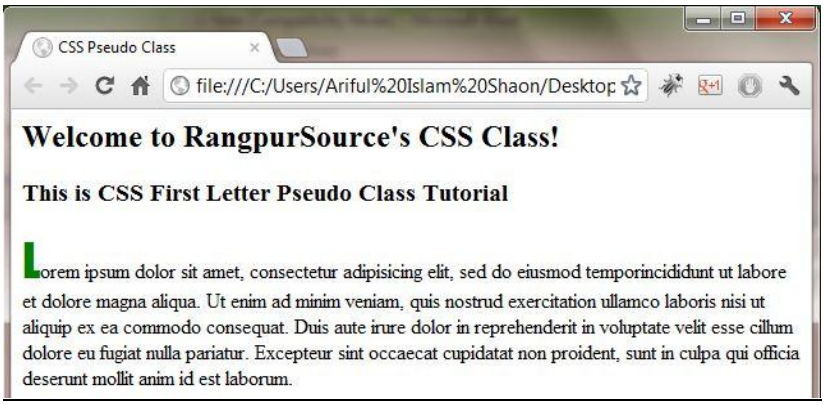

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এংকর সুডো ক্লাসঃ

এংকর সুডো ক্লাস মূলত এইচটিএমএল এংকর (<a>) ট্যাগের উপরে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। ধরুন, আপনার এইচটিএমএল ডকুমেন্টে বা ওয়েবসাইট এর পেজের মধ্যে **"Click Here"** নামে একটি এংকর টেক্সট আছে। আপনি চাইছেন, এই **"Click Here"** টেক্সটটিকে ১. নরনাল অবস্থায় একরকম স্টাইল দেখাবেন, ২. যখন ভিজিটর লিখাটির উপরে(হোভার করা) মাউস নিবে, ৩. যখন লিখাটিকে ক্লিক করবেন, ৪. যখন লিখাটি থেকে মাউস সরিয়ে নিবেন, এবং ৫. যখন লিঙ্ক বিদ্যমান পেজে **TAB** কী প্রেস করবেন, এই মোট পাঁচ অবস্থায়/ইভেন্টে পাঁচ রকম স্টাইল বা শুধু কালার দিবেন। আপনি চাইলে ফন্ট স্টাইল, সাইজ, বর্ডার দিতে পারেন। আমি এখানে শুধু কালার স্টাইল দিবো...

এখন এই পাঁচ ধরণের কালার দিতে আপনাকে পাঁচটি আলাদা এংকর সুডো ক্লাস ব্যবহার করতে হবে।

যেমনঃ

১. নরনাল অবস্থায় স্টাইল দেখাতে, মানে একবার ক্লিক না হওয়া পর্যন্ত- **a:link / a**
২. যখন ভিজিটর লিখাটির উপরে(হোভার করা) মাউস নিবে- **a:hover**
৩. যখন লিখাটিকে ক্লিক করবে- **a:selected**
৪. যখন লিখাটি থেকে মাউস সরিয়ে নিবে- **a:active** এবং
৫. যখন লিঙ্ক বিদ্যমান পেজে **TAB** কী প্রেস করবে- **a:focus**

এই ইফেক্ট গুলো পেতে এইচটিএমএল পেজের হেড সেকশনে সিএসএস মত কোড লিখতে হবে নিচের মতোঃ

```
<html>
      <head>
            <title>CSS Pseudo Class</title>
            <style type="text/css">
                  a:link {color: black;}
                  a:hover {color: green;}
                  a:visited {color: red;}
                  a:active {color: yellow;}
                  a:focus {color: blue;}
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h3> This is CSS Anchor Pseudo Class Tutorial </h3>
            </div>
            <br /><br />
            <h2>This is a link <a href="#">Click HERE</a></h2>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssanchorpseudoclass বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

অবশ্যই পালনীয়ঃ এংকর সুডো ক্লাস ব্যবহার করতে হলে আপনাকে অবশ্যই আগে a অথবা a:link, a:hover ডিক্লেয়ার করতে হবে তারপর a:visited. একইভাবে a:active ডিক্লেয়ার করার আগে a:visited ডিক্লেয়ার করতে হবে। তবে, সবক্ষেত্রে a:focus ডিক্লেয়ার করা প্রয়োজন নয়।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

সিএসএস বক্স মডেলঃ

প্রতিটি এইচটিএমএল ইলিমেন্ট- ই এক একটি বক্স। সাপোজ, আপনি ওয়েবসাইটের ৭/৮ লাইনের কিছু কনটেন্ট একটি প্যারাগ্রাফ আকারে লিখলেন। এটাই একটি বক্স একারে প্রকাশ পাবে। এইচটিএমএল

এর এই প্যারাগ্রাফটি সরাসরি বক্স একারে প্রকাশ পায় না কারণ, এইচটিএমএল এর নিজের কোন স্টাইল নেই। সিএসএস দিয়ে এই স্টাইল করে প্রকাশ করা যায়। সিএসএস টার্মে এই বক্সকেই বক্স মডেল বলা হয়।

<u>বক্স মডেল করার কারণঃ</u> একটি ওয়েবসাইটের ইলিমেন্টকে অনেক কারণেই বক্স আকারে প্রকাশ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ইনফরমেশন আলাদা করে দেখাতে, ওয়েবসাইট এর লেআউট- কে বিভাজন করতে।

<u>যা যা লাগেঃ</u> বক্স মডেল প্রকাশ করতে বক্সের মধ্যে আপনাকে কনটেন্ট(text or image) রাখতে হবে, বক্সের নির্দিষ্ট ওয়াইড(width) এবং হাইট(height) দিতে হবে, কন্টেন্টের বর্ডার(border) দিয়ে হবে, কনটেন্ট এবং বর্ডারের মাঝে কিছু দূরত্ব রাখতে প্যাডিং(padding) দিতে হবে এবং সবশেষে বক্স মডেল থেকে আপনার ওয়েবসাইট এর অন্যান্য কন্টেন্ট বা ব্রাউজার উইন্ডো এর মধ্যে মার্জিন(margin) দিতে হবে।

একনজরে যা যা লাগছে তা নিচের উল্লেখ করলাম।
১. কনটেন্ট,
২. ওয়াইড(width) এবং হাইট(height),
৩. প্যাডিং,
৪. বর্ডার এবং
৫. মার্জিন।

পূর্বের টিউটোরিয়াল গুলোতে আমি এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। নিচের এক নজরে একটি বক্স মডেল এর স্ট্রাকচার দেখুনঃ

Box Model

এবার বক্স মডেলের জন্য আমি কোড লিখবোঃ

```
<html>
	<head>
		<style type="text/css">
			body {
				background-color: yellow;
				text-align: center;
			}
			#boxmodel{
				width: 300px;
				height: 200px;
				padding: 10px;
				border: 5px solid red;
				margin: 50px auto;
```

```
                    background: blue;
                    color: white;
                    text-align: justify;
                }
            </style>
        </head>
        <body>
            <div>
                <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                <h3> This is CSS Box Model Tutorial </h3>
            </div>
            <div id="boxmodel">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
            </div>
        </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন boxmodel বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

জেড ইনডেক্সঃ

সহজ ভাষায় এইচটিএমএল ইলিমেন্ট ক্রম অনুসারে একটির পর আরেকটি কে কার উপরে অবস্থান করবে এটা নির্ধারন করা **z-index** এর কাজ। মনে রাখবেন এইচটিএমএল ইলিমেন্ট কে ওভারল্যাপ করার মাধ্যমে **z-index** এর ক্রম সাজাতে হয়। আর এই ওভারল্যাপ করতে আমাদেরকে ইলিমেন্টকে অবশ্যই পজিশনিং করতে হবে। এটি করতে হলে নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুণ...

```
<html>
	<head>
		<style type="text/css">
			body{
				background: #e0e055;
			}
			div{
				width: 200px;
				height: 250px;
				padding: 3px;
				border: 2px solid red;
			}
			#boxone {
				background: #e003c9;
				position: absolute;
				left: 100px;
				top: 100px;
				z-index: 1;
			}
			#boxtwo {
				background: #9463ed;
				position: absolute;
				top: 150px;
				left: 150px;
				z-index: 2;
			}
			#boxthree {
				background: #61e9e7;
				position: absolute;
				top: 200px;
				left: 200px;
				z-index: 3;
			}
			#boxfour {
				background: #fbbd7a;
				position: absolute;
				top: 250px;
				left: 250px;
				z-index: 4;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
		<h2> This is CSS Z-Index Tutorial </h2>
```

```
            <div id="boxone">
                <h2>Z Index 1</h2>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. </p>
            </div>
            <div id="boxtwo">
                <h2>Z Index 2</h2>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. </p>
            </div>
            <div id="boxthree">
                <h2>Z Index 3</h2>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. </p>
            </div>
            <div id="boxfour">
                <h2>Z Index 4</h2>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. </p>
            </div>
        </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন csszindex বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

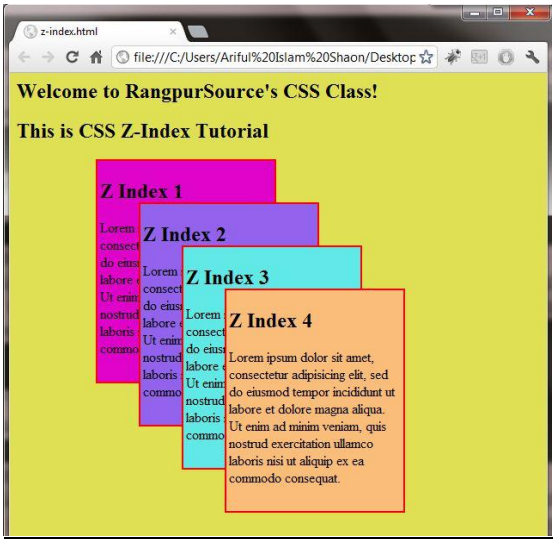

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

সিএসএস শর্টহ্যান্ড কোডিং পদ্ধতিঃ

শর্টহ্যান্ড কোডিং মেথড সিএসএস কোডিং এর একটি চমকপ্রদ এবং শর্টকাট কোডিং ব্যবস্থা। আমরা সচারচর যেভাবে কোডিং করি ঠিক তাঁর থেকে সামান্য শর্টকাট। ধরুন, আপনি কোন বক্স মডেল এর চারদিকের বর্ডার ওয়াইড এর জন্য ১০ পিক্সেল এর বর্ডার দিয়েছেন। এখন আপনি চাইছেন ওয়াইড ঠিক থাকবে কিন্তু চারদিকের কালার আলাদা হবে। অথবা কালার একই হলেও স্টাইল আলাদা হবে। এখন এই ৪দিকের স্টাইল এবং কালারকে আলাদা করতে আমাকে নরমালি সিএসএস কোড লিখতে হবে নিচের মতোঃ

```
#box{
      width: 200px;
      height: 200px;
      background: yellow;
      border: 10px;
      border-top-style: solid;
      border-right-style: double;
      border-bottom-style: dotted;
      border-left-style: dashed;
      border-top-color: red;
      border-right-color: green;
      border-bottom-color: blue;
      border-left-color: purple;
}
```

আর পুরো ডকুমেন্ট এর নরমাল কোড গুলো হচ্ছেঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
            #box{
                  width: 200px;
                  height: 200px;
                  background: yellow;
                  border: 10px;
                  border-top-style: solid;
                  border-right-style: double;
                  border-bottom-style: dotted;
                  border-left-style: dashed;
                  border-top-color: red;
                  border-right-color: green;
                  border-bottom-color: blue;
                  border-left-color: purple;
            }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div id="box"><h1>Shorthand CSS Coding</h1></div>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssnormalcode বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

লক্ষ করুন, উপরের সিএসএস কোডিং এ শুধু মাত্র চারদিকের বর্ডার স্টাইল এবং বর্ডার কালার দিতে আমাকে ম্যানুয়ালি ৮ লাইনের কোডিং করতে হয়েছে যা লাল কালার দিয়ে হাইলাইট করা। কিন্তু, এই শর্টহ্যান্ড কোডিং মেথড ইউজ করে মাত্র ২লাইন কোডিং লিখে এই কাজটি করতে পারি। যা আমাকে উপরের ইমেজটির মত একই ফলাফল দিবে। আমি এখানে ওয়াইড ঠিক রেখে স্টাইল এবং কালার আলাদা করবো শুধু মাত্র ২ লাইনের শর্টহ্যান্ড কোডিং লিখে।

নিচের শর্টহ্যান্ড কোডিংটি লক্ষ করুনঃ

```
#box{
      width: 200px;
      height: 200px;
      background: yellow;
      border: 10px;
      border-style: solid double dotted dashed;
      border-color: red green blue purple;
}
```

আর পুরো ডকুমেন্ট এর সহ সিএসএস শর্টহ্যান্ড কোড গুলো হচ্ছেঃ

```
<html>
      <head>
            <title></title>
            <style type="text/css">
            #box{
                  width: 200px;
                  height: 200px;
                  background: yellow;
                  border: 10px;
                  border-style: solid double dotted dashed;
                  border-color: red green blue purple;
            }
            </style>
      </head>
```

```
        <body>
            <div id="box"> <h1>Shorthand CSS Coding</h1> </div>
        </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন cssshortcode বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

আবারো লক্ষ করুন, উপরের সিএসএস কোডিং এ শুধু মাত্র চারদিকের বর্ডার স্টাইল এবং বর্ডার কালার কে শর্টহ্যান্ড কোডিং মেথড ইউজ করে মাত্র ২লাইন কোডিং(লাল কালার দিয়ে হাইলাইট করা) লিখে আমি এই কাজটি সম্পন্ন করলাম।

এখন দেখুন আপনি যে যে ভাবে শর্টহ্যান্ড ভ্যালু অ্যাপ্লাই করতে পারবেনঃ

চার ভ্যালু বিশিষ্ট শর্টহ্যান্ড মেথডঃ চার ভ্যালু বিশিষ্ট শর্টহ্যান্ড মেথড top right bottom left এভাবে ভ্যালু কার্যকর হয়। মানে প্রথম ভ্যালুটি(top) উপরের জন্য সেটা হতে পারে, width, color, style ইত্যাদি। এভাবে দ্বিতীয় ভ্যালুটি(right) ভ্যালুটি ডানের জন্য, তৃতীয়(bottom) ভ্যালুটি নিচের জন্য এবং চতুর্থটি(left) মানে সবার শেষেরটি পাশের জন্য width, color, style ইত্যাদি কার্যকর করবে।

Syntax:
```
4 Values: {border-color: top right bottom left;}
```
Example:
```
border-color{red green blue purple;}
```

তিন ভ্যালু বিশিষ্ট শর্টহ্যান্ড মেথডঃ তিন ভ্যালু বিশিষ্ট শর্টহ্যান্ড মেথড top right+bottom left এভাবে ভ্যালু কার্যকর হয়। মানে প্রথম ভ্যালুটি(top) উপরের জন্য সেটা হতে পারে, width, color, style ইত্যাদি। এভাবে দ্বিতীয় ভ্যালুটি(right+left) ভ্যালুটি ডানের+বামের জন্য, তৃতীয়(bottom) ভ্যালুটি নিচের জন্য width, color, style ইত্যাদি কার্যকর করবে।

Syntax:
```
3 Values: {border-style: top right/left bottom;}
```
Example:
```
border-style{dotted double groove;}
```

দুই ভ্যালু বিশিষ্ট শর্টহ্যান্ড মেথডঃ দুই ভ্যালু বিশিষ্ট শর্টহ্যান্ড মেথড top+left right+bottom এভাবে ভ্যালু কার্যকর হয়। মানে প্রথম ভ্যালুটি(top+bottom) উপরের+নিচের জন্য সেটা হতে পারে, width, color, style ইত্যাদি। এভাবে দ্বিতীয় ভ্যালুটি(right+left) ভ্যালুটি ডানের+বামের জন্য width, color, style ইত্যাদি কার্যকর করবে।

Syntax:

```
2 Values: {border-width: top/bottom right/left;}
```

Example:

```
border-width{2px 4px;}
```

এক ভ্যালু বিশিষ্ট শর্টহ্যান্ড মেথডঃ এক ভ্যালু বিশিষ্ট শর্টহ্যান্ড মেথড top+left+right+bottom এভাবে ভ্যালু কার্যকর হয়। মানে ঐ একটি ভ্যালুই সব দিকের জন্য width, color, style ইত্যাদি কার্যকর করবে।

Syntax:

```
1 Value: {border-width: all sides values ;}
```

Example:

```
border {4px solid red;}
```

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ৯
সিএসএস ‘৩’

সিএসএস৩ ডব্লিউ থ্রি কন্সোর্টিয়াম কতৃক প্রবর্তিত সিএসএস এর নতুন ভার্সন। ওয়েবসাইট এর ইন্টেরেক্টিভিটি এবং স্টাইল সীটের নান্দনিকতা ও ভ্যারাইটি নিয়ে আসতে সিএসএস৩ রিলিজ হয়। মূলত সিএসএস৩ আর সিএসএস২ এর মধ্যে কার্যগত কোন পার্থক্য না থাকলেও, নতুন কিছু ইলিমেন্ট, ডিক্লেয়ারেশন, ট্রান্সজিশন এবং এ্যানিমেশন এসেছে যা আপনার ওয়েবসাইট এর ডিজাইন, কাঠামোকে সহজেই ইউজার এ্যাট্রাকশন বাড়িয়ে দিতে পারে। এই টিউটোরিয়ালটি লিখার সময় পর্যন্ত সিএসএস৩ ডব্লিউ থ্রি কন্সোর্টিয়াম কর্তৃক এখনও আন্ডার ডেভেলপমেন্টে এবং সব ব্রাউজার এটি সাপোর্ট করে না। তবে, কিছু কিছু মডার্ন এবং আপডেট ব্রাউজার সাপোর্ট করে, যেমনঃ গুগল ক্রম, অপেরা, ফায়ার ফক্স। এখন দেখি এই ভার্সনে যেসব নতুন মডিউল এসেছেঃ

- Selectors
- Borders Properties
- Text Effects
- Multiple Column Layouts

সিএসএস৩ সিলেক্টর

সিএসএস৩ ভার্সনে কয়েকটি নতুন সিলেক্টর এসেছে, যেমনঃ অ্যাট্রিবিউট **([name])** সিলেক্টর, রেগুলার এক্সপ্রেশন **(^, $, *)** সিলেক্টর এবং সুডো ক্লাস সিলেক্টর।

অ্যাট্রিবিউট সিলেক্টরঃ

অ্যাট্রিবিউট সিলেক্টরটি **([name])** আপনি চাইলে শুধু অ্যাট্রিবিউটের কীওয়ার্ড **[name]** দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে পারবেন এবার ভ্যালু **[name=”value name”]** যুক্ত করেও ডিক্লেয়ার করতে পারবেন।

নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুনঃ

```
<html>
      <head>
            <title>This is first Tutorial of HTML5!</title>
            <style type=”text/css”>
                  p[name] {color:red;}
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2>Welcome to RangpurSource's CSS Class!</h2>
                  <h3>This is CSS3 Attribute Selectors Tutorial</h3>
            </div>
            <!--Attribute "name"-->
            <p name="p1">This is paragraph 1</p>
            <p name="p2">This is paragraph 2</p>
            <p name="p3">This is paragraph 3</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন attibuteselector বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

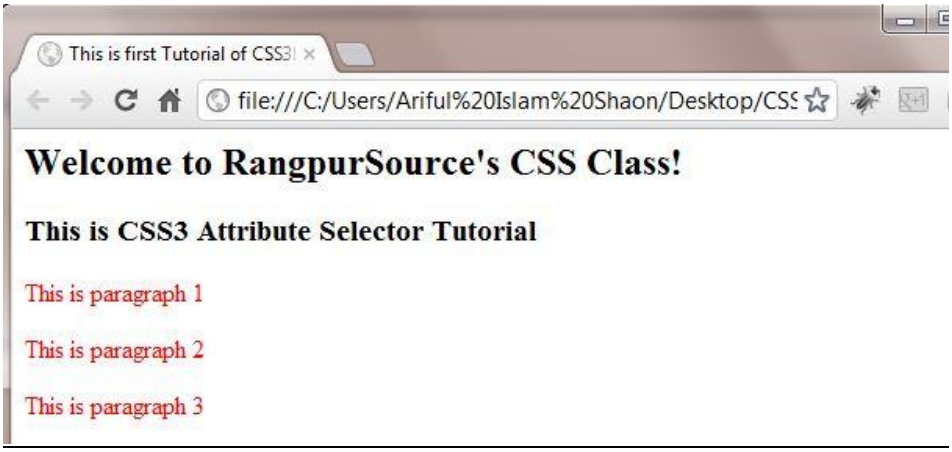

উপরের কোডগুলো লক্ষ করুনঃ হেড এর সিএসএস সেকশনে আমি শুধু মাত্র অ্যাট্রিবিউট name দিয়ে সিএসএস ডিক্লেয়ার করেছি। ফলাফল হিসেবে সব প্যারাগ্রাফ এর ফন্ট কালার লাল দেখাচ্ছে। আরও লক্ষ করুন, বডি সেকশনে তিনটি প্যারাগ্রাফ এর জন্য আমি আলাদা আট্রিবিউট আইডি ডিক্লেয়ার করেছি p1,p2 এবং p3 নামে। কিন্তু, সিএসএস৩ এর স্বতন্ত্র অ্যাট্রিবিউট সিলেক্টর এর কারণে আমি যে আইডি অথবা ক্লাস ডিক্লেয়ার করি না কেন শুধু ঐ name অ্যাট্রিবিউট যেখানে যেখানে পাবে সেটার ফন্ট কালারই লাল করবে।

এবার যদি শুধু টার্গেটেট ইলিমেন্টকে স্টাইল করতে চাই এই অ্যাট্রিবিউট দিয়েই তাহলে অ্যাট্রিবিউট এর টার্গেটেড ভ্যালু ডিক্লেয়ার করতে হবে। তাহলে শুধু মাত্র ঐসব ইলিমেন্টই স্টাইল পাবে যাদের অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু থাকবে। এটি করতে নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুনঃ

```
<html>
      <head>
            <title>This is first Tutorial of CSS3!</title>
            <style type="text/css">
                  p[name="style"] {color:red; font-size:20px;}
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h3> This is CSS3 Attribute Selector Tutorial </h3>
            </div>
            <p name="style">This should be STYLED</p>
            <p name="unstyle">This remain Unstyled</p>
            <p name="style">This should also be STYLED</p>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন attibuteselector বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

উপরের কোডগুলো লক্ষ করুনঃ হেড এর সিএসএস সেকশনে অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু দিয়েছি name="style". অর্থাৎ অ্যাট্রিবিউট name এর ভ্যালু style যে যে প্যারাগ্রাফে থাকবে সেটকেই স্টাইল করতে হবে। সে হিসেবে আমি প্রথম এবং তৃতীয় প্যারাগ্রাফে style ভ্যালু দিয়েছি। ফলাফল হিসেবে প্রথম এবং তৃতীয় প্যারাগ্রাফ এর ফন্ট কালার লাল এবং ফন্ট সাইজ ২০পিক্সেল দেখাচ্ছে। যেটি আমি হেড এর সিএসএস সেকশনে স্টাইল করেছি। খেয়াল করুন, এখন কিন্তু name অ্যাট্রিবিউট থাকার পরেও সব প্যারাগ্রাফ স্টাইল হচ্ছে না। শুধু মাত্র name অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু style রয়েছে সেই প্যারাগ্রাফ গুলোই স্টাইল হয়েছে। এখানে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, টার্গেটেড ভ্যালু থাকলে শুধু অ্যাট্রিবিউট এর কার্যক্ষমতা থাকে না।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

রেগুলার এক্সপ্রেশন সিলেক্টরঃ

সিএসএস৩ তে রেগুলার এক্সপ্রেশন সিলেক্টর হচ্ছে, আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের কাজে, লিখা বা কথায়, প্রয়োজনে যে সাইন গুলো ব্যবহার করি সেগুলো, যেমনঃ ^, $, *। নিচে একটি উদাহরণ দিয়ে আমি এই এক্সপ্রেশন গুলোর কার্যকারিতা ডেস্ক্রাইব করবো। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুনঃ

```
<html>
     <head>
          <title>This is first Tutorial of CSS3!</title>
          <style type="text/css">
               p[name^="web"] {color:blue; font-size:20px;}
          </style>
      </head>
      <body>
          <div>
               <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
```

```
                <h3> This is CSS3 Attribute Selector Tutorial </h3>
            </div>
            <p name="webdesign">This is paragraph 1</p>
            <p name="designweb">This is paragraph 2</p>
            <p name="designwebanddev">This is paragraph 3</p>
    </body>
</html>
```

উপরের কোডগুলো লক্ষ করুনঃ হেড এর সিএসএস সেকশনের আমি ঠিকই আগের Attribute Selector এর মত কোড লিখেছি। কিন্তু name এরপর অতিরিক্ত ^ (Cry out) সাইন ব্যবহার করেছি। এই ^ সাইন ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে, অ্যাট্রিবিউট সিলেক্টরের ভ্যালু হিসেবে আপনি যে স্ট্রিং(ওয়ার্ড) ব্যবহার করবেন(আমি ব্যবহার করেছি "web") সেটি যদি কোন আট্রিবিউট সিলেক্টর ভ্যালুর শুরুতে হয় তাহলে তাঁর ইলিমেন্ট এর উপরে স্টাইল ইমপ্লিমেন্ট করবে। উল্লেখ্য উপরের কোডের বডি সেকশনের ৩টি প্যারাগ্রাফের name অ্যাট্রিবিউট এবং ভ্যালু থাকার পরেও শুধু মাত্র যে প্যারাগ্রাফ এর ভ্যালু "web" দিয়ে শুরু সেটিতেই স্টাইল ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে।

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন attibuteselector2 বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

একইভাবে অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এর পর $ (Dollar) সাইন ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে, অ্যাট্রিবিউট সিলেক্টরের ভ্যালু হিসেবে আপনি যে স্ট্রিং(ওয়ার্ড) ব্যবহার করবেন(আমি ব্যবহার করেছি "web") সেটি যদি কোন আট্রিবিউট সিলেক্টর ভ্যালুর শেষে হয় তাহলে তাঁর ইলিমেন্ট এর উপরে স্টাইল ইমপ্লিমেন্ট করবে। এবং অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এর পর * (Astrick) সাইন ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে, অ্যাট্রিবিউট সিলেক্টরের ভ্যালু হিসেবে আপনি যে স্ট্রিং(ওয়ার্ড) ব্যবহার করবেন(আমি ব্যবহার করেছি "web") সেটি আট্রিবিউট সিলেক্টর ভ্যালুর শুরুতে, শেষে বা মাঝে যেখানেই হোক না কেন তাঁর ইলিমেন্ট এর উপরে স্টাইল ইমপ্লিমেন্ট করবে।

Note: উপরের এইচটিএমএল ফাইলটির হেড এর সিএসএস সেকশনে অ্যাট্রিবিউট ভ্যালুর পর $ (Dollar) এবং * (Astrick) সাইন ব্যবহার করে নিজেই পরিবর্তন গুলো লক্ষ করুন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

সুডো ক্লাস সিলেক্টরঃ

সুডো ক্লাস কেন এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমি সিএসএস২ ভার্সন এর টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি। তাই এখানে সরাসরি সিএসএস৩ এর নতুন সুডো ক্লাস নিতে আলোচনায় যাচ্ছি। সিএসএস৩- তে ৩ ধরণের সুড ক্লাস এসেছে। নিচে নামসহ বর্ণণা দিচ্ছিঃ

:nth-child() সুডো ক্লাসঃ ধরুন, আপনি নির্দিস্থ ক্রম(১ থেকে ২০ বা তাঁর বেশি) অনুযায়ী সাজানো প্যারাগ্রাফ এর স্টাইল করতে চাইছেন। বিজোড় ক্রমের গুলো এক স্টাইল এবং জোড় ক্রম গুলো আরেক স্টাইল। এই কাজটি করতে :nth-child() সুডো ক্লাস ব্যবহার করতে হবে। :nth-child() সুডো ক্লাস দিয়ে অটোমেটিক বিজোড় ক্রমের গুলো এক স্টাইল এবং জোড় ক্রম গুলো আরেক স্টাইল করা যায়। বিজোড় ক্রম গুলো স্টাইল করতে :nth-child() সুডো ক্লাস এর ব্রাকেট এর মাঝে লিখতে হবে odd এবং জোড় ক্রম গুলো স্টাইল করতে :nth-child() সুডো ক্লাস এর ব্রাকেট এর মাঝে লিখতে হবে even। এখন সেই ক্রমটি ২০ এর শেষ হোক নয়তো আরও বাড়ুক, :nth-child() সুডো ক্লাস অটোমেটিক স্টাইল করবে প্রতিটি। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুনঃ

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  p:nth-child(odd) {
                        color: red;
                        text-decoration: underline;
                  }
                  p:nth-child(even) {
                        color:blue;
                        font-size:18px;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <p>This is paragraph 1</p>
                  <p>This is paragraph 2</p>
                  <p>This is paragraph 3</p>
                  <p>This is paragraph 4</p>
                  <p>This is paragraph 5</p>
                  <p>This is paragraph 6</p>
                  <p>This is paragraph 7</p>
                  <p>This is paragraph 8</p>
                  <p>This is paragraph 9</p>
                  <p>This is paragraph 10</p>
            </div>
      </body>
 </html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন nthchild বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

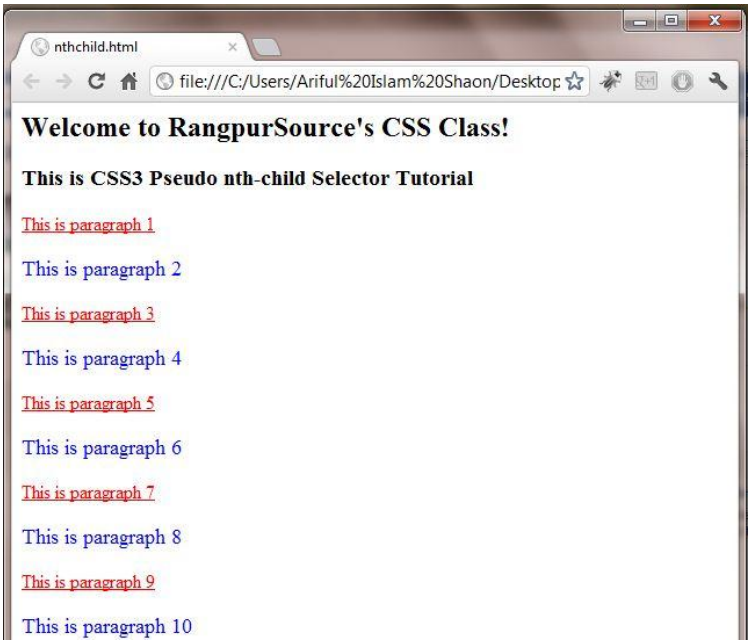

:not() সুডো ক্লাসঃ সাপোজ, আপনার ওয়েবসাইট এর সব আইডি এবং ইলিমেন্ট এর ফন্ট কালার **green** । আপনই চাইছেন **"web"** নামে একটি আইডি আছে। শুধু সেই আইডিটির কালার **green** না করে **red** করবেন। এমনটি হতে পারে সেই আইডিটি ওয়েবসাইট এর যতখানে আছে ততখানেই কালার চেঞ্জ হবে।

```
<html>
      <head>
            <style type="text/css">
                  * {
                        color: green;
                        font-size:20px;
                  }
                  p:not(.dev) {
                        color:red;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div>
                  <h2> Welcome to RangpurSource's CSS Class! </h2>
                  <h3> This is CSS3 Attribute Selector Tutorial </h3>
            </div>
            <div id="pseudo">
                  <p class="web">This is paragraph 1</p>
                  <p class="dev">This is paragraph 2</p>
                  <p class="dev">This is paragraph 3</p>
                  <p class="web">This is paragraph 4</p>
                  <p class="dev">This is paragraph 5</p>
            </div>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে

লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন notdev বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

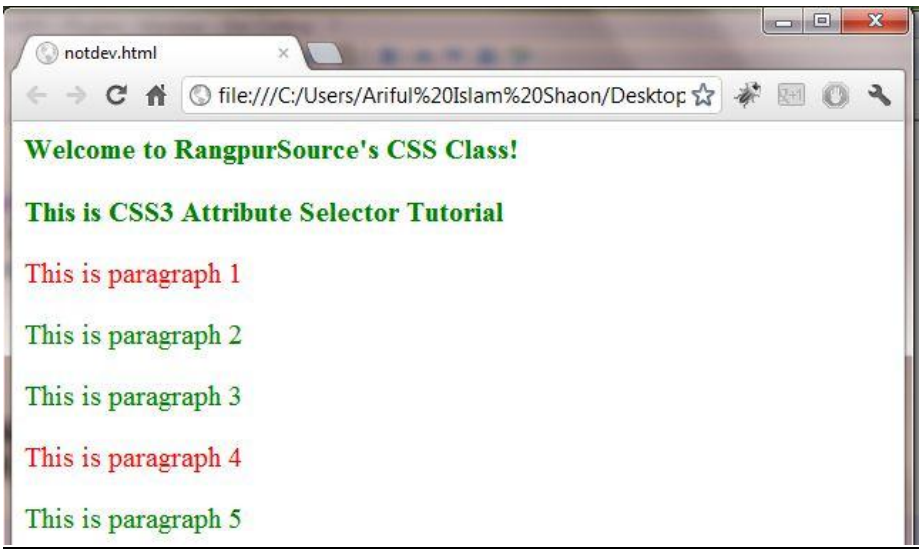

ইলিমেন্ট বর্ডার প্রোপার্টিজঃ

সিএসএস৩ তে কোন ইলিমেন্ট এর বর্ডার স্টাইল দিতেও নতুন প্রোপার্টি এসেছে। যেমনঃ border-radius এবং box-shadow. আসুন এইগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন নিচে দেখিঃ

<u>border-radius এবং box-shadow:</u> কোন ইলিমেন্টের মধ্যে রাউন্ডেড বর্ডার এবং বক্স এর শ্যাডো দিতে border-radius এবং box-shadow প্রোপার্টি ব্যবহার করতে হয়। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুনঃ

```
<html>
      <head>
            <title> This is CSS3 Tutorial </title>
            <style type="text/css">
                  body{
                        text-align:center;
                  }
                  #main{
                        display:block;
                        text-align:center;
                        margin: 100px auto;
                        padding: 20px;
                        width:400px;
                        border: 2px solid red;
                        background:#FFCCCC;
                        border-radius:15px;
                        box-shadow:rgb(110,110,110) 10px 10px 10px;
                  }
                  #box{
                        font: bold 30px Century Gothic;
                  }
```

```
            </style>
      </head>
      <body>
            <section id="main">
                <div id="box">This Is Rounded Box with Shadow!</div>
            </section>
      </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন roundedborder বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

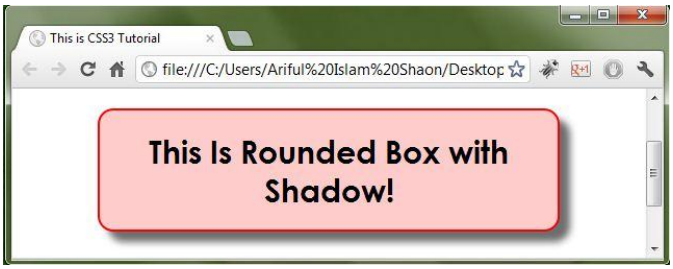

টেক্সট ইফেক্টঃ

বক্স এর চারিদিকে শ্যাডো অ্যাপ্লাই করা যায় ঠিক তেমনি সিএসএস৩ টেক্সট ইফেক্ট হিসেবে এসেছে text-shadow প্রোপার্টি। এটি দ্বারা টেক্সট এর মধ্যে শ্যাডো বা ছায়ার ইফেক্ট দেয়া যায়। শুধু box-shadow এর জায়গায় text-shadow প্রোপার্টি ব্যবহার করলেই কাজ হবে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুনঃ

```
<html>
      <head>
            <title> This is CSS3 Tutorial </title>
            <style type="text/css">
                  body{
                        text-align:center;
                  }
                  #main{
                        display:block;
                        text-align:center;
                        margin: 100px auto;
                        padding: 20px;
                        width: 400px;
                        border: 2px solid red;
                        background:#FFCCCC;
                        text-shadow:rgb(110,110,110) 6px 6px 6px;
                  }
                  #box{
                        font: bold 36px Century Gothic;
                  }
```

```
            </style>
        </head>
        <body>
            <section id="main">
                <div id="box">This is Text Shadow!</div>
            </section>
        </body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন textshadow বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

মাল্টিপল কলাম লেআউটঃ

পত্রিকা বা পাঠ্যপুস্তকে আমরা দেখে থাকি লিখা গুলো হরিজন্টালি কলাম ভাগ করে প্রদর্শন করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পত্রিকায় এটা লক্ষ করা যায়। সিএসএস৩ রিলিজ হবার পূর্বে এটা এটা শুধু পসিবল ছিল প্রিন্ট মিডিয়াতে। কিন্তু সিএসএস৩ দিলিজ পাবার পর এখন প্রিন্ট এর পাশাপাশি ওয়েব মিডিয়াতেও কলাম সিস্টেমে ওয়েব পেজে লিখা প্রদর্শন করানো সম্ভব। এটি করতে ৩টি কলাম প্রোপার্টিজ ব্যবহার করেত হবে। ১. column-count (লিখার মাঝে যতটা কলাম করবেন), ২. column-gap (এক কলাম হতে আরেক কলামের দূরত্ব) এবং ৩. column-rule (দুটি কলামের মাঝে বর্ডার স্টাইল)। ওয়েব পেজে মাল্টিপল কলামের ব্যবহার করতে নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুনঃ

```
<html>
        <head>
                <title> This is CSS3 Tutorial </title>
                <style type="text/css">
                        #multicols{
                                border: 4px solid red;
                                padding: 10px;
                                /*Columns Count*/
                                - webkit-column-count: 4;
                                - moz-column-count: 4;
                                column-count: 4;
                                /*Column Gap*/
                                - webkit-column-gap: 30px;
                                - moz-column-gap: 30px;
                                column-gap: 30px;
```

```
                        /*Column Rule*/
                        -moz-column-rule: 4px outset green;
                        -webkit-column-rule: 4px outset green;
                        column-rule: 4px outset green;
                  }
            </style>
      </head>
      <body>
            <div id="multicols">Lorem ipsum dolor sit amet,
      consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
      tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
      wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
      ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
      consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
      vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
      feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
      dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
      duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum
      soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id
      quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent
      claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum
      claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me
      lius quod ii legunt saepius.</div>
      </body>
</html>
```

অবশ্যই পালনীয়ঃ মনে রাখতে হবে, **Multiple Columns** এখন এই টিউটোরিয়াল লিখার সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র গুগল ক্রম, সাফারি এবং ফায়ারফক্স ব্রাউজার সাপোর্ট করে। তবে, ওয়েব পেজে **Multiple Columns** এর ইমপ্লিমেন্টেশন পেতে হলে অবশ্যই ব্রাউজার কম্প্যাটিবিলিটি প্রিফিক্স ব্যবহার করতে হবে।

ব্রাউজার কম্প্যাটিবিলিটি প্রিফিক্সগুলো হলঃ Google Chrome এবং Safari ব্রাউজার এর প্রিফিক্সঃ –webkit- এবং Firefox ব্রাউজার এর প্রিফিক্সঃ –moz-

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ ঠিকমতো দেখায় কিনা সেটা প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু হুবহু নিজের হাতে লিখুন, ভুলেই কপি- পেস্ট করবেন না। ফাইলের নাম দিন multiplecolumns বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html। এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মত প্রদর্শন করবে...

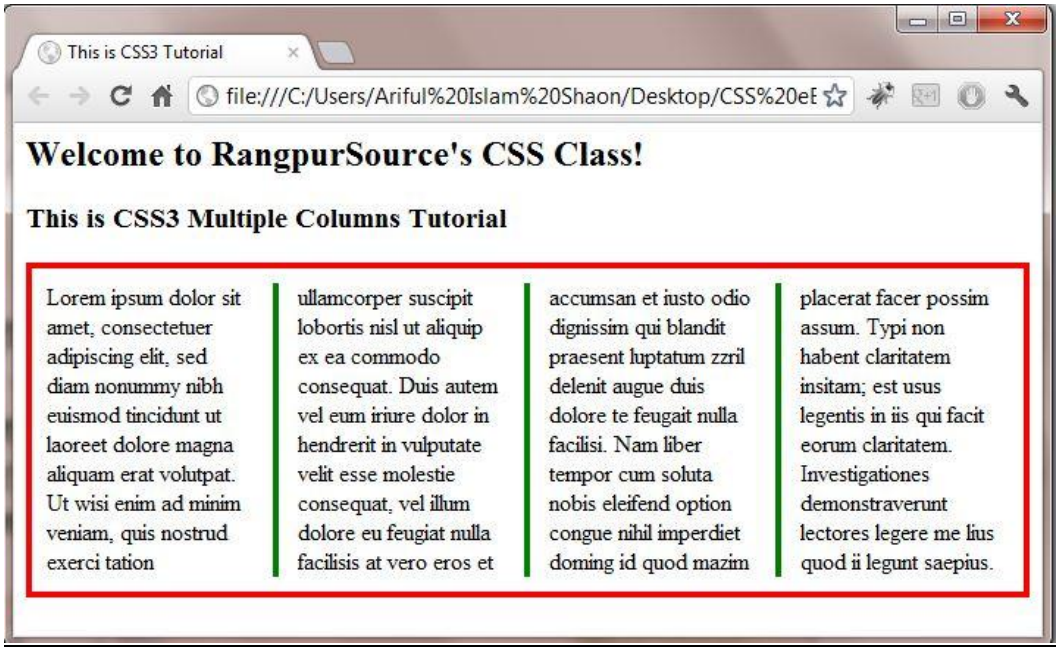

সিএসএস৩ নিয়ে কিছু কথাঃ উপরে দেখানো সিএসএস৩ এর প্রোপার্টি, সুডো ক্লাস, টেক্সট ইফেক্ট, বক্স ইফেক্ট, মাল্টিপল কলাম ছাড়াও সিএসএস৩- তে আরও অনেক স্টাইলিং, ইমপ্লিমেন্টেশন, প্রোপার্টিজ, ফ্লেক্সিবল বক্স মডেল, এ্যানিমেশন, ট্রাঞ্জিশন, ইউজার ইন্টারফেস মত এডভান্স মডিউল অন্তভুক্ত হয়েছে। কিন্তু, পিডিএফ আকারে সেগুলো উদাহরণ দিতে প্রবলেম হবার কারণে মডিউলগুলো এই বইয়ে অন্তভুক্ত করা সম্ভব হল না। তবে, সিএসএস৩ এর নতুন মডিউলগুলো জানতে হলে http://w3schools.com/css3/ ডিরেক্টরি ভিসিট করতে পারেন।

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ১০
ফটোশপ ‘ব্যসিক’

ফটোশপ কিঃ

Photoshop হল জনপ্রিয় গ্রাফিক নির্মাতা জন ওয়ারনকের এডোবি সিস্টেম ইনকর্পোরেটের graphics software. যা দিতে আমরা একই সাথে ইমেজ তৈরি এবং টেক্সট এডিটিং করতে পারি।

ফটোশপের ব্যবহারঃ

Photoshop হল সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি গ্রাফিক ডিজাইন Software. এ Software টি ব্যবহার করে গ্রাফিক্স ডিজাইন, Image কে বিভিন্ন ভাবে Edit করা, বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে উপস্থাপন করা যায়।

ফটোশপ প্রোগ্রাম ওপেন করাঃ

উইন্ডোজ Computer এর Desktop – এ থাকা অবস্থায় টাস্কবারের বাম পাশের নিচে থেকে ক্লিক করুন Start > All Programs/ Program > Adobe Photoshop. এরপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে Photoshop Program ওপেন হয়ে যাবে।

নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করাঃ

Photoshop Window- ওপেন করার পর কাজ করার পরিবেশ তৈরী থাকে না। কাজের জন্য পরিবেশ তৈরী করে নিতে হয়। এর জন্য নতুন image window ওপেন করে নিতে হয়। নতুন image window ওপেন করার জন্য নিচের পদক্ষেপ গ্রহন করুনঃ

- উপরের মেন্যুবার থেকে File মেন্যু সিলেক্ত > তারপর New ক্লিক করুন অথবা শর্টকাটে নতুন ফাইল খুলতে চাইলে কীবোর্ড থেকে Ctrl+n (কন্ট্রোল + এন) প্রেস করুন,
- এরপর New ডায়ালগ Box আসলে Name text Box- এ ইমেজ ডকুমেন্টটির একটি নাম দিন।
- Image size section থেকে Width এবং Height এর ডানপাশের কমবো Box থেকে pixels নির্ধারণ করুন এবং যথাক্রমে 400 এবং 600 দিন,
- Regulation 72 pixels/inch দিন,
- Color Mode RGB দিন,
- Background Contents থেকে নিচের যে কোন একটি Select করি-
  - ✓ White select করলে Image ডকুমেন্ট এর Background সাদা হবে,
  - ✓ Background color select করলে tool box এর Background color যেটি দেয়া আছে Image এর Background সেটি দ্বারা পূর্ণ হবে,
  - ✓ Transparent select করলে Document-টি রং বিহীন অবস্থায় প্রদর্শিত হবে।

ফটোশপ উইন্ডো পরিচিতিঃ

- **Title Bar:** Photoshop ওপেন কারার পর সবচেয়ে উপরের যে বারটি পাওয়া যায় - এর মধ্যে Adobe Photoshop লেখা সেটিকে Title Bar বলে । কোন File Save করলে এখানে File এর নাম দেখা যায়। ফটোশপ ভার্সন অনুযায়ী এই বারটির স্টাইলের তারতম্য হতে পারে। তাছাড়া এখান থেকে Minimize , Maximize ও Close করা যায় Photoshop Program কে।

- **Menu Bar:** Title Bar এর নিচে File , Edit , Image বিভিন্ন কমান্ড দেয়া হয়।
- **Option Bar:** Menu Bar এর নিচে এর অবস্থান। Option Bar ব্যবহার করে বিভিন্ন tool এর Setting নির্ধারণ করা হয়।
- **Tool Box**: Window এর বাম পাশে বিভিন্ন আইকন (tool) সম্বলিত লম্বা Box- কে Tools Box বলে । Tools Box এর বিভিন্ন Tools ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ করা হয় ।

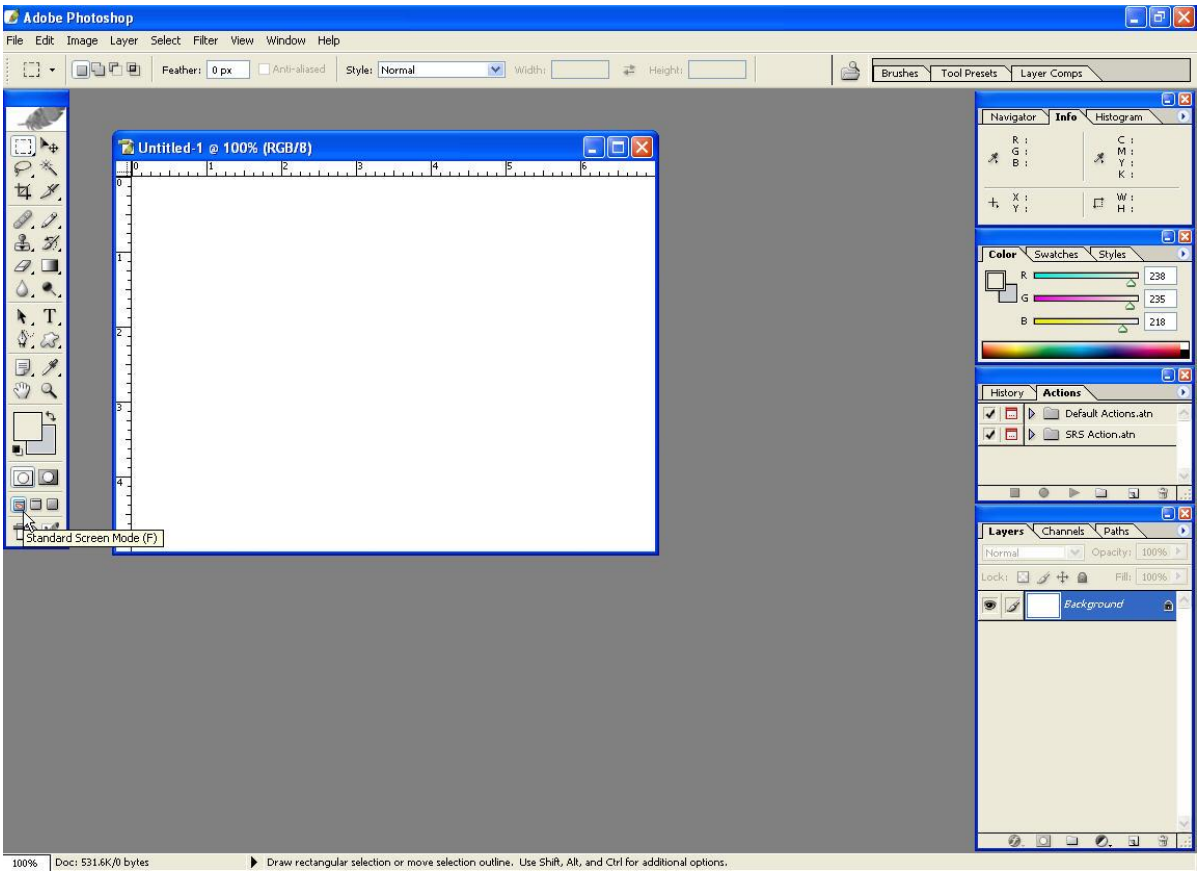

ফটোশপ সিএস উইন্ডো

<u>Tool Box সম্পর্কিত কয়েকটি টিপস নিম্নে প্রদান করা হলঃ</u>

- ✓ Tools Box থেকে কোন Tool Select করার জন্য Mouse দিয়ে উক্ত Tool এর উপর click করুন।
- ✓ Tools Box এর অবস্থিত কিছু Tool তাদের নিচের ডান কোনায় একটি ছোট ত্রিভুজ প্রদর্শন করে। এটি অতিরিক্ত কোন tool এর উপস্থিতি প্রকাশ করে।
- ✓ যে Tool এ অতিরিক্ত লুকানো Tool রয়েছে তাদের Select করতে হলে উক্ত Tool এর উপর Mouse দিয়ে Click করে চেপে ধরে রাখুন। লুকানো Tool গুলো প্রকাশিত হলে নির্দিষ্ট Tool এর উপর Mouse এ বোতাম ছেড়ে দিন। ঐ Tool টি Select হয়ে যাবে ।

- **Palettes:** Photoshop – এ Image Editing সহ বিভিন্ন কাজ করে Image –কে আকর্ষণীয় করের জন্য বিভিন্ন Palette ব্যবহৃত হয়। Photoshop শুরু করলে প্রথমে কয়েক ধরণের Palettes দেখতে পাওয়া যায়। এদের অবস্থান Window এর ডান পাশে। যেমনঃ Color, Swatch, Style এবং Layer.

- **Ruler:** Window এর উপরে Menu Bar এর নিচে এবং বাম দিকে Ruler প্রদর্শন করে, সঠিক মাপ নির্ধারণ করে কাজ করা যায় । Ruler প্রদর্শিত না থাকলে View মেন্যু থেকে Show Rulers নির্দেশ দিয়ে Ruler প্রদর্শন করা যায় ।

- **Scroll Bar:** Window এর ডান থেকে বাম দিকে Vertical এবং উপরে থেকে নিচের দিকে Horizontal Scroll Bar ব্যবহার করে। পর্দায় Open রত Image file এর বিভিন্ন অংশকে (যদি fileটি পর্দার চেয়ে বড় হয়) প্রদর্শন করা যায়।
- **Status Bar**: Window এর নিচে বিভিন্ন অবস্থার তথ্য সম্বলিত বারকে Status Bar বলে। এতে window-তে Open রত Image file সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদর্শন করে ।

ডকুমেন্ট সেভ করাঃ

Image টি Photoshop file হিসেবে Save করার জন্য নিম্নের পদক্ষেপ গ্রহন করুন-

- File মেন্যু থেকে Save As ক্লিক,
- Save As ডায়ালগ Box Open হলে File Save লোকেশন হিসেবে My Documents বা আপনার পছন্দের মত প্লেস নির্ধারন করুন ।
- Format পপআপ Menu থেকে Photoshop (*PSD, * PDD) Select করুন ।
- Save বোতামে click করুন।

ডকুমেন্ট ওপেন করাঃ

নতুন একটি Image Photoshop-এ ওপেন করার জন্য নিম্নের পদক্ষেপ গ্রহন করুন-

- File মেন্যু থেকে Open –এ ক্লিক,
- Open ডায়ালগ Box আসবে। ডায়ালগ Box এর Look in কম্ব Box থেকে C drive বা হার্ড ডিস্কের যে ড্রাইভ এ ইমেজ ফাইল আছে সেটি সিলেক্ট করুন।
- তারপর নির্ধারিত ইমেজটি সিলেক্ট করুন।
- ওপেন বক্স থেকে Open ক্লিক করুন (Image টি Open হবে)।

ফটোশপ প্যালেটঃ

- **Uses of Palette:** Tools Box থেকে বিভিন্ন Tool ব্যবহার করে ড্রইং করার পর ড্রইং কে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের palette ব্যবহার হয় ।
- **Open a Palette:** Window মেন্যু থেকে যে palette টি খুলতে হবে তা Select করতে হবে।
- **Movement of Palette:** Palette এর Title bar click করে Drag করতে হবে।
- **Tools Box** এবং **Palette** (দৃশ্য/অদৃশ্য): Tools Box থেকে Tab Key একবার Press করলে অদৃশ্য হবে এবং পরের বার click করলে দৃশ্য হবে।
- শুধু **Palette** দৃশ্য/অদৃশ্যঃ Shift Tab একবার Press করলে অদৃশ্য এবং পরের বার করলে Press দৃশ্য হবে।
- **Palette** কে **Active** করাঃ Palette গুলো সাধারণত গুচ্ছবদ্ধ থাকে যাকে Active করতে হবে। সেই Palette এর নামের উপর click.

- **Palette** কে **group** থেকে আলাদা করাঃ Palette এর নামের উপর click করে Drag করতে হবে।
- **Palette** কে **group** এ **Add** করাঃ আগের মতন Drag করে কোন Palette বা Palette group এর উপর ছেড়ে দিতে হবে।
- **Palette** কে অন্য **group** এ **Add** করাঃ উপরের নিয়মে Palette কে অন্য Palette বা Palette group এ ছেড়ে দিতে হবে।
- **Palette** এর আকৃতি ছোট বড় করা**:** Palette এর নিচের ডান কোনায় Mouse Pointer দ্বারা click করে Drag করে বাহিরের দিকে আনলে Palette বড় হবে ভিতরের দিকে নিলে ছোট হবে।
- **Palette** এর **default** অবস্থানঃ Palette এর আকৃতি Default করতে উপরের মত করে Drag করে ভিতরের দিকে শেষ পর্যন্ত নিতে হবে।
- **Palette menu Open** করাঃ নির্দিষ্ট Palette Active করে Palette এর উপরের ডান কোণার ত্রিভুজ এর উপর click করুন।
- **Palette Maximize/Minimize** করাঃ Palette এর minimize [-] button এ click করলে minimize হবে এবং তারপরে Maximize [+] button এ click করলে maximize হবে।

ইমেজ ভিউ

(Zoom tool/ Hand tool/ Navigator Palette)

<u>Image কে ছোট /বড় করাঃ</u>

- **By Menu:**
  - ✓ বড় করতে, View মেন্যু- তে ক্লিক তারপর Zoom in ক্লিক করুন এবং
  - ✓ ছোট করতে, View মেন্যু- তে ক্লিক তারপর Zoom out ক্লিক করুন।
- **By Tool:** ফটোশপ ওয়ার্কিং এরিয়া এর বাম পাশের থেকে টুলস বার এর Zoom Tool অতঃপর
  - ✓ Image এর উপর click (বড় হবে), এবং
  - ✓ Alt চেপে ধরে Image এর উপর click (ছোট হবে)।
- **By Keyboard Shortcut:**
  - ✓ কীবোর্ড শর্টকাটে বড় করতে চাইলে ইমেজ ওপেন রেখে Ctrl++ (কন্ট্রোল + প্লাস) প্রেস করুন এবং
  - ✓ কীবোর্ড শর্টকাটে ছোট করতে চাইলে ইমেজ ওপেন রেখে Ctrl+- (কন্ট্রোল + মাইনাস) প্রেস করুন।
- **By Dragging:**
  - ✓ Zoom tool সিলেক্ট করে Image এর নির্দিষ্ট জায়গায় ড্রাগ করে Selection Border তৈরি করলেও কাঙ্ক্ষিত ইমেজটি বড় হবে।
  - ✓ ইমেজকে বড় সাইজ থেকে ছোট করতে ড্রাগিং পদ্ধতি কাজ করে না।

- **By Navigation Palette:**

  - ✓ Navigation/ Navigator Palette এর নিচে অবস্থিত স্লাইডার ধরে ডানে / বামে সরিয়ে ।
  - ✓ Navigation Palette এর ভিতর লাল Outline এর উপর Pointer আনলে একটি Hand icon আসবে। উক্ত অবস্থায় Display Area Drag করতে হবে। এভাবে Image এর বিভিন্ন অংশ দেখা যাবে। আবার-
  - ✓ Slider এর ডানের ত্রিভুজে click (বড় হবে) এবং
  - ✓ Slider এর বামের ত্রিভুজে click (ছোট হবে)।

- **By Info Bar:** ফটোশপ উইন্ডো এর সবার নিচের Info Bar থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দিয়ে Enter দিলে Image টি সেই অনুপাতে View হবে।

<u>Image- কে scrolling করাঃ</u>

<u>নিম্নের ধাপ গুলো অনুসরণ করুণঃ</u>

- ✓ নির্দিষ্ট Image টিকে বড় করুন,
- ✓ Tools Bar থেকে মাউস ক্লিক করে অথবা কীবোর্ড থেকে শুধুমাত্র h (এইচ) প্রেস করে Hand Tool সিলেক্ট করুন,

- ✓ Hand Tool দ্বারা Image টির উপর মাউস left বাটন click করে উপরে/নিচে/ডানে/বামে Drag করতে হবে।

টুলস বক্স

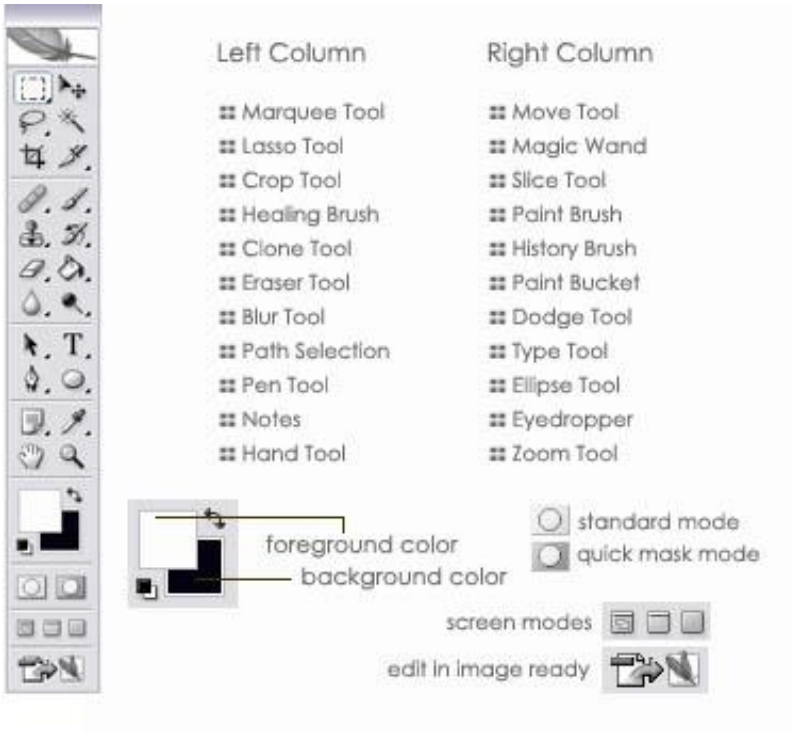

Tools Box পরিচিতিঃ

- **Single tool:** যে tool গুলোর নিচের ডান কোণায় ত্রিভুজ (▶) চিহ্ন নেই অর্থাৎ কোন Hide tool থাকে না তাদের Single tool বলে।
- **Group tool:** যে tool গুলোর নিচের ডান কোণায় ত্রিভুজ (▶) চিহ্ন আছে অর্থাৎ Hide tool থাকে তাদের Group tool বলে।
- **Tool box move করা:** Tool Box এর Title Bar এ Mouse pointer দ্বারা Drag বা move করলে tool box move হবে।

<u>Color Tool:</u>

- **Introduce:** Tool Box এর নিচের দিকে সবচেয়ে যে ২টি Box এক্তির উপর অন্যটি অবস্থিত তাদের Color tool বলে।
- **Foreground & Background Color Tool:** উপরের টিকে বলে Foreground Color Tool এবং নিচের টিকে বলে Background Color Tool.

  - ✓ **Foreground color tool এর কাজঃ** এ Box এ যে color নির্বাচন করা হয় সেই color দিয়ে Paint করলে, কোন Text লিখলে, কোন কিছুতে বা প্রয়োগ করলে উক্ত color দ্বারা Fill হয়।
  - ✓ **Background color tool এর কাজঃ** Image এর কোন অংশ Cut/Delete করলে উক্ত জায়গায় Background color box এ যে color থাকবে সেটি পরিলক্ষিত হয় ।
  - ✓ **রং নির্বাচনঃ** উভয় Color Box যে কোনটিতে click করলে একটি color picker box আসে। সেখান থেকে ইচ্ছা অনুযায়ী color নির্বাচন করা যায়।

সিলেকশন টুলঃ

Selection সংক্রান্ত Tools গুলো হচ্ছেঃ

i. Marquee Tools,
ii. Lasso Tools,
iii. Magic Wand Tool,
iv. Pen Tools,
v. Move Tool.

Selection করার প্রয়োজনীয়তাঃ Selection এর মাধ্যমে কতটুকু জায়গার ভিতরে Cut, Copy, Paste, Fill, Effects প্রভৃতি হবে তা দেখিয়ে দেয়।

- ✓ **Marquee tool:** Tool Box এর যে Tool- টির উপর Mouse pointer নিলে Marquee tool নাম প্রদর্শন করবে সেটই হলো Marquee tool.

- ✓ **Classification of Marquee tool:** Marquee tool মোট ৪ প্রকার। যথাঃ

  - **Rectangular Marquee tool** এর সাহায্যে চতুর্ভুজ আকৃতির Selection তৈরি করা যায় ।
  - **Elliptical Marquee tool** এর সাহায্যে গোলাকৃতি Selection তৈরির করা যায়।
  - **Single Row marquee tool** এর সাহায্যে 1 pixel wide পরিমাণ row selection করা যায়।
  - **Single Column Marquee tool** এর সাহায্যে 1 pixel wide পরিমাণ column selection এর জন্য।

Practical:

- ✓ **Selection** কে **Foreground** এবং **Background color** দ্বারা **Fill** করাঃ যেকোনো Selection তৈরি করে কীবোর্ড থেকে Alt + Back Space প্রেস করলে Foreground Color এবং Ctrl + Back Space প্রেস করলে Background Color দ্বারা Fill হবে।
- ✓ **Selection move** করাঃ যে কোন Selection তৈরি করে mouse pointer ছেড়ে দিয়ে পুনরায় সেই Selection এর ভিতর Mouse pointer আনলে Mouse pointer **Move Tool** এর আকৃতি নিবে এবং এই অবস্থায় ড্রাগ করতে হবে।
- ✓ **Selection Fill** করে **Move** করাঃ যে কোন Selection তৈরি করে Fill করে উপরের **Selection move** করা এর মতন করলে শুধু মাত্র Selection Move হবে।
- ✓ **Deselect** করাঃ যে কোন Selection তৈরি করার পর বাহিরে click করতে হবে। অথবা কীবোর্ড শর্টকাটে ডিসিলেক্ট করতে চাইলে Ctrl + D (কন্ট্রোল + ডি) প্রেস করতে হবে।
- ✓ একই সাথে অনেক গুলো **Selection** তৈরিঃ প্রথম Selection তৈরি করে পরবর্তী Selection তৈরির সময় Shift কী প্রেস করে করতে হবে।
- ✓ **Selection** এ **Shift** এর ব্যবহারঃ Shift প্রেস করে selection তৈরি করলে wide এবং height একই পরিমাপের হয়।
- ✓ **Selection** এ **Alt** এর ব্যবহারঃ Alt ধরে Selection তৈরি করলে সেখান থেকে click করে শুরু করা হবে সেই জায়গা কে কেন্দ্র ধরে selection তৈরি হবে।
- ✓ আবার একই সাথে Shift এবং Alt কী'দ্বয় প্রেস করে Selection করলে একই সাথে ২টি কাজ হবে।

<u>Option Bar এর Selection Option</u>

- ✓ Option Bar এর বাম দিকে চারটি ছোট Icon থাকে।

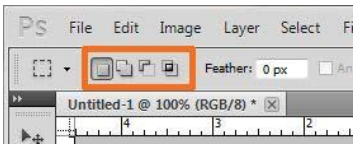

এরা যথাক্রমে –

1. New Selection,
2. Add to selection,
3. Subtract From Selection,
4. Intersect with Selection.

- ✓ **New Selection:** এই Option select থাকলে প্রতিবার একটি নতুন Selection আসবে অর্থাৎ একটি Selection তৈরি করলে আগেরটি মুছে যাবে এবং নতুনটি তৈরি হবে।
- ✓ **Add to Selection:** এটি Select থাকলে প্রথম Selection টির সাথে পরের এক বা একাধিক Selection তৈরি হবে।
- ✓ **Subtract From Selection:** এটি select থাকলে দুটি Selection ওভার লাপ অবস্থায় তৈরি করলে Overlap অংশ বাদ পরে যাবে।
- ✓ **Intersect with Selection:** এটি Select থাকলে প্রথম Selection এর সাথে দ্বিতীয় Selection এর Overlap অংশ বাদ পরে যাবে।
- ✓ প্রতিটি Selection কে Deselect করতে New Selection option select করে Selection এর বাহিরে click করলে উক্ত selection বাতিল হবে।

লেয়ারঃ

Layer: সহজ ভাষায় Layer হচ্ছে স্বচ্ছ page. Layer পদ্ধতিতে কোন স্বচ্ছ page কে একটির উপর আরেকটি রেখে কাজ করা যায়। এতে একটি কাগজের উপর আরপিত কোন প্রভাব অন্য কোন কাগজের উপর পরেনা। এতে আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি কাগজকে আলাদা আলাদা ভাবে Editing করা যায়। কিন্তু কারও প্রতিক্রিয়া কারও উপর পরে না । Photoshop –এ এক একটি Image বা বস্তুকে এক একটি কাগজের(Layer) উপর রেখে কাজ করা হয়। এই কাজগুলো স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকলেও কাগজগুলো স্বচ্ছ হওয়ায় প্রতিটি কাগজের অবস্থিত বস্তুগুলোকে দেখা যায়। প্রতিটি ছবি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রেখে প্রয়োজনীয় সংশধন, পরিমার্জন, এরপর পারশ্বপারিক অবস্থান নির্ধারণ করার পর ছবি গুলো একীভূত করে নেয়া যায়। যখন যে Layer এ বা কাগজে কাজ করতে হবে তখন Layer palette থেকে সেই Layer টিকে select করতে হয়।

Layer Palette: Photoshop window –টে Layer palette সাধারণত window এর ডান পাশে layer নামে থাকে। যদি Window টে Layer palette না থাকে তবে Window menu থেকে Layer ক্লিক করলে Layer palette টি Window এর ডান পাশে হাজির হবে।

নতুন Layer Insert করাঃ Layer Palette এর সর্বনিম্নে কিছু Icon আকারে button দেখা যাবে। এগুলোর মধ্য থেকে ডান পাশ থেকে ২য় button টির উপর mouse pointer রাখলে Insert/Create New Layer দেখা যাবে। এখানে click করেই নতুন নতুন Layer আনা যায় এবং নতুন নতুন Layer গুলো Layer Palette –এ Layer 1, Layer 2, Layer 3 এইভাবে Insert হবে।

NB: আগেই বলেছি যে একটি Object বা বস্তুকে এক একটি Layer –এ রেখে কাজ করলে সেই কাজের প্রতিক্রিয়া অন্য Layer এর উপর পড়ে না। এর তাই এক একটি Image বা বস্তুকে Image File এর ওপর আনার আগে একটি করে Layer Insert করতে হয়। আর অনেকগুলো Layer নিয়ে কাজ করার সময় যখন যে Layer এর Image বা বস্তুর উপর কাজ অর্থাৎ Cut, Copy Paste বিভিন্ন Effects প্রদান প্রভৃতি কাজ করা হবে তখন সেই Layer কে select করা হয় তখন তাকে টার্গেট Layer বলা হয়। Layer সম্পর্কে এখন এতটুকুই পড়ে আরও জানব।

নিউ কনটেন্ট/ডকুমেন্ট এরিয়া

Photoshop on করে File মেন্যু থেকে New কমান্ড দিলে যে New ডায়ালগ Box আসে সেখানে থেকে নিচে Contents- এ যে কোন একটি Option Select করতে হয়। এখান থেকে Image এর color নির্ধারিত হয়।

- ✓ **White:** এখানে থেকে White option select করলে Image টির color white হবে। এতে Layer palette এ একটি Background Layer তৈরি হবে।
- ✓ **Background Color:** এটি select করলে Tool Box এর Background Color box এ যে color select করা থাকবে সে color দিয়েই Image টি color হবে। এতেও Layer palette – এ একটি Background Layer তৈরি হবে।
- ✓ **Transparent:** এটি select থাকলে Image টি অর্থাৎ Document টি রং বিহীন এবং Transparent layer তৈরি করে।

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ১১
ফটোশপ “প্রোজেক্ট”

প্রোজেক্টঃ Rectanguler Marquee Tool

Toolbars এর সর্ব উপরের বাম দিকে অবস্থিত Marquee tool group.

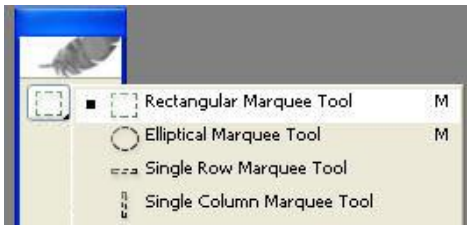

- ✓ Marquee tool group এর সবচেয়ে প্রথমের Tool টি Rectangular Marquee tool. চতুর্ভুজাকৃতির Selection এর জন্য এই tool use করা হয়।

Project Steps:

- ✓ Photoshop Program Open করুন।
- ✓ File মেন্যু থেকে Open ক্লিক করুন। এরপর Open ডায়ালগ box আসলে একটি Image ওপেন করুন।
- ✓ Tool Box থেকে উপরের বাম দিকের প্রথম Tool টি অর্থাৎ Rectangular marquee tool Select করুন অথবা M press করুন ।
- ✓ Image এর উপর ড্রাগ করে নির্দিষ্ট অংশ select করুন। এখন Cut, Copy, Paste, Fill ইত্যাদি command দেয়া যাবে।
- ✓ Edit মেন্যু থেকে Copy কমান্ড দিন।
- ✓ File মেন্যু থেকে New কমান্ড দিন। New ডায়ালগ Box আসলে কোন পরিবর্তন না করে ok করুন। Selection এর মাপে একটি ফাঁকা page আসবে।
- ✓ Edit মেন্যু থেকে Paste কমান্ড দিন। Selection এর মাপে একটি Image তৈরি হবে।
- ✓ আবারও Select Menu থেকে Select All কমান্ড দিন। সমস্ত ছবিতে Selection বর্ডার তৈরি হবে।
- ✓ Edit মেন্যু থেকে Stroke. Stroke ডায়ালগ Box আসবে। এখানে থেকে Width 12 type করুন এবং Color Box থেকে একটি পছন্দসই Color Select করুন। সবশেষে ok করুন। Image এর চারপাশ দিয়ে একটি বর্ডার তৈরি হবে।
- ✓ Select মেন্যু থেকে Deselect (Ctrl+D) কমান্ড দিন। Selection উঠে যাবে।
- ✓ শেষে File মেন্যু থেকে Save as কমান্ড দিন। নির্দিষ্ট নামে এবং নির্দিষ্ট Folder এ File টি Save করুন।
- ✓ সবশেষে File মেন্যু থেকে Close কমান্ড দিয়ে File টি close করুন।

প্রোজেক্টঃ Elliptical Marquee Tool

- ✓ Marquee tool group এর ২য় tool টি Elliptical Marquee Tool. গোলাকৃতি Selection তৈরির জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

Project Steps:

- ✓ Photoshop Program Open করুন।
- ✓ File মেন্যু থেকে Open ক্লিক করুন। এরপর Open ডায়ালগ box আসলে একটি Image ওপেন করুন।
- ✓ Tool Box থেকে Elliptical Marquee tool Select করুন অথবা কীবোর্ড থেকে Shift + M প্রেস করুন।
- ✓ Image টির নির্দিষ্ট অংশ Select করুন। যেমনঃ কারো মুখমণ্ডল। Selection এর সময় Shift key ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে Alt key ব্যবহার করুন ।
- ✓ Select মেন্যু থেকে Inverse কমান্ড দিন। প্রথমে আমরা Elliptical Marquee tool দিয়ে যতটুকু select করেছিলাম ততটুকু select ছিল। এখন Inverse command দেয়ার ফলে Image এর যেটুকু select ছিল সেটুকু Deselect হবে এবং যেটুকু অংশ select ছিলনা অর্থাৎ বিপরীত অংশ select হবে।
- ✓ Foreground color box থেকে একটি পছন্দসই color select করুন।
- ✓ Background color Box থেকে একটি পছন্দসই color select করুন।
- ✓ keyboard থেকে Ctrl চেপে রেখে Delete key press করুন। Select করা অংশটুকু Background color দ্বারা Fill হবে।
- ✓ Alt + Delete press করুন। Image টি Foreground color দ্বারা Fill হবে।
- ✓ File মেন্যু থেকে Save as কমান্ড দিন। File এর একটি Name দিয়ে নির্দিষ্ট location এ save করুন।
- ✓ সবশেষে File মেন্যু থেকে Close কমান্ড দিয়ে File টি close করুন।

প্রোজেক্টঃ Move Tool

Tool Box এর Selection Tool এর পরেই ডান দিকে অবস্থিত Move Tool (V)

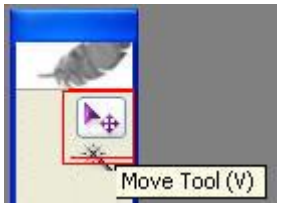

- ✓ Move tool দিয়ে সম্পূর্ণ Image কে বা select করা অংশকে , আক স্থান থেকে অন্য স্থানে move করা যায়।

Project Steps:

- ✓ Photoshop Program Open করুন।

- ✓ File মেন্যু থেকে Open ক্লিক করুন। এরপর Open ডায়ালগ box আসলে একটি Image ওপেন করুন।
- ✓ Select মেন্যু থেকে Select All কমান্ড দিন তাঁতে সম্পূর্ণ Image টি Select হবে।
- ✓ Edit মেন্যু থেকে copy কমান্ড দিন।
- ✓ Edit মেন্যু থেকে Paste কমান্ড দিন। সম্পূর্ণ Image টির একটি copy নতুন একটি লেয়ারে Paste হবে।
- ✓ Tool Box থেকে Move tool select করুন।
- ✓ Image টির যে কোন স্থানে click করে যে কোন দিকে Drag করুন। এভাবে বিভিন্ন দিকে Image টি Move হবে।
- ✓ শেষে Undo করুন। অথবা কিছুই করার দরকার নাই।

NB: যে কোন Tool select থাকা অবস্থায় Ctrl কী press করলে mouse pointer টি সাময়িক ভাবে move tool এ পরিণত হবে এবং কাজ শেষে Ctrl key ছেড়ে দিলে আবারও আগের key তে ফেরত যাবে।

প্রোজেক্টঃ Crop Tool

Tool Box এর উপর থেকে বাম পাশের ৩ নম্বর Tool হল Crop Tool.

- ✓ Image এর অপ্রয়োজনীয় অনাকাঙ্ক্ষিত অংশ কেটে ফেলার জন্য crop tool ব্যবহার করা হয়।

Project Steps:

- ✓ Photoshop Program Open করুন।
- ✓ File মেন্যু থেকে Open ক্লিক করুন। এরপর Open ডায়ালগ box আসলে একটি Image ওপেন করুন।
- ✓ Tool Box থেকে crop tool select করুন।
- ✓ Image টির নির্দিষ্ট অংশ select করুন ৮টি Handle সহ একটি Crop marquee বাউন্ডারি দেখা যাবে। Crop বাউন্ডারির বাইরে mouse pointer রাখলে pointer টি একটি (দুই দিকে তীর চিহ্ন যুক্ত) বাঁকা Arrow-তে পরিণত হবে। এমতাবস্থায় click করে Drag করলে crop বাউনডারিটি Rotate হবে। Crop বাউনডারির চারপাশের চারটি কিংবা চার কর্নারের চারটি Handle এর যে কোনটিতে click করে ভিতরের দিকে Drag করলে crop বাউনডারি ছোট এবং বাইরের দিকে Drag করলে বড় হবে।
- ✓ প্রয়োজন মত Handle এ click করে Drag করে crop বাউন্ডারি ছোট বড় করুন এবং crop বাউন্ডারির বাইরে ক্লিক করে Drag করে crop বাউন্ডারিটি ইচ্ছানুযায়ী Rotate করুন।
  - ○ Selection এর ভিতর mouse pointer নিয়ে mouse এর right button click করলে দুটি menu দেখতে পাওয়া যায়।
    - ✍ **Crop:** এখানে click করলে অথবা Keyboard থেকে Enter চাপলে selected অংশ crop হবে ।

- **Cancel:** এখানে click করলে crop কমান্ড বাতিল হয়ে যাবে।

- ✓ Selection এর ভিতর mouse pointer স্থাপন করে right button click করে crop দিন অথবা Keyboard থেকে Enter press করুন। Crop বাউন্ডারির বাইরে Image এর যে অংশ ছিল তা মুছে যাবে। শুধু মাত্র crop বাউন্ডারির মধ্যে যে অংশটুকু ছিল সেটুকু থাকবে।
- ✓ File মেন্যু থেকে Save as কমান্ড দিয়ে File টি save করুন।

প্রোজেক্টঃ Lasso group tool

Tool Box এর উপর থেকে বাম পাশের ২ নম্বর tool টি lasso group tool. এই গ্রুপ টুলস দিয়েও selection করা হয়। এরা মোট ৩টি। এই tool এর উপর mouse pointer স্থাপন করে চেপে ধরে রাখলে যে ৩ টি tool দেখতে পাওয়া যায়।

সেগুলো হল –

- Lasso tool,
- Polygonal Lasso tool,
- Magnetic Lasso tool.

এখন নিম্নে এই tool গুলোর কাজ সহ Project দেখানো হলঃ

<u>Lasso tool:</u>

Lasso tool group এর প্রথম Tool যেখানে Mouse pointer স্থাপন করলে Lasso tool show করবে।

- ✓ মুক্তভাবে/free hand selection করার জন্য এই tool ব্যবহার করা হয়।
- ✓ সাধারণত একটি Image থেকে নির্দিষ্ট কোন Object কে select করার জন্য Lasso tool ব্যবহার করা হয়।
- ✓ Lasso tool select থাকা অবস্থায় click করে Drag করতে থাকলে Selection হয়।

Project Steps:

- ✓ Photoshop Program Open করুন।
- ✓ File মেন্যু থেকে Open ক্লিক করুন। এরপর Open ডায়ালগ box আসলে একটি Image ওপেন করুন।
- ✓ Lasso tool select করুন।
- ✓ Image টির নির্দিষ্ট অংশ Drag করে select করুন।
- ✓ Edit মেন্যু থেকে copy কমান্ড দিন।
- ✓ আবারও Edit মেন্যু থেকে Paste কমান্ড দিন
- ✓ Move tool দ্বারা Paste করা অংশটুকু অন্যত্র স্থানান্তর করুন। Copy করা অংশটুকু অন্যত্র Move হবে।

Polygonal Lasso tool

Lasso tool group এর ২য় Tool টি Polygonal Lasso tool. Lasso tool group এর উপর click করে ধরে থাকলে Hide tool গুলোর ২য় tool যেখানে Polygonal Lasso tool দৃশ্যমান হবে।

- ✓ এই tool টি দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে select করা যায়।
- ✓ এই tool দিয়ে নির্দিষ্ট একটি point এ click করে selection শুরু হয় এবং নির্দিষ্ট দুরত্ব পরপর click করতে হয়।
- ✓ Selection করার সময় যে point থেকে শুরু হবে সেই point এই এসে selection শেষ করতে হয়।

Project Steps:

- ✓ Photoshop Program Open করুন।
- ✓ File মেন্যু থেকে Open ক্লিক করুন। এরপর Open ডায়ালগ box আসলে একটি Image ওপেন করুন।
- ✓ Image টির নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে mouse click করে mouse টিকে কিছুটা সরিয়ে নিয়ে click করতে থাকুন।
- ✓ Selection শেষ করার জন্য প্রথম click করা স্থানে আবার click করুন।
- ✓ Edit মেন্যু থেকে copy এবং এরপর paste কমান্ড দিন।
- ✓ Move tool select করে paste করা অংশটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় move করুন।

Magnetic Lasso tool

Lasso tool group এর উপর click করে ধরে থাকলে ৩ নাম্বার tool টি যেখানে এই নামটি show করবে।

- ✓ এই tool দ্বারা Magnet বা চুম্বুকের মতন করে Image এর নির্দিষ্ট অংশকে select করে।
- ✓ এই tool নির্দিষ্ট একটি color কে select করে।
- ✓ এটি ব্যবহারের জন্য click করে Lasso কে move করতে হয়।

Project Steps:

- ✓ Photoshop Program Open করুন।
- ✓ এক color এর background সহ একটি object আছে এমন একটি Image file ওপেন করুন।
- ✓ Tool Box থেকে Magnetic Lasso tool select করুন।
- ✓ Object এর পাশে যেকোনো স্থানে click করুন এবং Object এর চারপাশে Move করতে থাকুন। দেখুন Lasso এবং Anchor point (ছোট ছোট Box) তৈরি হবে।
- ✓ বাঁকা অংশে বা মিশ্রিত color থাকলে click করে নিন। Selection শেষ করার জন্য mouse টিকে Image এর চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে প্রথম click করা স্থানে আবার click করুন। Selection বর্ডার দেখা যাবে।
- ✓ Edit মেন্যু থেকে copy এবং তারপর paste কমান্ড দিন।

প্রোজেক্টঃ Brush Tool

Tool Box এর উপর থেকে ডান পাশের ৪ নম্বর tool- টি Brush tool.

- ✓ Brush tool Photoshop এ একটি গুরুত্বপূর্ণ tool. বিভিন্ন Editing এর পাশাপাশি অন্যান্য অনেক tool যেমন Eraser, Stamp ইত্যাদি tool brush option এর উপর নির্ভরশীল। যেমনঃ

  - Brush option palette এ কিছু ডিফল্ট Brush নির্দিষ্ট করা থাকে।
  - Default Brush ছাড়াও যে কোন Brush আপনি লোড করে নিতে পারেন।
  - এছাড়া নিজে নিজে Brush তৈরি করেও লাইব্রেরিতে রাখতে পারেন।

- ✓ Brush tool এ click করলে Menu Bar এর নিচে Option Bar এ বিভিন্ন option আসে। যেমনঃ

  - Option Bar এর প্রথমে Brush tool এর একটি ছবি থাকে।
  - ২য় Option এর ড্রপ ডাউনে click করলে Brush এর বিভিন্ন সাইজ ও প্যাটার্ন আসে।
  - ৩য় টি Brush mode এর জন্য প্রযোজ্য।
  - ৪র্থ option থেকে Opacity বা গারত্ব নির্ণয় করা যায়।
  - ৫ম option অর্থাৎ Flow option থেকে Brush Stroke এর দুরত্ব নির্ণয় হয়।

ব্যপারগুলো নিম্নের বিভিন্ন Project এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলঃ

<u>Hard & Soft Brush</u>

Project Steps:

- ✓ File Menu থেকে New কমান্ড দিয়ে একটি নতুন Image window খুলুন এবং New ডায়ালগ Box এর Contents এ White select করে ok করুন। একটি সাদা Image আসবে ।
- ✓ Tool Box এর Foreground color box থেকে একটি গাড় color select করুন।
- ✓ Brush tool select করুন অথবা কীবোর্ড থেকে 3 press করুন। লক্ষ করুন Tool option Bar পরিবর্তিত হবে।
- ✓ Option Bar এর ২য় Option এ click করুন। বিভিন্ন Brush এর নমুনা আসবে।
- ✓ Brush Palette এর উপরের ডান দিকে ছোট একটি ত্রিভুজ বাটন (▶) থাকবে। Button টিতে click করুন। একটি pop-up menu আসবে । Pop-up menu থেকে Small Thumbnail-এ click করুন। Brush palette এ Brush গুলো Stroke এর পরিবর্তে ছোট ছোট আইকন এর আকারে দেখা যাবে –

  - এই অবস্থায় Palette এর উপরের সারিতে রয়েছে ছোট থেকে ক্রমান্বয়ে বড় শানিত Brush। ২য় সারিতে রয়েছে নমনীয় প্রান্তের Brush। এদেরকে যথাক্রমে Hard এবং Soft brush বলা হয়।
  - Mouse Pointer কোন brush এর উপর রাখলে উক্ত Brush এর name show করবে এবং তা দেখে Hard এবং Soft brush চিহ্নিত করা যাবে।

- শাণিত প্রান্তের Brush বা hard brush দিয়ে তৈরি রেখার প্রান্ত নিখুঁত বা একেবারে সমান থাকে এবং নমনীয় প্রান্তের Brush দিয়ে তৈরি রেখার প্রান্ত থাকে শিথিল।

- ✓ ১ নম্বর Brush-এ click করুন এবং লক্ষ্য করুন নমুনার উপরের দিকে Master Diameter নামে একটি slider আছে।
- ✓ Slider টি ডান দিকে Drag করুন । Brush এর size বাড়বে । এভাবে বাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে Image এর উপর কয়েকটি রেখা আঁকুন। বলা বাহুল্য এতক্ষণ আমরা যে Brush দিয়ে রেখা আঁকলাম তা ছিল Hard rounded brush.
- ✓ আবারও option bar এর ২য় option এ click করুন । Brush এর নমুনার ২য় group এ soft brush option থাকবে অর্থাৎ ২য় সারির brush এর উপর cursor নিলে soft round লেখা আসবে এবং পাশে size উল্লেখ থাকবে। 5 নম্বর brush select করে Image এর উপর Drag করুন এবং উপরের Diameter change করে করে অর্থাৎ ডানে বামে সরিয়ে অর্থাৎ কমিয়ে বাড়িয়ে Image এর উপর কয়েকটি রেখা আঁকুন। লক্ষ্য করুন রেখা গুলো মসৃণ হল।
- ✓ এবার Hard এবং Soft brush –এর পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করুন।

<u>Opacity</u>

Project Steps:

- ✓ আগের প্রোজেক্টের মতন করে একটি Image open করুন File মেন্যু থেকে New কমান্ড দিয়ে।
- ✓ Brush tool select করুন।
- ✓ Option Bar এর ২য় Option থেকে Hard Round Brush Select করুন এবং Diameter থেকে অথবা উপরের Text Box থেকে brush size 100 নির্ধারণ করুন এবং Option Bar এর ৪র্থ option থেকে opacity 100% করুন।
- ✓ Image এর উপর সরল রেখা আঁকুন ।
- ✓ এর পর Option Bar থেকে Opacity 25 করে image এর উপর আরও একটি রেখা আঁকুন। খুব হালকা অনেকটা জলছাপের মতণ তৈরি হবে। এভাবে Opacity কমিয়ে বাড়িয়ে Image এর উপর কয়েকটি রেখা আঁকুন এবং পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করুন।

<u>NB:</u> মনে রাখবেন, Opacity কমালে রং এর গাড়ত্ব কমে এবং Opacity বাড়ালে রং এর গাড়ত্ব বাড়ে।

<u>Flow</u>

Project Steps:

- ✓ পূর্বের মতন করে একটি Image open করুন।
- ✓ Brush tool select করুন।
- ✓ Option Bar এর ২য় Option থেকে 50 Size এর Hard Brush select করুন।
- ✓ Opacity 100% করুন ।
- ✓ Flow Option থেকে 10% নির্ধারণ করুন।
- ✓ Image এর উপর একটি সরল রেখা আঁকুন এবং লক্ষ্য করুন।

NB: Flow Option থেকে Brush Stroke এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

Another Brush tool

Project Steps:

- ✓ পূর্বের মতন করে একটি Image open করুন।
- ✓ Foreground & Background color Box থেকে যথাক্রমে গাড় সবুজ এবং হালকা সবুজ color select করুন।
- ✓ Tool Box থেকে Brush tool select করুন।
- ✓ Option Bar এর ২য় Option clock করুন । বিভিন্ন Brush এর নমুনা আসবে। নিচ থেকে Dune grass 112 Select করুন Brush size 65 দিন Image এর উপর কয়েকটি রেখা আঁকুন। ঘাস তৈরি হবে। (Opacity এবং Flow 100 % রাখতে হবে)
- ✓ আবারও ব্রাশের নমুনা থেকে Scattered, Maple Leaves select করুন এবং Image এর উপর কয়েকটি রেখা আঁকুন।
- ✓ এভাবে Scattered Leaves, Flowing Stars ইত্যাদি Brush গুলো select করুন এবং Image এর উপর Drag করুন এবং লক্ষ্য করুন। যখন যে Brush select করবেন তখন সেই Brush দ্বারা Image এ অংকিত হবে।

Custom Brush/নিজে Brush তৈরি করা

Project Steps:

- ✓ একটি মুখের ছবি open করুন।
- ✓ Tool Box থেকে Magnetic lasso tool select করুন।
- ✓ ঠোঁটের পাশে click করে ধীরে ধীরে চারপাশ দিয়ে Mouse টিকে ঘুরিয়ে আনুন। প্রথম click করা স্থানে ফিরে আসলে mouse pointer click করুন। ঠোঁটের চারপাশ দিয়ে selection border তৈরি হবে।
- ✓ Edit মেন্যু থেকে Define brush click করুন। Brush name ডায়ালগ Box আসলে Name text box –এ একটি Name যেমন Lip Name টাইপ করে ok করুন।
- ✓ Open করা ছবিটি Save না করে Close করুন।
- ✓ File Menu থেকে New কমান্ড দিন। New ডায়ালগ Box আসলে 5 inches*5 inches এর একটি File নিন।
- ✓ Tool Box এর Default foreground and Background color button এর অবস্থান Foreground এবং Background color Box এর নিচে। এখানে click করলে দুই color box –এ যে color –ই থাকুক না কেন তা Default ভাবে সাদা কালতে পরিণত হবে।
- ✓ উক্ত Button এ click করলে Foreground color box কালো এবং Background color Box সাদা হবে।
- ✓ Keyboard থেকে Alt + Delete একবার Press করুন। Image টি কালো হবে ।
- ✓ Tool Box থেকে Brush tool select করুন এবং Tool Option Bar থেকে Brush Option – থেকে Lip Brush select করুন এবং Brush size 100 দিন।
- ✓ Foreground color হলুদ select করুন।

- ✓ Image এর উপর Click or Drag করুন। এভাবে Tool Box থেকে বিভিন্ন color নিয়ে এবং বিভিন্ন Brush Size দিয়ে Image এর উপর Click or Drag করতে থাকুন এবং লক্ষ্য করুন।

প্রোজেক্টঃ Eraser Tool

Tool Box এর উপর থেকে বাম পাশের ৬ নম্বর tool Eraser Tool। এই টুল এর উপর Mouse Pointer চেপে ধরলে অন্যান্য Hidden tool গুলো Show করবে।

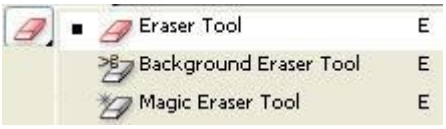

- ✓ এই Eraser tool গুলো ব্যবহার করে কোন Image বা Image এর অংশকে মুছে ফেলা যায়।
- ✓ এই tool এর উপর Mouse pointer চেপে ধরলে অন্যান্য Hidden tool গুলো দেখা যায়। এরা মোট ৩ টি tool। যেমনঃ-

  - ✓ Eraser Tool,
  - ✓ Background Eraser Tool,
  - ✓ Magic Eraser Tool.

নিম্নে বিভিন্ন Project এর মাধ্যমে এদের কাজকে বুঝানো হলঃ

Eraser Tool

- ✓ এই tool group এর 1 নম্বর tool টিই Eraser tool।
- ✓ Eraser tool ব্যবহার করে ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড এর Pixel মুছে ফেলা যায়। যদি আপনি Transparent Layer – এ কাজ করেন তবে Eraser tool দিয়ে মুছলে Transparent এলাকা দেখা যায় নতুবা Background color দেখা যাবে।

Project Steps:

- ✓ File মেন্যু থেকে Open কমান্ড দিয়ে কোন একটি Image open করুন। এখানের আকাশের কোন Image open করলে ব্যাপারটি বুঝতে সুবিধা হবে।
- ✓ Eraser tool Select করুন।
- ✓ Tool Box এর color Box Default করুন।
- ✓ Image এর উপর কয়েকবার Drag করুন।
- ✓ লক্ষ্য করুন Drag করা অংশ মুছে যাবে এবং Background color অর্থাৎ সাদা অংশ দেখা যাবে।

Background Eraser

- ✓ Background Eraser tool- টি এই group এর ২ নম্বর tool.
- ✓ এই tool ব্যবহার করলে Background –এ কোন color থাকলেও তা মুছে ফেলার পর Transparent দেখা যাবে।

Project Steps:

- ✓ পূর্বের ছবিটি open করুন।
- ✓ Tool Box থেকে Background Eraser Tool Select করুন।
- ✓ Image টির উপর কয়েকবার Drag করুন লক্ষ্য করুন এখনও Image এর অংশ মুছে যাবে কিন্তু Background color এর জায়গায় Transparent আসবে। প্রয়োজনে বড় সাইজ এর Brush Select করুন।

Magic Eraser Tool

- ✓ Magic Eraser Tool-টি এই tool group এর ৩ নম্বর tool.
- ✓ এই tool দিয়ে নির্দিষ্ট কোন color এর উপর click করলে Image এর মধ্য থেকে সেই color এর একটি অংশ মুছে যাবে। যেমনঃ কোন Image এ নীল রঙের আকাশ আছে। এক্ষেত্রে Magic Eraser দিয়ে আকাশের যেকোনো স্থানে নীল রং এ click করলে Image এর যত স্থানে নীল আছে সেটুকু মুছে যাবে।

NB: Option Bar –এ Tolerance –এর পরিমাণ কম/বেশি করে Eraser এর এলাকা বাড়ানো বা কমানো যায়।

Project Steps:

- ✓ File মেন্যু থেকে Open কমান্ড দিয়ে পূর্বের মতন করে পূর্বের image টি open করুন।
- ✓ Tool Box থেকে Magic Eraser Tool Select করুন।
- ✓ এবার Image এর উপর যে স্থানে লাল বা নীল বা যেকোনো রং এর পরিমাণ বেশী আছে সেটার উপর click করুন। একই ধরনের সমস্ত রং মুছে যাবে।
- ✓ File টি Save না করে Close করুন।

প্রোজেক্টঃ Stamp Tool

- ✓ Tool Box এর উপর থেকে বাম পাশের ৫ নম্বর Tool- টি Stamp Tool.

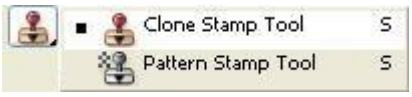

- ✓ এটি একটি group tool. যেমনঃ-
  - ✓ Clone Stamp tool,
  - ✓ Pattern Stamp tool.

নিম্নে বিভিন্ন Project এর মাধ্যমে এই Tool দ্বয়ের কাজ বুঝানো হলঃ

Clone Stamp Tool

- ✓ এই tool- টি Clone Stamp group টুল এর ১ নম্বর tool.
- ✓ Clone Stamp Tool দ্বারা আমরা কোন group কে বা ইমেজ এর অংশকে একই Document এর অন্য অংশে বা কোন নতুন Document –এ Copy করা যায়।

Project Steps:

- ✓ File মেন্যু থেকে Open কমান্ড দিয়ে যে কোন একটি Image open করুন। যেমন আকাশে উড়ন্ত পাখির কোন Image.
- ✓ Tool Box থেকে Clone Stamp Tool Select করুন।
- ✓ Brush Size পছন্দ মতন ঠিক করে নিন।
- ✓ Alt key press করা অবস্থায় Image এর যে অংশ Copy করতে চান সেখানে Click করুন। তারপর Alt ছেড়ে দিন। এখানে আমরা মেঘ copy করব এবং পাখি মুছে ফেলব।
- ✓ Image এর পাখির উপর Drag করতে থাকুন। প্রয়োজনে Clone Stamp Tool দ্বারা আবারও Alt সহযোগে Image এ click করে Image এর অংশ select করুন এবং Drag করুন। লক্ষ্য করে দেখুন পাখির ছবিটি আকাশের Image দ্বারা ঢেকে গেছে।
- ✓ Image File টি Save না করে Close করুন।

Pattern and Pattern Stamp Tool

- ✓ Stamp Tool Group এর ২ নম্বর tool টি ।
- ✓ এটি ব্যবহার করে Image এর কোন অংশকে Select করে Pattern তৈরি করে একই Image এ বা অন্য কোন নতুন Image –এ Pattern দিয়ে Fill করা যায়।

Project Steps:

- ✓ Photoshop Open করে একটি Image open করুন। পূর্বের পাখির image টি।
- ✓ Rectangle Marquee Tool Select করে Image টির অংশ বিশেষ select করুন। এখানে পাখির ছবিটি Select করব।
- ✓ Edit Menu থেকে Define Pattern কমান্ড দিন।
- ✓ Ok করুন।
- ✓ Pattern Stamp Tool Select করুন।
- ✓ Tool Option Bar থেকে সদ্য তৈরি নতুন Pattern টি Pattern Drop down থেকে Select করুন।
- ✓ Option Bar থেকে মাঝারি সাইজ এর একটি Brush Select করুন ।
- ✓ বর্তমান Open করা mage টির সব জায়গায় Drag করতে থাকুন । নতুন Pattern টি দিয়ে Image- টি Fill হবে।

প্রোজেক্টঃ Magic Wand Tool

- ✓ Tool Box এর উপর থেকে ডানপাশের ২ নম্বর Tool- টি।

- ✓ Magic Wand Tool দিয়ে কোন Image এর নির্দিষ্ট কোন রং এর উপর Click করলে সেই রং এর অংশটুকু select হবে। যেমন কোন একটি Image এর হলুদ রং এর উপর click করলে ঐ

Image এর যেখানে হলুদ রং আছে সেই সমস্ত জায়গা select কৃত জায়গা ইচ্ছে মতন Edit করা যাবে।

NB: Magic Wand Tool Select করলে Menu এর নিচে অবস্থিত Tool option bar থেকে Tolerance option এর পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে Magic Wand এর Selection এর মাত্রা কমানো বা বাড়ানো যায়।

Project Steps:

- ✓ Photoshop Open করে File মেন্যু থেকে Open কমান্ড দিয়ে এমন একটি Image open করুন যার Background মাত্র একটি Color এ থাকবে।
- ✓ Tool Box থেকে Magic Wand Tool Select করুন ।
- ✓ Tool option Bar থেকে Tolerance এর মান ২০ করুন।
- ✓ Image টির Background color এর উপর click করুন। (এখানে Background –এ একটি color –ই আছে ।) পিছনের সম্পূর্ণ Background –টি select হবে।
- ✓ Select Menu থেকে Inverse কমান্ড দিন (Inverse-সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে)। এর ফলে উল্টো অংশ অর্থাৎ Background এর বদলে Image –টি Select হবে।
- ✓ File Menu থেকে Copy কমান্ড দিন।
- ✓ File –টি Save না করে Close করুন।
- ✓ File Menu থেকে Open কমান্ড দিয়ে এমন একটি Image File Open করুন যেখানে উক্ত copy করা Object –টি নিয়ে গেলে মানাবে।
- ✓ Edit Menu থেকে Paste কমান্ড দিন। Copy করা Object –টি নতুন Image File –এ paste হয়ে যাবে।
- ✓ Move Tool দিয়ে Object টিকে Move করে জায়গা মতন স্থাপন করুন।

প্রোজেক্টঃ Eyedropper & Paint Bucket Tool

Eyedropper Tool: Tool Box এর উপর থেকে ডান পাশের ৬ নম্বর Tool টি। ভার্সনভেদে ক্রম আলাদাও হতে পারে।

Point Bucket Tool: Tool Box এর উপর থেকে ডান পাশের ১২ নম্বর Tool টির ২ নম্বর Tool. ভার্সনভেদে ক্রম আলাদাও হতে পারে।

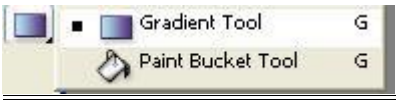

- ✓ **Eyedropper Tool:** Image এর কোন অংশ থেকে নির্দিষ্ট কোন Color –এ Eyedropper tool-এর মাধ্যমে click করলে সেই color টি Foreground/Background color হিসেবে Select হয়ে যায়। Image –এর যেকোনো স্থানে Eyedropper tool দিয়ে click করলেই Foreground color সেই color –এ রুপান্তরিত হয় এবং Alt চেপে ধরে Eyedropper দ্বারা click করলে সেই Background color হিসেবে select হয়।

- ✓ **Paint Bucket Tool:** Image এর কোন Select করা অংশে বা Select না করা অংশে Paint Bucket Tool দিয়ে click করলে বর্তমান Foreground color দিয়ে Fill হয়।

NB:

- ✓ Point Bucket tool সিলেক্ট থাকা অবস্থায় Alt কী প্রেস করলে সাময়িক সময়ের জন্য Paint Bucket Tool –টি Eyedropper tool- এ রুপান্তরিত হয়। এবং এই অবস্থায় Image এর যেকোনো স্থানে Click করে color নেয়া যায়।
- ✓ Point Bucket tool দিয়ে color এর বদলে pattern দ্বারা Fill করা যায়।

Project Step:

- ✓ Photoshop open করে File মেন্যু থেকে Open কমান্ড দিয়ে এমন একটি Image File open করুন যে Image এ একটি নির্দিষ্ট Object এর একটি আলাদা color থাকে।
- ✓ আবারও File মেন্যু থেকে Open কমান্ড দিয়ে এমন একটি Image খুলুন যার ভিতর অনেক color বিদ্যমান থাকে।
- ✓ Tool Box থেকে Eye dropper Tool সিলেক্ট করুন ।
- ✓ ২য় বার Open করা Image টির যে কোন color এর উপর click করুন। (Foreground color সেই color এ রূপান্তরিত হবে।)
- ✓ প্রথমে খোলা Image টির File টি open করুন ।
- ✓ Paint Bucket Tool Select করুন ।
- ✓ প্রথমে খোলা File টির সেই এক color এর Object এর color পরিবর্তন করেতে চান সেই Object এর উপর Click করুন।
- ✓ Object টি Foreground color দিয়ে Fill হবে।
- ✓ আবার Option Bar এর ২য় Fill Option এ click করে Pattern Select করুন।
- ✓ Option Bar এর ৩য় Drop Down Menu Pattern Box থেকে যে কোন একটি Pattern Select করুন।
- ✓ আবারও Paint Bucket দিয়ে উক্ত Image File টি অথবা যেকোনো Image এর Object এর উপর যেটিকে Pattern দ্বারা Fill করতে চান তার উপর click করুন।
- ✓ Object টি Pattern দ্বারা Fill হবে।

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

প্রাক্টিক্যাল - টেমপ্লেট ডেভেলপমেন্ট

অধ্যায়ঃ ১২
পিএসডি স্লাইসিং!

ভূমিকাঃ

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি কিভাবে এইচটিএমএল, সিএসএস এবং ফটোশপে কাজ করতে হবে। এই অধ্যায়ে দেখবো এইচটিএমএল সিএসএস এবং ফটোশপ- কে একত্রে ব্যবহার করে একটি পুর্নাঙ্গ ওয়েবসাইট টেম্পলেট তৈরি করার পদ্ধতি। ফটোশপে আগে থেকেই তৈরি করে রাখা একটি পিএসডি ওয়েবসাইট টেম্পলেটকে প্রথমে স্লাইস করে বিভিন্ন অংশগুলো (ইমেজ) আলাদা করে নিবো। তারপর এইচটিএমএল এবং সিএসএস- এর সহায়তায় সেটিকে হুবহু ফটোশপে তৈরি টেম্পলেটের মত করে কোডিং করে তৈরি করবো। জেনে রাখা ভালো, ইন্টারনেটে সার্চ করলে আপনি হাজারো ফ্রী পিএসডি টেম্পলেট পাবেন। তবে, আমরা এই অধ্যায়ে যে টেম্পলেটটি নিয়ে কাজ করবো সেটি এই http://bit.ly/webpsd লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিন। পিএসডি- টিকে কোড করার পর কেমন হবে এটি এখানে http://bit.ly/htmlpage থেকে দেখে নিতে পারেন।

পিএসডি টেম্পলেট নিয়ে কাজ করতে হলে আপনার পিসি- তে অবশ্যই ফটোশপ সফটওয়্যারটি ইন্সটল থাকতেই হবে। অন্যথায় পিএসডি নিতে কাজ করা সম্ভব হবে না। তাই, আপনার পিসি- তে সফটওয়্যারটি ইন্সটল না থাকলে এখনই ইন্সটল করে ফেলুন। সফটওয়্যারটি আপনার সংগ্রহে না থাকলে নিকটস্থ সিডি/ডিভিডি এর দোকান থেকে কিনে আনুন অথবা আপনার নেট স্পীড বেশি থাকলে নেট থেকে ট্রাইল ভার্সন ডাউনলোড করে নিন এবং ইন্সটল করুণ।

উল্লেখ্য, আমি **ফটোশপ সিএস৬** ভার্সন ব্যবহার করছি। আপনাদেরকেও রিকমেন্ড করছি আমার ভার্সনের সাথে মিল রেখে সফটওয়্যারটি ইন্সটল করতে।

তো চলুন স্লাইসিং শুরু করা যাক -

প্রথমেই পিএসডি টেম্পলেটটি ফটোশপে ওপেন করতে ডাবল ক্লিক করুণ। আপনার কম্পিউটারের প্রসেসিং স্পীডের ওপর ডিপেন্ড করে সেটি ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে সেটি ওপেন হবে এবং আপনার সামনে একটি পপ- আপ বক্স ওপেন হবে নিচের মত। সেখানে Keep layers এ ক্লিক করুণ।

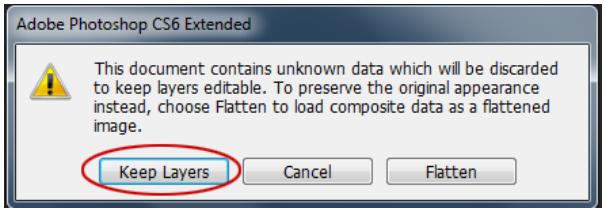

Keep layers –এ ক্লিক করার ফলে আমাদের পিএসডি- তে সব গুলো ইলিমেন্ট বা সেকশন তাদের নিজ নিজ লেয়ার/স্তরে থাকবে এবং আমরা আমাদের সুবিধা মত সেগুলো স্লাইসিং করে কাটবো। Keep layers ক্লিক করার পর ফটোশপ উক্ত পিএসডি টেম্পলেটটিকে রিড করবে, সেটি হতে কয়েক সেকেন্ড লাগবে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুণ।

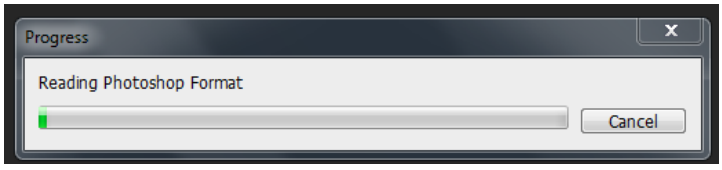

রিড করা শেষ হয়ে গেলে নিচের এ্যালার্ট বক্সটি পাবেন, সেটাকে Ok করুণ।

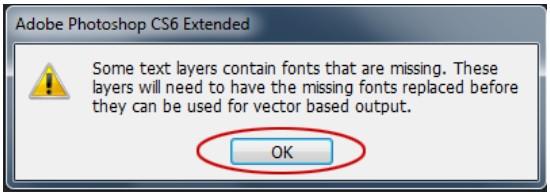

এবার পিএসডি টেম্পলেটটি আপনার সামনে উপস্থিত। ☺

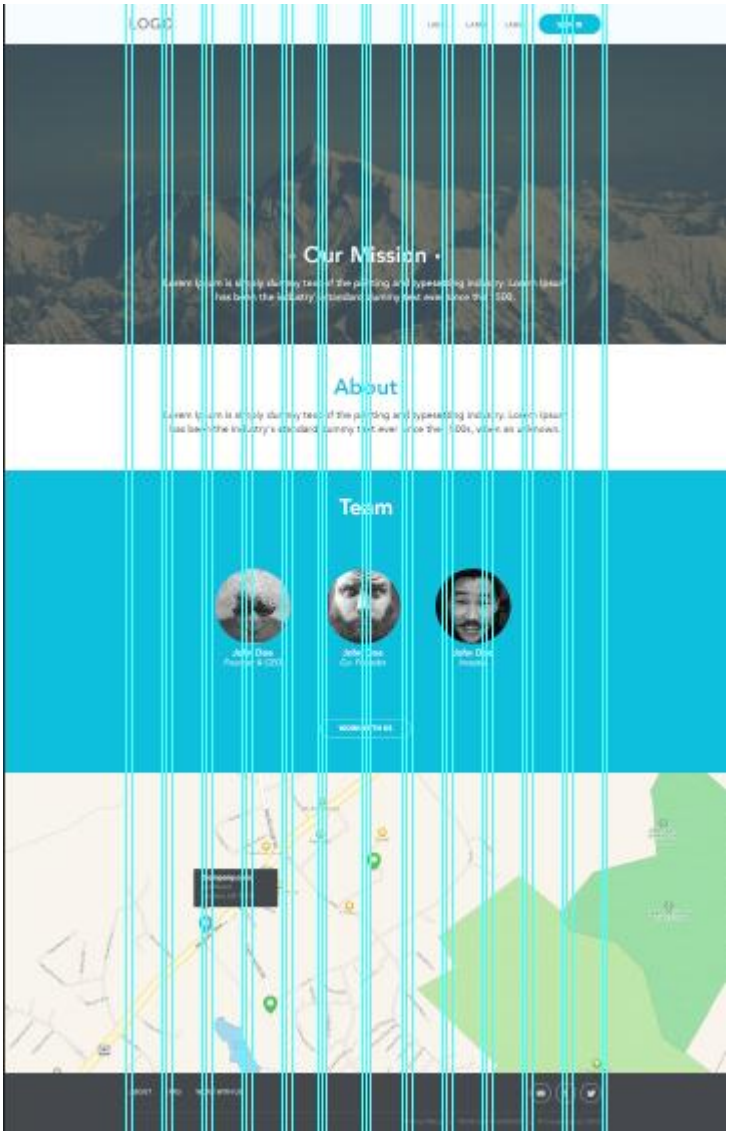

এখানে থেকে আপনি চাইলে পিএসডি- টিকে আরও বড় (Zoom-in) করে দেখতে পারেন। আমাদের কাজের সুবিধার্থে আপনার এই অধ্যায় জুড়ে অনেকবার স্ক্রিন Zoom-in, Zoom-out করবো। Zoom-in করতে কীবোর্ড থেকে ctrl এবং + কী প্রেস এবং Zoom-out করতে ctrl এবং – কী প্রেস করুণ। অথবা, Zoom-in করতে ctrl এবং spacebar, Zoom- out করতে ctrl, alt এবং spacebar একসাথে চেপে ধরে পিএসডি- টিতে ক্লিক করুণ।

পিএসডিটির ওপরে অনেকগুলো ভার্টিক্যাল (উপর থেকে নিচে) লাইন দেখা যাচ্ছে। তাই না? এগুলোকে ফটোশপের ভাষায় গাইড বলা হবে। তবে, মূলত এগুলোর নাম গ্রিড। গ্রিড অনেক এডভান্স ব্যাপার। বিগেনারদের জন্য এটি বুঝে উঠা ভালই টাফ! শুধু বলে রাখি, এটি দিয়ে যেকোন ওয়েবসাইট টেম্পলেটের লাইভ মেজারমেন্ট করা হয়।

যাই হোক, এবার আসা যাক স্লাইসিং- এর মূল পর্বে...

পিএসডিটি খেয়াল করলে দেখতে পারবেন, মাত্র কয়েকটি ইমেজ রয়েছে পুরো পিএসডি- তে। হেডার সেকশনে লোগো- টিও কোন ইমেজ না, এবং টেক্সট। একইভাবে ন্যাভিগেশন মেন্যুগুলোও টেক্সট এবং এ্যাঙ্কর লিঙ্ক। এগুলো আমরা এইচটিএমএল মার্কআপে লিখে ফেলবো।

Our Mission সেকশনে ইমেজ আছে একটি। সেটিও ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে। এটিকেই আমরা প্রথমে স্লাইস করবো। আমি স্লাইসিংয়ের সবচেয়ে সহজ এবং দ্রুত পদ্ধতিটি বিস্তারিত আলোচনা করবো। কারণ একই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমি সব ইমেজ স্লাইস করবো।

টেক্সটের ক্ষেত্রে তেমন জটিলতা না। শুধু টেক্সট লেয়ারে horizontal type tool সিলেক্ট করে ডাবল ক্লিক করে ctrl + a, ctrl + c করে নিয় এইচটিএমএল- এ পেস্ট করলেই কাজ করবে। টাইপ টুল অ্যাক্টিভ করতে বাম পাশের টুল বক্সের T আইকনে মাউস লেফট ক্লিক করে ধরে থাকুন। সব ধরণের টাইপ টুল গুলো শো করবে। ওকে! এবার ইমেজ স্লাইসের পালা...

Our Mission সেকশনে ইমেজটি সিলেক্ট করতে কীবোর্ড থেকে v কী প্রেস করুণ। v হল মুভ টুলের শর্টকাট। ফটোশপ টুল বক্সের প্রথম টুলটিই হল মুভ টুল।

এবারে, Our Mission সেকশনে ইমেজটির ওপর ক্লিক করুণ। তাহলেই ইমাজটি সিলেক্ট হবে। সিলেক্ট হলে ইমেজটির চারদিকে ছোট ছোট ৬টি স্কয়ার সিলেকশন বক্স দেখতে পারবেন। যদি দেখতে না পান তবে, মুভ টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় টুল বক্সের অপশন প্যানেল থেকে Auto Select এবং Show Transform Controls দুটিকে আনচেক থাকলে চেক করুণ এবং এ মাঝের ড্রপডাউন থেকে Layer সিলেক্ট করুণ।

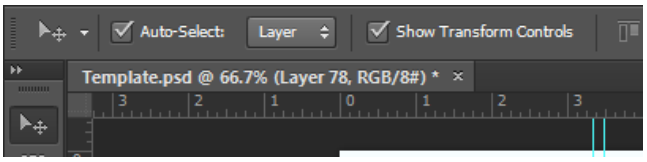

এবারে দেখে নিন ডান পাশে লেয়ার প্যালেট ওপেন আছে কিনা। যদি না থাকে তবে, Window মেন্যু থেকে Layers এ ক্লিক করুণ অথবা কীবোর্ড থেকে F7 প্রেস করুণ।

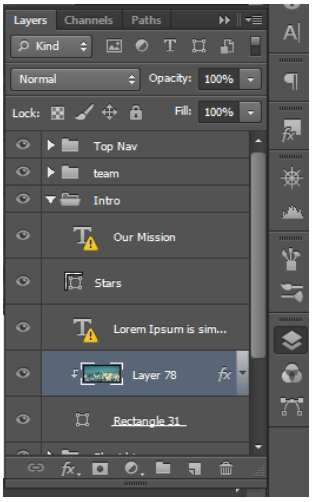

দেখা যাচ্ছে Our Mission সেকশনে ইমেজটির লেয়ারটি (Layer 78) সিলেক্ট অবস্থায় আছে। এবারে, ইমেজটির লেয়ারটি (Layer 78) সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কীবোর্ড থেকে alt কী চেপে ধরে ইমেজ লেয়ারটির বাম পাশে চোখের আইকনে ক্লিক করুণ। alt কী চেপে ধরে চোখের আইকনে ক্লিক করা মাত্রই শুধু ঐ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি বাদে পিএসডিটির সব কনটেন্ট হাইড বা অদৃশ্য হয়ে যাবে। ;)

এবারে গাইড / গ্রিড গুলো মুছে দিতে View মেন্যু থেকে Clear Guides এ ক্লিক করুণ। তাহলে নিচের মত দেখতে পাবেন পিএসডিটি-

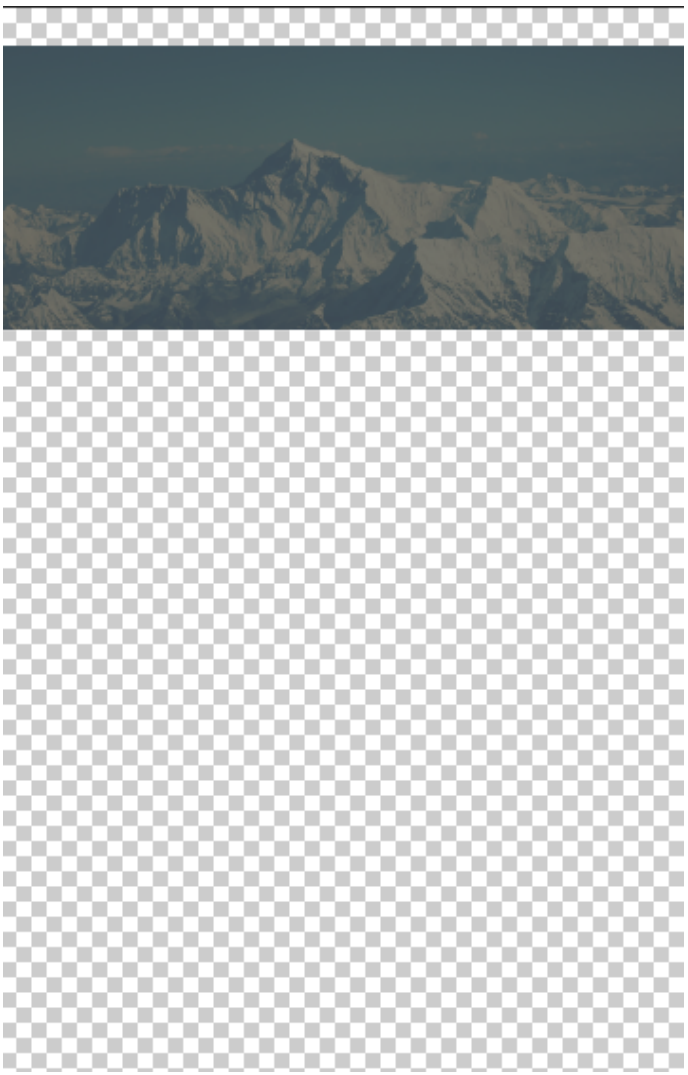

অনেক মজার তাই না? আরও মজা আছে। ☺ কিপ ওয়াচিং!

এবার আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু ঐ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটিকে রেখে বাকী সব ব্লাঙ্ক স্পেস / ফাঁকা জায়গা গুলো কেটে ফেলবো। তা না হলে, আমাদের এইচটিএমএল টেম্পলেটে সমস্যা হবে। ব্লাঙ্ক স্পেস মুছে ফেলতে পিএসডিটি ওপেন থাকা অবস্থায় Image মেন্যু থেকে Trim- এ ক্লিক করুণ। Trim- এর অপশন বক্স চলে আসবে। বক্স আসলে নিচের মত করে অপশনগুলো চেক করে Ok - তে ক্লিক করুণ।

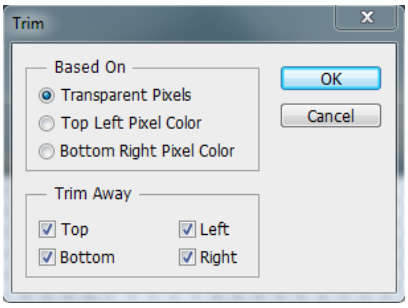

Trim করার ফলে ইমেজটির চারদিক থেকে ব্লাঙ্ক স্পেস গুলো মুছে যাবে এবং নিচের মত শুধু ইমেজটি দেখাবে –

স্লাইসকৃত ইমেজটিকে সেভ করতে হবে। ctrl, alt, shift একসাথে প্রেস করে s চাপুন। এটার অর্থ হল Save for web. বক্সটি আসলে বক্সের ওপরের ডানদিক থেকে Preset এর ড্রপডাউন থেকে PNG-24 এবং Transparency অপশনটি চেক করে সিলেক্ট করুণ –

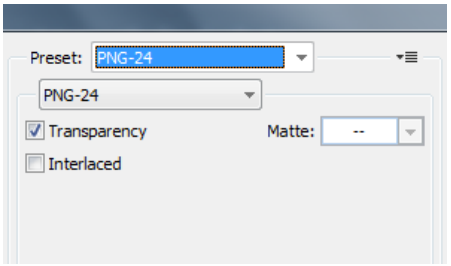

PNG-24 সিলেক্ট করার ফলে আমাদের স্লাইস করা ইমেজটি ট্রান্সপারেন্ট .png ফরম্যাটে সেভ হবে, যা ওয়েবপেজের এর জন্য আদর্শ ইমেজ ফরম্যাট। এবার বক্সের নিচে থেকে Save করুণ।

এবারে, পিএসডি- টির অন্য সেকশনের ইমেজগুলোকে স্লাইস করতে হবে, তাই আমাদের পিএসডি- টির পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এজন্য আমাদের History প্যালেটের সহায়তা নিতে হবে। History শো করানো না থাকলে Window মেন্যু থেকে History এ ক্লিক করুণ। তাহলে নিচের মত ডান দিকের প্যালেট সেকশনে History প্যালেটের অপশন শো করবে –

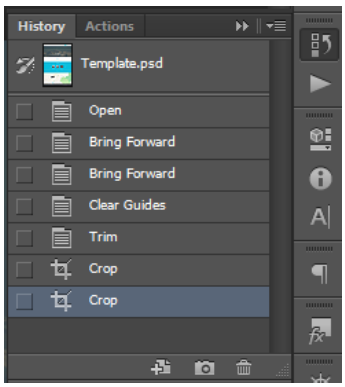

History লিস্ট থেকে Open- এ ক্লিক করুণ। তাহলে পিএসডিটি অবস্থা আগে মত চলে আসবে।

এবারে অন্যান্য সব ইমেজগুলো মুভ টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ক্লিক করুণ, সিলেকশন তৈরি হলে লেয়ার প্যালেটে যান। উক্ত ইমেজ লেয়ারের চোখের আইকনে alt কী প্রেস করে ক্লিক করুণ। এরপর ইমেজটি Trim করুণ আগের নিয়মে। সেভ করুণ ওপর বলার পদ্ধতি এবং ফরম্যাটে। মনে রাখবেন, একটি ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত সব ইমেজের ফরম্যাট একই হওয়া উচিৎ। হোক সেটা - .png অথবা .jpg! তাহলে আর দেড়ি কেনও?? ঝটপট সব ইমেজ স্লাইসিং মাধ্যমে কাটাকুটি করে ফেলুন। ☺

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ১৩
এইচটিএমএল মার্কআপ তৈরি!

একে একে আমরা অনেক এডভান্স ব্যাপারগুলো ইতোমধ্যে শিখে ফেলেছি। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত এইচটিএমএল, সিএসএস এবং ফটোশপে আমরা যা যা শিখেছি তা দিয়ে প্রাক্টিক্যাল কোন টেম্পলেট তৈরি করি নাই। তাই এই পর্বে আমরা দেখবো ফটোশপে তৈরি একটি টেম্পলেটের এইচটিএমএল মার্কআপ বা স্কেলেটন বা স্ট্রাকচার তৈরি করা যায়। জেনে রাখা ভালো, গত পর্বে আমরা যে পিএসডি-টিকে স্লাইস করেছি সেটির স্ট্রাকচারকে ফলো করে এবং স্লাইসড ইমেজগুলোকে প্রয়োজনীয় সেকশনে ব্যবহার করে মার্কআপ বা স্কেলেটন বা স্ট্রাকচার এর জন্য কোড লিখবো।

সর্বপ্রথম, আমাদের প্রোজেক্ট ডিরেক্টরি তৈরি করে নিতে হবে যেখানে আমাদের প্রয়োজনীয় ইমেজ, সিএসএস এবং এইচটিএমএল ফাইল গুলো থাকলে। যাতে করে আমরা সহজেই সেগুলো ম্যানেজ করে কাজ করতে পারি। তাহলে আমার মত করে তৈরি করে ফেলুন প্রোজেক্ট ডাইরেক্টরি –

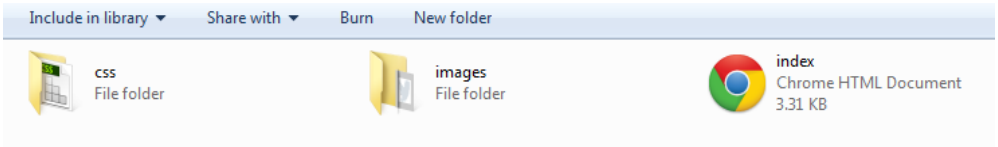

স্লাইস করা ইমেজগুলো images ডিরেক্টরিতে, CSS ফাইলকে css ডিরেক্টরিতে এবং index এইচটিএমএল ফাইলটিকে প্রোজেক্টের মেইন ডিরেক্টরিতেই রাখুন।

এইচটিএমএল মার্কআপ করার সময় পিএসডি- টি ওপেন রাখুন। কয়েকটি ব্যাপার খেয়াল করুণ –

১) পুরো টেম্পলেটটির Header এবং About সেকশন ছাড়া অন্য সেকশন গুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আলাদা,

২) প্রতিটি সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পুরো উইন্ডো জুড়ে বিস্তৃত,

৩) প্রতিটি সেকশনের কনটেন্টগুলো উইন্ডো এর মাঝে অবস্থান করছে,

৪) Header, Team এবং Footer সেকশনে একাধিক ইনার সেকশন আছে যেগুলো একটি আরেকটির ডানে অবস্থান করছে। ডানে বা বামে বসানোর জন্য আমরা সিএসএস এর ‘float’ টেকনিক ইউজ করবো। যার বিস্তারিত আমি ইতোমধ্যেই সিএসএস লেসনে আলোচনা করেছি। এখনও কনফিউশন থাকলে পুনরায় দেখে আসুন। এবং

৫) ফুটারের আগের সেকশনে দেখা যাচ্ছে একটি গুগল ম্যাপ। এটি আমি আপাতত স্ট্যাটিক ইমেজ হিসেবেই রাখবো। পুরো টেম্পলেটের স্ট্রাকচার + সিএসএস কমপ্লিট হবার পর গুগল ম্যাপ আইফ্রেম ইউজ করে একটি লাইভ ম্যাপ অ্যাড করবো।

তো চলুন শুরু করা যাক –

– এইচটিএমএল মার্কআপ তৈরি!

প্রথম পর্বের শুরুতেই আমরা দেখেছি একটি স্ট্যান্ডার্ড ওয়েবসাইটের এইচটিএমএল লেআউটের বেইজ কোড নিচের মত –

```
<html>
      <head>
            <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”#” />
            <title> HTML Book by RangpurSource</title>
      </head>
      <body>
            <p>Hello! World, This Is My First HTML line!</p>
      </body>
</html>
```

এখন, এখানে কিছু এক্সট্রা কোড অ্যাড করতে হবে, কারণ আমরা একটি পরিপূর্ণ ওয়েবসাইট টেম্পলেট তৈরি করবো। যেমন –

প্রথমত, শুরুতেই লিখতে হবে <!doctype HTML>, দ্বিতীয়ত, ডক টাইপের পরের লাইনে <html> স্টার্ট ট্যাগে lang=”en” এ্যাট্রিবিউট যুক্ত করতে হবে। এটা এইচটিএমএল৫ ভার্সনের স্ট্যান্ডার্ড। তৃতীয়ত, <head> ট্যাগের ভেতরে নিচের লাইন গুলো যুক্ত করুণ –

```
<meta name="keywords" content="keywords goes here later....">
<meta name="description" content="description goes here later....">
<meta charset="utf-8">
```

এই তিনটি লাইনের মধ্যে প্রথম দুটি লাইন (keywords, descirption) সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা এসইও এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই এইগুলো নিয়ে এই লেসনে আলোচনা না করে বইয়ের সর্বশেষ লেসন “ওয়েব এ্যাক্সেসিবিলিটি টেকনিক” লেসনে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

<meta charset="utf-8"> ব্যবহার করা হচ্ছে ক্যারেকটার এনকোডিং- এর জন্য। আসলে এই ব্যাপারটিও অনেক এডভান্স, কিন্তু যেহেতু আমরা এইচটিএমএল৫ স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে টেম্পলেটটি তৈরি করবো, তাই <meta charset="utf-8"> টি আমাদের যুক্ত করতেই হবে। এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে গুগল করুন “utf-8 character set standard” লিখে।

<title> </title> এর ভেতরের নেস্টেড টেক্সটগুলো পরিবর্তন করে নিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মত। এসব কোড যুক্ত করার পর বেইজ লেআউটটির কোড হবে নিচের মত –

```
1   <!doctype HTML>
2   <html lang="en">
3       <head>
4           <meta name="keywords" content="keywords goes here later....">
5           <meta name="description" content="description goes here later....">
6           <meta charset="utf-8">
7           <link rel="stylesheet" href="#">
8           <title>Web Design Book by RangpurSource</title>
9       </head>
10      <body>
11          <p>Hello! World, This Is My First HTML line!</p>
12      </body>
13  </html>
```

নোটঃ হুবুহু ওপরের মত কোডে স্টাইল পেতে অবশ্যই ডকুমেন্টটি .html ফরম্যাটে সেভ করুন।
এবারে, body সেকশনের ভেতর থেকে Hello! World, This Is My First HTML line! লাইনটি ডিলিট করে দিন। এবার আমাদের পিএসডি- কে ফলো করে প্রয়োজনীয় সেকশনগুলো তৈরি করবার পালা –

প্রথমেই header সেকশন তৈরি করিঃ

```
<div class="header clearfix"> <!--Header Starts-->
     <div class="wrapper">
          <div class="logo">
               <a href="#">Logo</a>
          </div>
          <div class="nav">
               <ul>
                    <li><a href="#mission">Mission</a></li>
                    <li><a href="#about">About</a></li>
                    <li><a href="#team">Team</a></li>
                    <li><a class="sign-in" href="#">Sign In</a></li>
               </ul>
          </div>
     </div>
</div><!--Header End-->
```

উপরের কোড গুলো হুবহু বডি সেকশনে লিখে ফেলুন।

 সেকশনের ভেতরে যে কোডগুলো লিখা হয়েছে এটির বর্ণনা নিম্নরুপ –

 দিয়ে প্রথমত হেডার সেকশনকে ডিফাইন করা হয়েছে। এরপর <!--Header Starts--> হচ্ছে এইচটিএমএল কমেন্ট। <!--Header Starts--> দিয়ে বুঝানো হয়েছে হেড সেকশনটি শুরু এবং <!--Header End--> দিয়ে বুঝানো হয়েছে হেড সেকশনটি শেষ কোথায়।

 - সেকশন দিয়েই আমরা টেম্পলেটটির সব সেকশনের কনটেন্টকে উইন্ডো – এর মাঝামাঝি নিয়ে আসতে পারবো। এটা নিয়ে সিএসএস কোডিংয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

এরপর সেকশন , এই সেকশনে আমরা আমাদের টেম্পলেটের লোগো যুক্ত করবো। যেহেতু, আমাদের এই সেকশনের জন্য ইমেজ টাইপ কোন লোগো দেয়া নাই, তাই আমরা এ্যাংকর ট্যাগের ভেতরে টেক্সট যুক্ত করে লোগো হিসেবে চালিয়ে দিবো এবং লোগো সেকশনটিকে সিএসএস দিয়ে ফ্লোট করে হেড সেকশনের বামে দেখাবো।

এবার আসি সেকশনে নিয়ে। এই সেকশনে আমাদের ওয়েবসাইটের মেন্যু থাকবে। যেমনঃ পিএসডি- তে LABEL LABEL LABEL SING IN আছে। কিন্তু, আমরা LABEL লিখাগুলোর জায়গায় আমাদের পছন্দের টেক্সট যুক্ত করেছি। মেন্যুর জন্য আমরা আনঅর্ডার লিস্ট এবং মেন্যু আইটেমগুলোর জন্য লিস্ট ট্যাগ ইউজ করেছি। এগুলো নিয়ে এইচটিএমএল লেসনে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। লিস্ট নিয়ে কনফিউশন থাকে আবারও দেখে আসতে পারেন।

এবারে Our Mission সেকশন তৈরি করিঃ

```
<div class="mission clearfix" id="mission"> <!--Mission Starts-->
     <div class="wrapper">
          <h2 class="section-title">Our Mission</h2>
          <p class="section-des">Lorem Ipsum is simply dummy text
 of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
 industry's standard dummy text ever since the 1500.</p>
     </div>
</div><!--Mission End-->
```

উপরের কোড গুলো হুবহু বডি সেকশনে লিখে ফেলুন।

 সেকশনের ভেতরে যে কোডগুলো লিখা হয়েছে এটির বর্ণনা নিম্নরুপ –

খেয়াল করুণ, হেডার সেকশনের মত mission সেকশনে দুটি ক্লাস সিলেক্টর class="mission clearfix" থাকার পরও অতিরিক্ত একটি আইডি সিলেক্টর id="mission" রাখা হয়েছে। ব্যাপারটি বুঝতে না পারলে অন্য সেকশনেগুলোতেও সেম প্রবলে ফেস করবেন। ক্লাস সিলেক্টরগুলো আগের হেডার সেশনের মতই কাজ করবে কিন্তু আইডি সিলেক্টরটি ব্যবহার করা হয়েছে কিছুটা স্পেশাল কাজের জন্য। ভাবছেন সেটা আবার কি? তাহলে দেখুন –

http://bit.ly/htmlpage লিঙ্কে ভিসিট করে MISSION, ABOUT, TEAM মেন্যুগুলোতে ক্লিক করুণ। ক্লিক করা মাত্র দেখতে পাবেন, মেন্যু আইটেমের সাথে মিল রেখে প্রতিটি সেকশন সামনে চলে আসছে। আপনাকে আলাদা কোন পেজে যেতে হচ্ছে না। এটি হল ওয়ান পেজ টেম্পলেটের একটি ভালো ফিচার। আর এই কাজটি করতেই নির্দিষ্ট মেন্যু আইটেম এবং সেকশনের জন্য আইডি সিলেক্টর ব্যবহার করা হয়েছে।

ভালোমত খেয়াল করুণ হেডার সেকশনের মেন্যু আইটেমগুলো। দেখুন সেখানে <a href="#"> এর # সাইনের সাথে নির্দিষ্ট সেকশনের আইডি'র নাম দেয়া আছে। এবং সেই আইডিগুলোই সেকশনওয়াইজ ক্লাস সিলেক্টরের পাশে বসানো হয়েছে। ব্যাপারটি যদিও নতুনদের জন্য একটি কঠিন বুঝে ওঠা। তদুপরি, কন্সেন্ট্রেট করুণ ভালো করে। আশা করি ২/৩ বার ট্রাই করলেই বুঝতে পারবেন।

বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে আমার ফেসবুক গ্রুপে, পেজে অথবা ব্লগের জিজ্ঞাসা পাতা'য় জানাতে পারেন। ☺

এরপর সেকশনের কাজ আগের মতই কনটেন্টকে উইন্ডো এর মাঝে নিয়ে আসা।

সবশেষে, <h2 class="section-title">Our Mission</h2> এবং Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500. হচ্ছে mission সেকশনের কনটেন্ট।

প্যারাগ্রাফ এবং হেডিং টু ট্যাগের জন্য আলাদা ক্লাস *section-title* এবং *section-des* ইউজ করা হয়েছে। এই ক্লাসগুলো রিইউজ্যাবল। অন্য সেকশনগুলোতেও এইগুলো ইউজ হবে, কিন্তু সিএসএস দিয়ে মাত্র একজায়গায় স্টাইলাইজ করার ফলে সব জায়গায় একই স্টাইল ইফেক্ট কাজ করবে।

Mission সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি আমরা সিএসএস দিয়ে যুক্ত করবো।

একইভাবে About সেকশনটি তৈরি করে ফেলি।

```
      <div class="about clearfix" id="about"> <!--About Starts-->
            <div class="wrapper">
                  <h2 class="section-title">About</h2>
                  <p class="section-des">Lorem Ipsum is simply dummy
text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500.</p>
            </div>
      </div><!--About End-->
```

এবার Team সেকশন তৈরি পালা –

```
<div class="team clearfix" id="team"> <!--About Starts-->
      <div class="wrapper">
            <h2 class="section-title">Team</h2>
            <ul class="clearfix">
                  <li>
                      <img src="images/team-1.png" alt="Team Image">
                      <p>John Doe</p>
                      <p>Founder & CEO</p>
                  </li>
                  <li>
                      <img src="images/team-2.png" alt="Team Image">
                      <p>John Doe</p>
                      <p>Founder & CEO</p>
                  </li>
                  <li>
                      <img src="images/team-3.png" alt="Team Image">
                      <p>John Doe</p>
                      <p>Founder & CEO</p>
                  </li>
            </ul>
            <a href="#" class="work-with-us">work with us</a>
      </div>
</div><!--About End-->
```

উপরের কোড গুলো হুবহু বডি সেকশনে লিখে ফেলুন।

  সেকশনের ভেতরে যে কোডগুলো লিখা হয়েছে এটির বর্ণনা নিম্নরুপ –

মোটামুটি আগের সব সেকশনের মতই এই সেকশনের কোডগুলো। কিন্তু, এখানে একটু ভ্যারিয়েশান আছে। যেমনঃ টিম মেম্বারদের ছবি এবং তাদের ইনফো শো করাতে আমি লিস্ট ট্যাগ ইউজ করেছি। আপনি চাইলে নতুন দিয়েও এই কাজটি করতে পারেন। কিন্তু, লিস্ট আইটেম দিয়ে এই কাজটি করা দিয়ে করার চেয়ে ৫০% সহজ এবং বোধগম্য।

প্রতিটি লিস্ট আইটেমের ভেতরে টিম মেম্বারদের ছবি যুক্ত করতে এইচটিএমএল <img src="" alt=""> ট্যাগ এবং টিম মেম্বারদের ইনফো শো করাতে <p> ট্যাগ ইউজ করা হয়েছে। টিম মেম্বারদের ছবিগুলো যেহেতু images ডিরেক্টরির ভেতরে তাই, src="" এর ভ্যালু images/ দিয়ে বুঝানো হয়েছে ইমেজ ডিরেক্টরি এবং তারপর টিম মেম্বারদের ইমেজের নাম (team-1.png, team-2.png, team-3.png) দিয়ে ছবিগুলো এইচটিএমএল পেজে শো করানো হয়েছে।

টিম মেম্বারদের ইনফো লিস্ট দেয়ার পর একটি <a href="#" class="work-with-us">work with us</a> লিঙ্ক যুক্ত করা হয়েছে।

একইভাবে Map সেকশনটি তৈরি করে ফেলি।

```
      <div class="map clearfix"> <!--Map Starts-->
            <img src="images/map.png" alt="Map">
      </div><!--Map End-->
```

আমি আপাতত ম্যাপটিকে ইমেজ ফরম্যাটে যুক্ত করলাম। সম্পূর্ণ লেআউট- টি সিএসএস দিয়ে কমপ্লিট করার পর গুগল ম্যাপ আইফ্রেম দিয়ে লাইভ ম্যাপ যুক্ত করবো।

সবশেষে Footer সেকশন তৈরির পালা –

```
<div class="footer clearfix"> <!--Footer Starts-->
      <div class="wrapper">
            <div class="footer-top clearfix">
                  <div class="footer-top-left clearfix">
                        <ul>
                              <li><a href="#">About</a></li>
                              <li><a href="#">FAQ</a></li>
                              <li><a href="#">work with us</a></li>
                        </ul>
                  </div>
                  <div class="footer-top-right clearfix">
                      <ul>
                        <li><a class="email" href="#">Email</a></li>
                        <li><a class="fb" href="#">Facebook</a></li>
                        <li><a class="twt" href="#">Twitter</a></li>
                      </ul>
                  </div>
            </div>
            <div class="footer-bottom clearfix">
                  <ul>
                        <li><a href="#">Privacy Policy</a></li>
                        <li><a href="#">Terms and Conditions</a></li>
                        <li><a href="#">&copy; Company.LLC
2014</a></li>
```

```
                </div>
            </div>
        </div><!--Footer End-->
```

উপরের কোড গুলো হুবহু বডি সেকশনে লিখে ফেলুন।

 সেকশনের ভেতরে যে কোডগুলো লিখা হয়েছে এটির বর্ণনা নিম্নরুপ –

প্রথমত, পিএসডি অথবা ওপরের কোডটি খেয়াল করলে দেখবেন, ফুটারে কয়েকটি সেকশন আছে, যেমনঃ ফুটার টপ এবং ফুটার বটোম , আবার ফুটার টপের দুটি অংশ, ফুটার টপ লেফট এবং ফুটার টপ রাইট

লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিটি সেকশনে শুধুমাত্র লিস্ট আইটেম রাখা হয়েছে। কোনটি ফুটার মেন্যু হিসেবে কাজ করবে, কোনটি সোশ্যাল আইকন এর জন্য কাজ করবে। এখানে, ফুটার টপ রাইট সেকশনটি সোশ্যাল আইকনের জন্য কাজ করবে। তাই, লিস্ট আইটেমের প্রতিটি এ্যাংকর ট্যাগে একটি অতিরিক্ত ক্লাস সিলেক্টর যুক্ত করা হয়েছে - class="email", class="fb" এবং class="twt"। এগুলো ব্যবহার করে সিএসএস- এর সাথে কম্বিনেশান করে স্লাইস করা সোশ্যাল আইকন/ইমেজগুলোকে লিঙ্কিং করবো।

নোটঃ আপনি হয়তো একটি ব্যাপার খেয়াল করেছেন, আমি প্রতিটি সেকশনে (যেখানেই ক্লাস ইউজ করেছি) একটি অতিরিক্ত ক্লাস সিলেক্টর "clearfix" যুক্ত করেছি। এটি করার কারণ বিস্তারিত পরের লেসনে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

আমাদের এইচটিএমএল মার্কআপ বা স্কেলেটন বা স্ট্রাকচার তৈরি সম্পন্ন হল! ☺

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ১৪
সিএসএস স্টাইলিং!

ইতোমধ্যে আমরা পিএসডি স্লাইসিং এবং এইচটিএমএল মার্কআপ তৈরি করে ফেলেছি গত দুটি পর্বে। এই পর্বে সিএসএস ব্যবহার করে, ফটোশপ মেজারমেন্ট টুলস দিয়ে প্রতিটি সেকশনকে পিএসডি এর মত করে একটি পুর্নাঙ্গ ওয়েবসাইটের রূপ দিবো।

তো চলুন শুরু করা যাক –

সিএসএস কোডিং শুরু করার পূর্বে আমাদের একটি নতুন css ফাইল তৈরি করতে হবে এবং সেটিকে index.html ফিলের সাথে লিঙ্ক করতে হবে। এটা করতে হলে, নোটপ্যাড ওপেন থাকা অবস্থায় ctrl+n প্রেস করে একটি নতুন টেক্সট ফাইল নিই। এবার সেটিকে সেভ করতে ctrl + alt + s প্রেস করি। Save as বক্স আসবে। সেখানে থেকে css ডিরেক্টরিতে প্রবেশ করি এবং ফাইলের নাম দেই style.css। তারপর Save বাটনে ক্লিক করি –

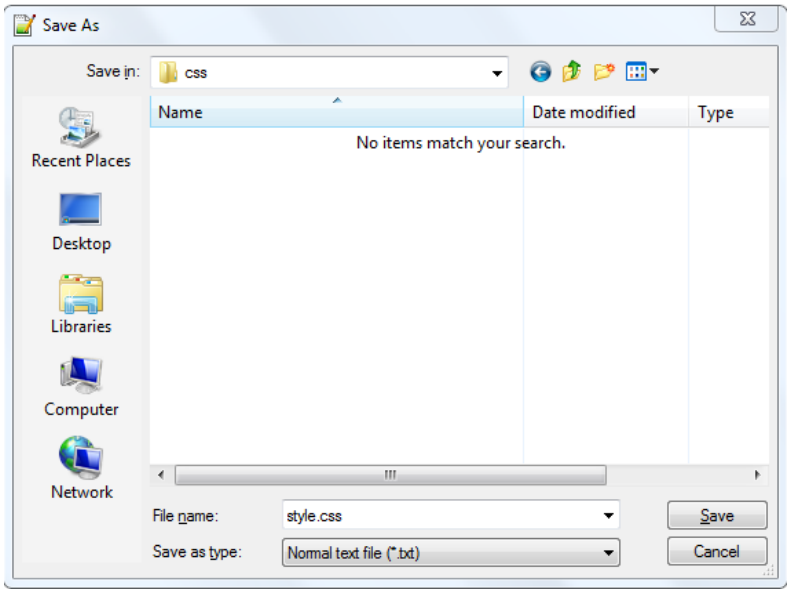

তারপর index.html ফাইলে গিয়ে লাইন নাম্বার ৭ – এর href="#" পাবো। সেখানের # সাইনকে রিপ্লেস করে css/style.css লিখুন, এমনভাবে - href="css/style.css"। তাহলে হেডারের পুরো কোডটি হবে নিচের মত –

```
1   <!doctype HTML>
2   <html lang="en">
3       <head>
4           <meta name="keywords" content="keywords goes here later....">
5           <meta name="description" content="description goes here later....">
6           <meta charset="utf-8">
7           <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8           <title>Web Design Book by RangpurSource</title>
9       </head>
10      <body>
11          <div class="header clearfix"> <!--Header Starts-->
12              <div class="wrapper">
```

এখানে css হচ্ছে ডিরেক্টরি আর style.css যে ফাইলে আমরা সিএসএস কোড লিখবো।

এরপর – index.html - এ ব্যবহারকৃত সকল ক্লাস সিলেক্টরগুলোকে style.css ফাইলে কপি করতে হবে। এটা করার ফলেই আপনি index.html পেজের সকল কনটেন্টকে নিজের মত স্টাইল করতে পারবেন। যা আমি নিচে দেখিয়েছি।

তো চলুন সিএসএস ক্লাসগুলো index.html থেকে কপি করে style.css ফাইলে পেস্ট করি –

```
.clearfix{}
.wrapper{}
.header{}
.logo{}
.logo a{}
.nav{}
.nav ul {}
.nav ul li{}
.nav ul li a{}
.nav ul li a:hover{}
.nav ul li .sign-in{}
.mission{}
.section-title{}
.section-des{}
.team{}
.team ul{}
.team ul ul li{}
.team ul ul li img{}
.team ul ul li p{}
.team .work-with-us{}
.map{}
.map img{}
.footer{}
.footer-top{}
.footer-top-left{}
.footer-top-left ul{}
```

আমরা আমাদের সব ক্লাসগুলোকে style.css ফাইলে কপি করে নিলাম। পরে আরও ক্লাস তৈরি প্রয়োজন হলে সেগুলো সেই সময়ে ইনস্ট্যান্ট তৈরি করে নিবো।

মূল ক্লাস সিলেক্টরগুলোর কপি করা শেষ। এবারে আমাদের এইচটিএমএল ইলিমেন্টগুলোর ডিফল্ট স্টাইলগুলোকে রিসেট করার জন্য আমাদের রিসেট সিএসএস কোড যুক্ত করতে হবে। আপনি চাইলে নিজেও রিসেট কোড লিখতে পারেন। অথবা http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/ থেকে কোডগুলো কপি পেস্ট করে নিতে পারেন। আমি রিকোমেন্ড করবো মেয়ারওয়েব থেকে কোড নিতে। মেয়ারওয়েব সাইট থেকে রিসেট কোড গুলো কপি করুণ।

তারপর আমাদের style.css ফাইলে এসে মাত্র লিখা সব ক্লাস সিলেক্টরগুলোর আগে পেস্ট করুণ, ctrl + s প্রেস করে ফাইলটি সেভ করুণ।

এবার index.html পেজটি ফায়ারফক্স ব্রাউজারের ডাবল ক্লিক করে ওপেন করলে নিচের মত দেখতে পাবেন –

Logo
Mission
About
Team
Sign In
Our Mission
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500.
Team

John Doe
Founder & CEO

John Doe
Founder & CEO

John Doe
Founder & CEO
work with us

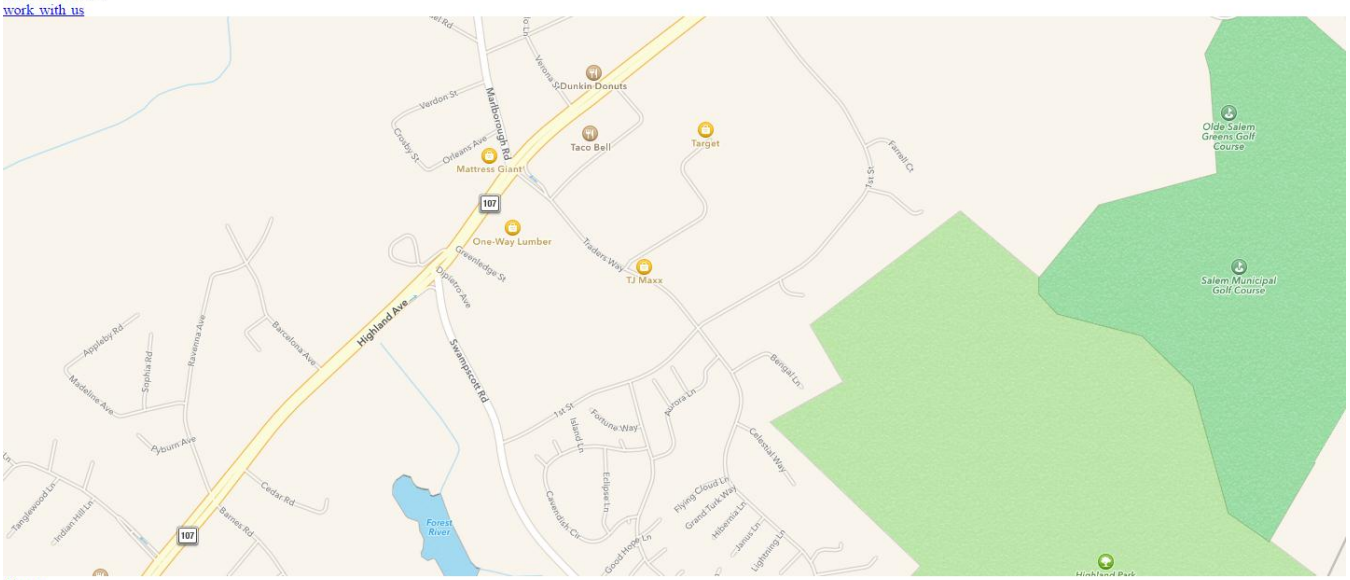

About
FAQ
work with us
Email
Facebook
Twitter
Privacy Policy
Terms and Conditions
© Company,LLC 2014

এবারে, আমরা style.css ফাইলে যে .clearfix{ } ব্লকটি আছে সেটির কাজ করি।

এই কার্লিব্রেসেস { } এর মাঝে ডিক্লেয়ারেশন overflow: hidden; লিখি। তাহলে কোড ব্লকটি হবে –

```
.clearfix{
    overflow: hidden;
}
```

এবং clearfix ক্লাসটি index ফাইলের সকল class="" সেকশনে কপি করি। তবে, মনে রাখতে হবে, পেজের যে সেকশনে ড্রপডাউন মেন্যু থাকবে সেখানে clearfix ক্লাস ব্যবহার করলে সেই ড্রপডাউন মেন্যু কাজ করবে না। এবারে আমাদের index ফাইলের body এর কোডগুলো নিচের মত হবে –

```
<body>
      <div class="header clearfix"> <!--Header Starts-->
            <div class="wrapper clearfix">
                  <div class="logo clearfix">
                        <a href="#">Logo</a>
                  </div>
                  <div class="nav clearfix ">
                        <ul>
                              <li><a href="#mission">Mission</a></li>
                              <li><a href="#about">About</a></li>
                              <li><a href="#team">Team</a></li>
                              <li><a class="sign-in" href="#">Sign In</a></li>
                        </ul>
                  </div>
            </div>
      </div><!--Header End-->

      <div class="mission clearfix" id="mission"> <!--Mission Starts-->
            <div class="wrapper clearfix ">
                  <h2 class="section-title clearfix">Our Mission</h2>
                        <p class="section-des clearfix">Lorem Ipsum is
simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
has been the industry's standard dummy text ever since the 1500.</p>
            </div>
      </div><!--Mission End-->

      <div class="about clearfix" id="about"> <!--About Starts-->
            <div class="wrapper">
                  <h2 class="section-title">About</h2>
                        <p class="section-des">Lorem Ipsum is simply dummy
text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500.</p>
            </div>
      </div><!--About End-->

     <div class="team clearfix" id="team"> <!--Team Starts-->
            <div class="wrapper clearfix">
                  <h2 class="section-title clearfix">Team</h2>
                  <ul class="clearfix">
                        <li>
                              <img src="images/team-1.png" alt="Team Image">
                              <p>John Doe</p>
                              <p>Founder & CEO</p>
                        </li>
                        <li>
                              <img src="images/team-2.png" alt="Team Image">
                              <p>John Doe</p>
                              <p>Founder & CEO</p>
                        </li>
```

```
                    <li>
                          <img src="images/team-2.png" alt="Team Image">
                          <p>John Doe</p>
                          <p>Founder & CEO</p>
                    </li>
                </ul>
                <a href="#" class="work-with-us clearfix">work with us</a>
                </div>
</div><!-- Team End-->

<div class="map clearfix"> <!--Map Starts-->
                <img src="images/map.png" alt="Map">
           </div><!--Map End-->

           <div class="footer clearfix"> <!--Footer Starts-->
                <div class="wrapper clearfix">
                    <div class="footer-top clearfix">
                          <div class="footer-top-left clearfix">
                                <ul>
                                      <li><a href="#">About</a></li>
                                      <li><a href="#">FAQ</a></li>
                                      <li><a href="#">work with us</a></li>
                                </ul>
                          </div>
                          <div class="footer-top-right clearfix">
                                <ul>
                                      <li><a class="email"
href="#">Email</a></li>
                                      <li><a class="fb"
href="#">Facebook</a></li>
                                      <li><a class="twt"
href="#">Twitter</a></li>
                                </ul>
                          </div>
                    </div>
                    <div class="footer-bottom clearfix">
                          <ul>
                                <li><a href="#">Privacy Policy</a></li>
                                <li><a href="#">Terms and
Conditions</a></li>
                                <li><a href="#">&copy; Company.LLC
2014</a></li>
                          </ul>
                    </div>
                </div>
           </div><!--Footer End-->
      </body>
```

clearfix করার অর্থ হচ্ছে, কোন একটি ইলিমেন্ট বা ডিভিশন অন্য আরেকটি একটি ডিভিশনের উপর ওভারল্যাপ না করে।

এবারে header সেকশনের কাজ –

প্রথমেই পিএসডি- টি থেকে আমাদের হেডারের হাইট মেপে নিই। হাইট বা ওয়াইড ম্যাপতে ফটোশপের Ruler টুল ব্যবহার করতে হবে। ফটোশপের Eyedropper টুলস গ্রুপে Ruler টুল আছে। টুল- টি সিলেক্ট করুণ।

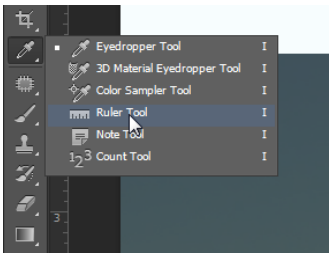

এবারে হেডারের হাইট মেপে নিন।

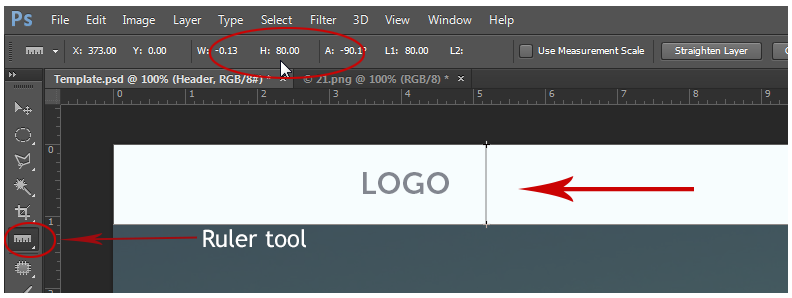

এখানে কয়েকটি ব্যাপার লক্ষণীয়, যেমনঃ ১) ruler টুল সিলেক্ট করে হেডারের হাইট মাপতে মাউসএর লেফট বাটন চেপে ধরে উপর থেকে নিচের দিকে রুলার টুল ড্রাগ করতে হবে। ২) হেডারের সঠিক হাইট মেপে বের করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে পিএসডি- টিকে জুম- ইন করে নিন। এতে আপনি যেকোনো সেলশনের মাপ পিক্সেল পারফেক্টভাবে নিতে পাবেন। মনে রাখতে হবে, *একজন ভালো ডিজাইনারের সবচেয়ে বড় গুন পিক্সেল পারফেকশন*। ৩) সঠিকভাবে রুলার টুল দিয়ে সিলেকশন তৈরির পর ruler টুলের অপশনবারে হাইট দেখতে পাবেন। যেমন H: 80.00 দেখাচ্ছে, এটার অর্থ হল, আমার হেডারের হাইট 80px। কোডটি সিএসএস পেজে ইমপ্লিমেন্টেশনের পর ব্রাউজারে হেডারের হাইট যদি খুব বেশি/কম দেখায় ফাইলে, তাহলে আমরা সেই হাইট কমিয়ে/বাড়িয়ে নিবো।

এবারে, আমরা style.css ফাইলে যে .header{ } ব্লকটি আছে সেটির কাজ করি।

এই কার্লিব্রেসেস { } এর মাঝে ডিক্লেয়ারেশন height: 80px; লিখি। যেহেতু, হেডারের ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা তাই দ্বিতীয় ডিক্লেয়ারেশন লিখি background: #fff; #fff হল সাদা কালারের হেক্সাডেসিমেল কোড। তাহলে আমাদের header কোড ব্লকটি হবে –

```
.header{
      Height: 80px;
      background: #fff;
}
```

এবারে, হেডারটিকে ব্রাউজারের সেন্টারে/মাঝে নিয়ে আসতে হবে পিএসডি- এর মত। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করুণ। পিএসডি- টির ম্যাপ সেকশন বাদে অন্যান্য সব সেকশনের কনটেন্ট ব্রাউজারের একদম মাঝামাঝি আছে। এটি করতে হবে আমাদের .wrapper ক্লাস- টিকে নিয়ে কাজ করতে হবে। এইচটিএমএলে বলেছিলাম এই .wrapper ক্লাসটি ওয়েবসাইটের কনটেন্টকে সেন্টারের নিয়ে আসতে ব্যবহার করা হবে। সেন্টারে নিতে আমাদের দুটি ডিক্লেয়ারেশন লিখতে হবে। প্রথমত, কনটেন্ট

সেকশনের ওয়াইড এবং সেন্টারে আনতে কনটেন্ট সেকশনের margin: auto; করতে/লিখতে হবে। ruler টুল দিয়ে ওয়াইড মেপে নিই।

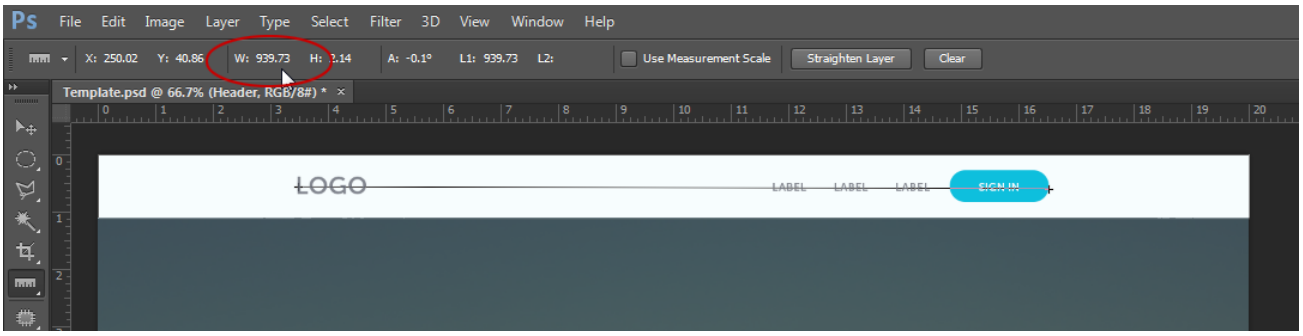

যদিও আমাদের কনটেন্ট সেকশনের ওয়াইড ruler টুলের অপশনে H: 939.73 দেখাচ্ছে। কিন্তু, আমরা width: 940px; নিবো।

এবারে, আমরা style.css ফাইলে যে .wrapper { } ব্লকটি আছে সেটির কার্লিব্রেসেস { } এর মাঝে ডিক্লেয়ারেশন width: 940px; লিখি। যেহেতু, কনটেন্ট সেন্টারে আনতে হবে, তাই ওয়াইডের পর margin: auto; লিখি। অবশ্যই প্রতিটি ডিক্লেয়ারেশনের পর একটি করে সেমিক্লোন দিতে হবে। তাহলে আমাদের wrapper কোড ব্লকটি হবে –

```
. wrapper {
        width: 840px;
        margin: auto;
}
```

এখানে লক্ষণীয়, আমাদের যেসব সেকশনে .wrapper ক্লাস- টি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই সেকশনগুলো ব্রাউজারের সেন্টারে দেখাচ্ছে।

Logo
Mission
About
Team
Sign in
Our Mission
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500.
About
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500.
Team

John Doe
Founder & CEO

John Doe
Founder & CEO

John Doe
Founder & CEO
work with us

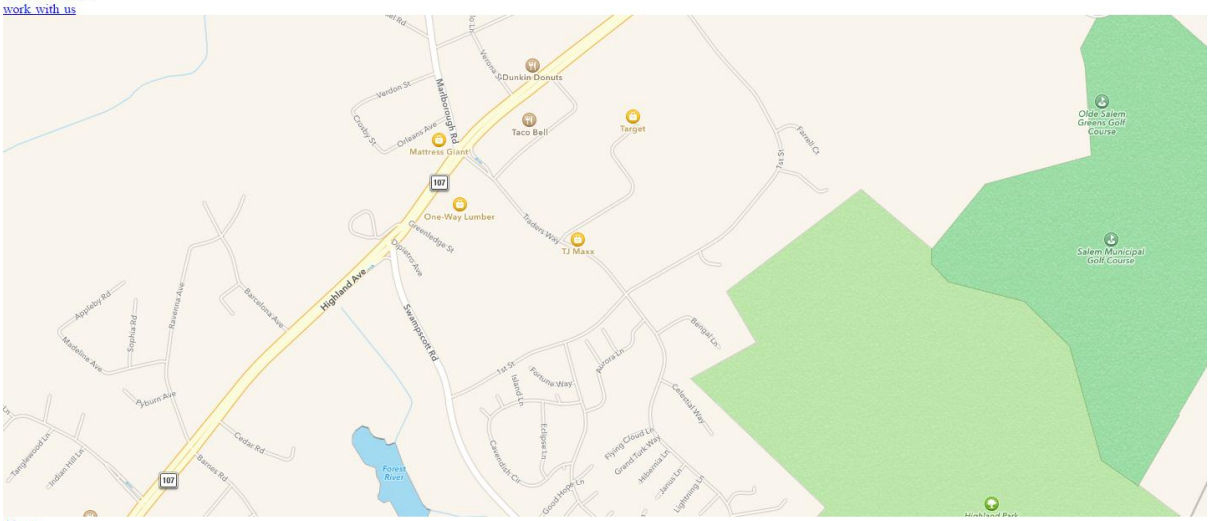

About
FAQ
work with us
Email
Facebook
Twitter
Privacy Policy
Terms and Conditions
© Company.LLC 2014

উল্লেখ্য, আমরা .header, .about, .team এবং .footer ক্লাসের ভেতরে wrapper ক্লাস ব্যবহার করেছিলাম। .map সেকশনে ব্যবহার করিনি কারণ, ম্যাপটি ব্রাউজারের পুরো উইন্ডো জুড়ে থাকবে।

এবার, হেডার সেকশনের ভেতরের লোগো এবং মেন্যু সেকশনটিকে ডিজাইন করে ফেলি...

পিএসডি- তে দেখা যাচ্ছে, লোগো এবং মেন্যু সেকশন দুটি পাশাপাশি অবস্থান করছে। সিএসএস লেসনে দেখিয়েছিলাম কিভাবে float টেকনিক ব্যবহার করে দুটি কন্টেইনারকে পাশাপাশি বসানো যায়। আমরা সেভাবে লোগো এবং মেন্যু সেকশন দুটিকে পাশাপাশি বসাবো।

দুটি সেকশনকে পাশাপাশি বসাতে সেকশনদুটিকে float: left; করতে হবে। এবং তাদের প্রতিটি সেকশনের জন্য নির্ধারিত ওয়াইড দিতে হবে। প্রথমে সেকশনদুটিকে float: left; করি –

```
.logo, .nav{
     float: left;
}
```

এবার লোগো এবং মেন্যুর ওয়াইড নির্ধারণ করি –

পিএসডি থেকে মেপে দেখলাম, লোগোটি ওয়াইড 85px কিন্তু, আমরা এই ওয়াইড 5px বেশি নিবো। যাতে করে আমাদের লোগো এবং মেন্যু সেকশনের মাঝে কিছুটা ফাঁকা থাকে।

তাহলে লোগো সেকশনের ওয়াইড হচ্ছে 90px এবং মেন্যু সেকশনের ওয়াইড হচ্ছে বাকী **সম্পূর্ণটা।**

আমি জানি সম্পূর্ণটা বলতে আপনি বুঝেননি, আমি ঠিক কি বলতে চেয়েছি। আর এখানেই সকল প্রবলেম শুরু! ;)

আমার কনটেন্ট সেকশনের ওয়াইড কত নির্ধারণ করেছিলাম মনে আছে? হ্যাঁ, 940px. সেখানে থেকে লোগো সেকশনের জন্য 90px বরাদ্দ করা হয়েছে। তাহলে কত বাকী থাকে? অবশ্যই 850px.

তাহলে আমাদের দুটি সেকশনের কোড হবে নিচের মত –

```
.logo{
      width: 90px;
}
.nav{
      width: 850px;
}
```

এবারে লোগোটিকে ডিজাইন করি –

পিএসডি- তে দেখা যাচ্ছে লোগোটি শুধুমাত্র টেক্সট দিয়ে। তাই আমাদের কাজ করতে হবে। লোগো সেকশনের এ্যাংকর লিঙ্কের স্টাইল .logo a{ } ব্লকে। কারণ "Logo" টেক্সট- টি a ট্যাগের ভেতরে, আই মিন, এ্যাংকর টেক্সট হিসেবে আছে। ☺

তাহলে লোগো টেক্সটের জন্য স্টাইলগুলো হবে – পিএসডি'র সাথে মিল রেখে টেক্সট কালার নিতে হবে। এজন্য, Set **forground color** পিকারে ক্লিক করি –

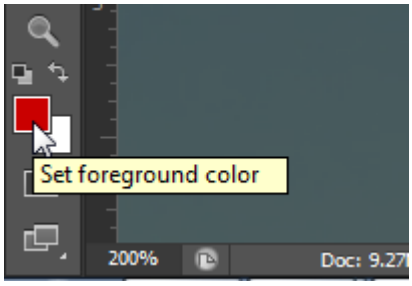

মনে রাখবেন, ফটোশপে forground color- ই হচ্ছে টেক্সটের কালার। কালার পিকারে ক্লিক করলেই Color Picker (Forground Color) উইন্ডো আসবে। সেটি ওপেন থাকা অবস্থায় পিএসডি'র লোগো টেক্সটের উপর মাউস নিন। দেখতে পাবেন মাউস পয়েন্টার আইড্রপের টুলে অটোমেটিক কনভার্ট হয়েছে। এবার টেক্সটে ক্লিক করুণ এবং Color Picker (Forground Color) এর নিচে # সাইনের পাশের বক্সে পিএসডি'র ঐ টেক্সটের কালার চলে আসবে –

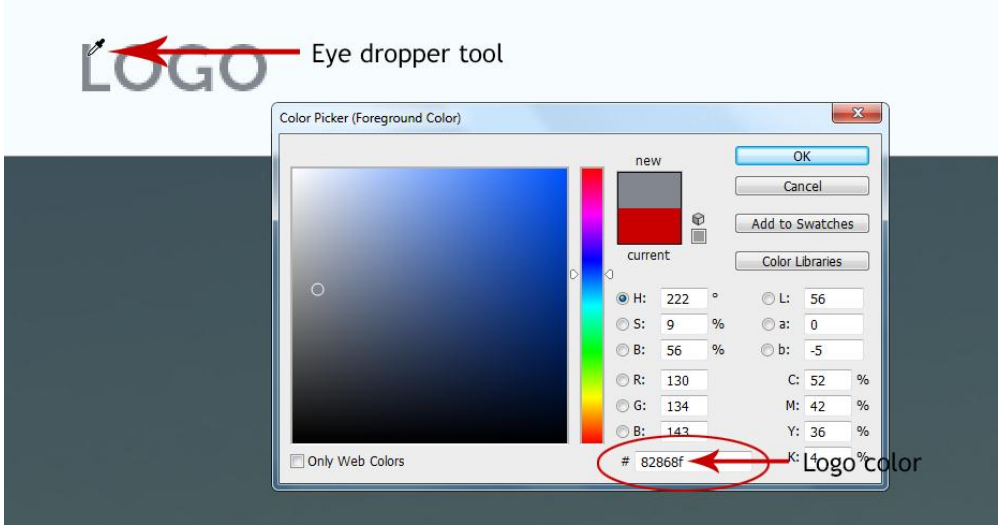

এবার .logo a{ } ব্লকে ডিক্লেয়ারেশন লিখি নিচের মত –

```
.logo a {
     color: #82868f;
     text-decoration: none;
     font-size: 30px;
     text-transform: uppercase;
     display: block
}
```

color হচ্ছে লোগো টেক্সটের কালার। লোগো টেক্সট (এ্যাংকর টেক্সটের ক্ষেত্রে) থেকে আন্ডারলাইন মুছে দিতে text-decoration: none; ফন্ট এর সাইজ বাড়াতে font-size: 30px; এবং সব টেক্সটগুলো ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষর দেখাতে text-transform: uppercase; ব্যবহার করা হয়েছে।

পিএসডি- তে দেখা যাচ্ছে মেন্যু টেক্সটের color, text-decoration এবং text-transform আর লোগো color, text-decoration এবং text-transform একই। তাই আমরা সিএসএস গ্রুপ সিলেক্টরের মাধ্যমে এই কাজটি করবো যাতে আমাদের একই স্টাইল বার বার লিখতে না হয়।

তাহলে .logo a{ } ব্লকে নতুন একটি সিলেক্টর লিখতে হবে নিচের মত –

```
.logo a, .nav ul li a {
     color: #82868f;
     text-decoration: none;
     font-size: 30px;
     text-transform: uppercase;
}
```

উপরের কোডে পরিবর্তন বলতে শুধুমাত্র নতুন সিলেক্টর হিসেবে .nav ul li a টি। এখন এইচটিএমএল পেজটি রিফ্রেশ করলে দেখা যাবে লোগোর মত মেন্যু টেক্সটগুলোও অনেক বড় দেখাচ্ছে।

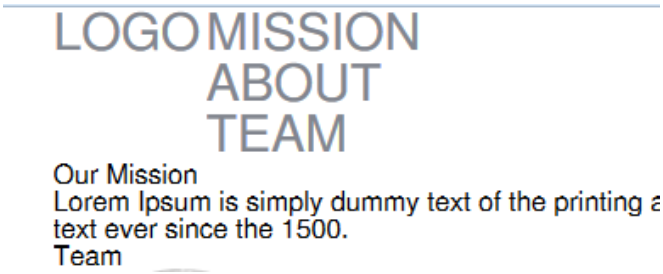

কিন্তু আমি এটিকে ফিক্স করবো এখনই। এর জন্য নতুন একটি কোড ব্লক .nav ul li a{ } নিই এবং সেখানে নিচের কোডগুলো লিখি –

```
.nav ul li a{
      font-size: 14px;
}
```

font-size: 14px; দিয়ে পূর্বের ফন্ট সাইজকে রিসেট করলাম। এবারে পেজটি রিফ্রেশ করলে দেখা যাবে লোগোর মত মেন্যু টেক্সটগুলো ছোট দেখাচ্ছে –

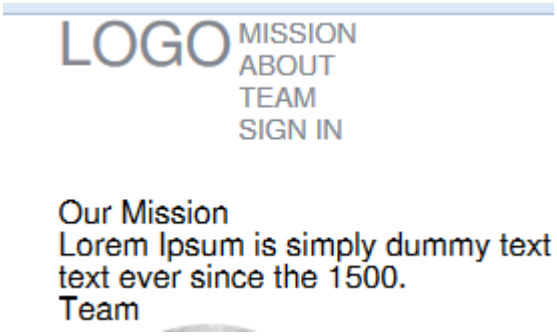

এবারে মেন্যু আইটেমগুলোকে পাশাপাশি বসাতে .nav ul li { } ব্লকে float: left; ডিক্লেয়ারেশন লিখতে হবে। তাহলে কোড ব্লকটি হবে –

```
.nav ul li {
      float: left;
}
```

এবং আমাদের বর্তমান মেন্যু আইটেমগুলো দেখতে নিচের মত হবে –

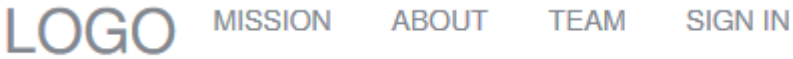

এবার SIGN IN মেন্যু আইটেমটিকে ডিজাইন করতে হবে। কারণ পিএসডি-তে অন্যান্য মেন্যু আইটেমগুলো থেকে SIGN IN কে আলাদা ইফেক্ট দেয়া হয়েছে। এটি করতে .nav ul li .sign-in{ } ব্লকে কোড লিখতে হবে নিচের মত –

```
.nav ul  li .sign-in{
      background: #0ebfdd;
      color: #fff;
      font-weight: bold;
      border-radius: 20px;
      padding: 10px 20px;
}
```

এখানে font-weight: bold; ব্যবহার করা হয়েছে মেন্যু আইটেম টেক্সটকে বল্ড স্টাইল করতে এবং border-radius: 20px; ব্যবহার করা হয়েছে আইটেমের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটির বর্ডার যেনও সেমি রাউন্ড আকৃতির হয়। border-radius এর মান যত বাড়ানো হবে তত রাউন্ড হবে।

এছাড়াও .nav ul li .sign-in{ } ব্লকের প্যাডিং যেনও ঠিকভাবে কাজ করে এজন্য আগের .logo a, .nav ul li a ব্লকে একটি নতুন ডিক্লেয়ারেশন display: block; ব্যবহার করতে হবে।

তাহলে নতুন করে .nav ul li a{ } ব্লকটির কোড হবে –

```
.logo a, .nav ul li a {
      color: #82868f;
      text-decoration: none;
      font-size: 30px;
      text-transform: uppercase;
      display: block
}
```

এখন, ভালোভাবে খেয়াল করে দেখুন, লোগো এবং মেন্যু সেকশনকে ফ্লোট করে আমরা পাশাপাশি বসিয়েছি। কিন্তু পিএসডি- তে দেখা যাচ্ছে মেন্যুটি একদম ডানে অবস্থান করছে। মেন্যুটিকে ডানে বসাতে আমাদের .nav ul{ } সেকশনে কার্লিব্রেসেস { } এর ভেতরে float: right; লিখতে হবে নিচের মত –

```
.nav ul{
      float: right;
}
```

তাহলেই আমাদের লোগো বামে এবং মেন্যু ডানে দেখাবে নিচের মত –

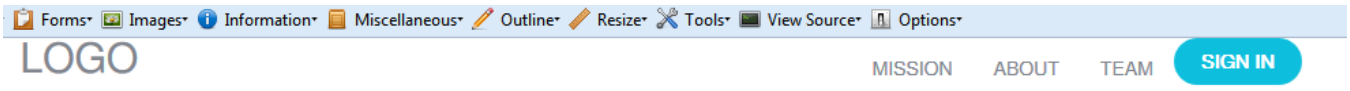

এখানে দেখা যাচ্ছে, লোগো বামে এবং মেন্যু ডানে দেখালেও সেটি ব্রাউজার উইন্ডোর একদম উপরে লেগে গেছে। যা মোটেও ভালো দেখাচ্ছে না। তাই আমাদের লোগো এবং মেন্যু সেকশনকে সামান্য নিচে নামানোর জন্য .header{ } ব্লকে একটি নতুন ডিক্লেয়ারেশন padding-top: 30px; যুক্ত করতে হবে। তাহলে .header{ } ব্লকের নতুন কোড ব্লক হবে নিচের মত –

```
.header{
      height: 50px;
      background: #fff;
      padding-top: 30px;
}
```

এবারে আমাদের লোগো এবং মেন্যু দেখতে নিচের মত হবে, যা অনেকটাই পিএসডি'র মত –

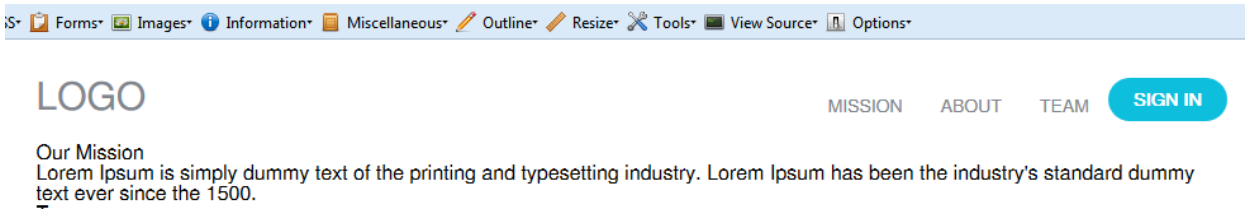

আমাদের . header সেকশনের কাজ মোটামুটি এখানেই শেষ।। তবে, ১০০% শেষ না। আরও কিছু ছোট ফিক্সিং এবং সংযুক্তি আছে। যেগুলো পরবর্তী সেকশনগুলোর সাথে রিলেটেড এবং আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো পরের সেকশন গুলোর সাথে।

এবারে mission সেকশনের কাজ –

কাজ শুরুর আগে পিএসডি থেকে mission সেকশনটি খেয়াল করি –

১) Mission সেকশনের পুরো এরিয়া জুড়ে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ রয়েছে,
২) Mission সেকশনের টেক্সটগুলো সেকশনের নিচের দিকে প্রায়ই শেষভাগে অবস্থান করছে।

তো প্রথমে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি যুক্ত করি। এটি করতে হলে প্রথমত আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রোপার্টি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ যুক্ত করতে চাইলে url() ভ্যালুতে ইমেজের লোকেশান দিতে হবে, ঠিক এমনটি – background: url(../images/mission-bg.png);। এবং পিএসডি থেকে mission সেকশনের height মেপে নিয়েছি 600px. তাহলে আমাদের mission সেকশনের কোড ব্লকটি হল –

```
.mission{
      background: url(../images/mission-bg.png);
      height: 600px;
}
```

এবারে এইচটিএমএল পেজটিকে ব্রাউজারে রিফ্রেশ করি, তাহলে নিচের মত দেখতে পাবো –

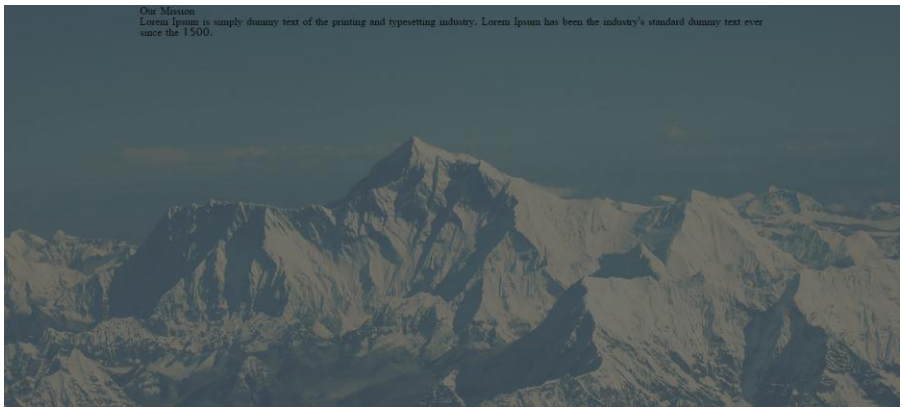

ইমেজটির ওপর লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে –

১) mission সেকশনের হেডিং (.section-title) এবং প্যারাগ্রাফ (.section-des) কনটেন্টের কালার ব্লাক হবার কারণে বুঝা যাচ্ছে না, ২) টেক্সটগুলো mission সেকশনের শুরুতে দেখাচ্ছে। এগুলোকে নিচে নামাতে আলাদা একটি ডিসেন্ডেন্ট ক্লাস .mission .section-title{ } ব্লকে padding-top: 450px; লিখতে হবে। তাহলে আমাদের পুরো .mission .section-title ব্লকের কোড হচ্ছে –

```
.mission .section-title{
      padding-top: 450px;
}
```

এবারে টেক্সটের কালার alignment সেন্টার করতে text-aling: center; করতে হবে এবং হেডিং ও প্যারাগ্রাফ কনটেন্টের কালার সাদা করে দিতে হবে color: #fff; ডিক্লেয়ারেশন দিতে হবে।

```
.section-title, .section-des {
      text-align: center;
      color: #fff;
}
```

সেকশন ডেস্ক্রিপশন এবং হেডিংয়ের ফন্টের জন্য একটু স্টাইল করি –

```
.section-des{
      font-size: 14px;
      line-height: 25px !important;
      width: 610px;
      margin: auto;
}
.section-title{
      font-size: 45px;
      padding-bottom: 20px;
}
```

.sectiom-title এর font-size: 45px; দেয়ার কারণে টাইটেলটি সব সেকশনে বড় দেখাবে এবং padding-bottom: 20px; দেয়ার কারণে টাইটেল এবং সেকশনের মাঝে কিছুটা স্পেসিং তৈরি হবে।

এবারে সেকশনটি দেখতে নিচের মত হবে –

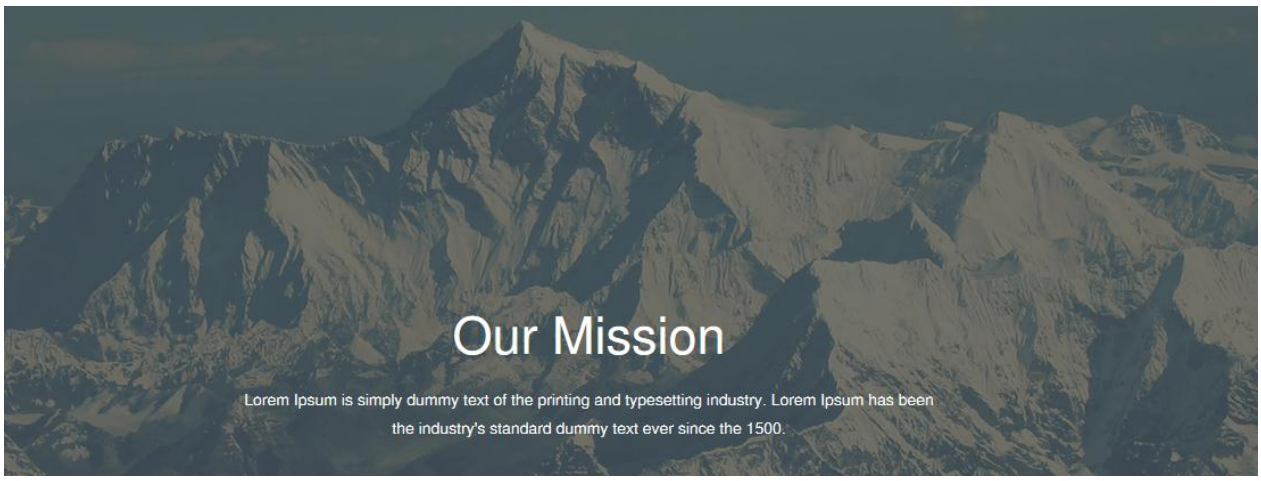

Mission সেকশনের কাজ শেষ। এখানে বলে রাখা ভাল, .section-title, .section-des এই দুটি ক্লাস সিলেক্টর অন্যান্য সেকশন যেমন – About, Team সেকশনেও থাকার কারণে বর্তমান স্টাইলগুলো কাজ করছে ঐ সেকশনের ক্ষেত্রেও। তাই, টেক্সটের কালার সাদা হবার কারণে About এবং Team সেকশনের হেডিং এবং ডেস্ক্রিপশন দেখা যাচ্ছে না। এতে ঘাবড়ানো যাবে না। একটু পরেই আমি ঐ সেকশনগুলোর নিয়ে কাজ করে সেই ইলিমেন্টগুলোকে ফিক্স করে ফেলবো।

এবারে আসি About সেকশনে –

সিম্পলি .section-title, .section-des এর কালার পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু, সরাসরি মূল ক্লাস .section-title, .section-des এর কালার পরিবর্তন করতে Mission সেকশনের টেক্সট স্টাইল ব্রেক করবে। তাই About সেকশনের টেক্সটের স্টাইল পরিবর্তনের জন্য আমাদের ডিসেন্ডেন্ট সিলেকশন মেথড ব্যবহার করতে হবে। এখনও বুঝেননি তাই না? খেয়াল করুণ –

আমি চাইছি About সেকশনের .section-title, .section-des এর কালার পরিবর্তন করবো। তাই আমাকে ডিসেন্ডেন্ট সিলেকশন মেথড ব্যবহার করতে হবে – .about .section-title{ }, . about .section-des{ } এমনটি। তাহলে আমাদের এই দুটি সেকশনের জন্য স্টাইল ব্লক হবে নিচের মত –

```
.about .section-title{
      color: #0ebfdd;
}
.about .section-des{
      color: #000;
}
```

ফটোশপ Set forground color পিকার দিয়ে কালার নিয়ে নিলাম। এবারে পেজটই রিফ্রেশ করি। নিচের মত পরিবর্তন দেখতে পাবো –

এবারে, About সেকশনের ওপরে এবং নিচে 50px করে প্যাডিং দিবো। যাতে করে About থেকে Mission এবং Team সেকশন দুটি খানিকটা স্পেসিং পায়। এজন্য আমাদের কোড লিখতে হবে .about ব্লকে নিচের মত –

```
.about{
      padding: 50px 0px;
}
```

Padding এ একাধিক ভ্যালু ব্যবহার পদ্ধতি এবং মান নির্ধারণ পদ্ধতি সিএসএস লেসনে দেখনো হয়েছে। এবারে এইচটিএমএল পেজটি আবারও রিফ্রেশ করলে নিচের মত দেখাবে –

এবারে Team সেকশনে কাজ –

আমি প্রথমেই Team সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি যুক্ত করবো। এটি করতে পিএসডি থেকে কালার কোডটি বের করে নিই পূর্বে দেখানো পদ্ধতি ফলো করে। এবারে .team ব্লকে কোড লিখি নিচের মত –

```
.team{
      background: #0ebfdd;
}
```

এইচটিএমএল পেজটি রিফ্রেশ করি, তাহলে Team নিচের মত দেখাবে –

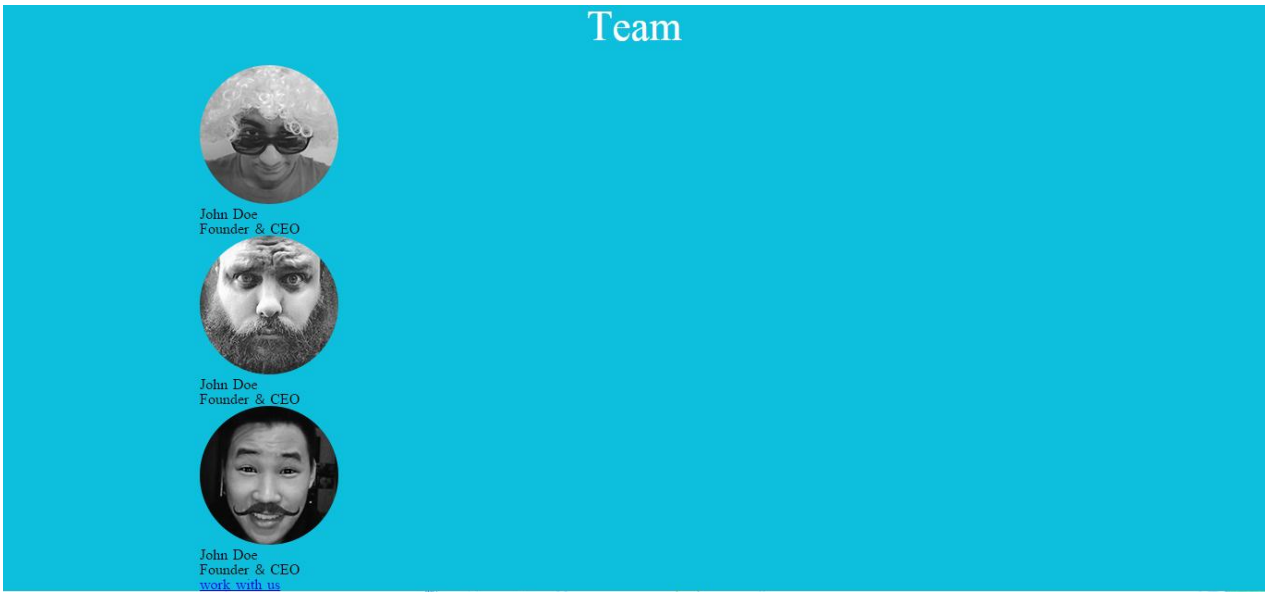

এখন, Team- এ About এর মত করে ওপরে এবং নিচে স্পেসিং দিতে হবে। তাই, আমি নতুন করে কোন ক্লাস তৈরি না করে পূর্বের .about ব্লকে .team- কে গ্রুপ সিলেক্টর হিসেবে যুক্ত করে দিলাম –

```
.about, .team{
      padding: 50px 0px;
}
```

এবারে, এইচটিএমএল পেজটি রিফ্রেশ করলে দেখতে পাবো Team সেকশনটি ওপরে এবং নিচে স্পেসিং পেয়েছে।

এবারে, Team মেটদের লিস্ট আইটেমগুলোকে স্টাইল করে পাশাপাশি বসাতে হবে। এজন্য প্রথম কাজ হবে, প্রতিটি লিস্ট আইটেম .team ul li এর জন্য নির্দিষ্ট width এবং float: left করতে, যাতে করে আইটেমগুলো পাশাপাশি বসে এবং একটি আইটেম থেকে আরেকটি আইটেমের মাঝে স্পেসিং রাখতে margin-right: 70px; ব্যবহার করি। তাহলে আমাদের কোডটি হবে নিচের মত –

```
.team ul li{
      width: 150px;
      float: left;
      margin-right: 70px;
}
```

এইচটিএমএল পেজটই রিফ্রেশ করলে নিচের মত পরিবর্তন পাবো –

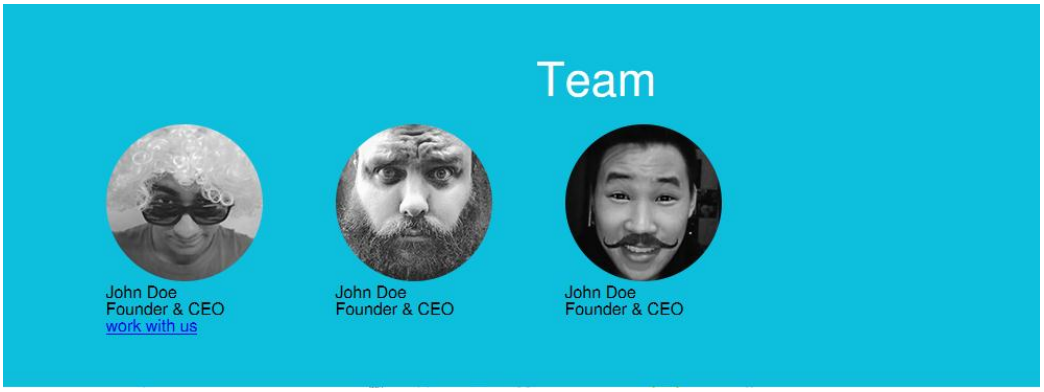

এবারে, .team ul-কে Team সেকশনে মাঝে (center) বসাতে হবে। এজন্য .team ul এর ওয়াইড নির্ধারণ করতে হবে এবং margin: auto; করতে হবে। তাহলে, আমাদের .team ul ব্লকে কোড লিখতে হবে নিচের মত –

```
.team ul {
     width: 600px;
     margin: auto;
}
```

এইচটিএমএল পেজটই রিফ্রেশ করলে নিচের মত পরিবর্তন পাবো –

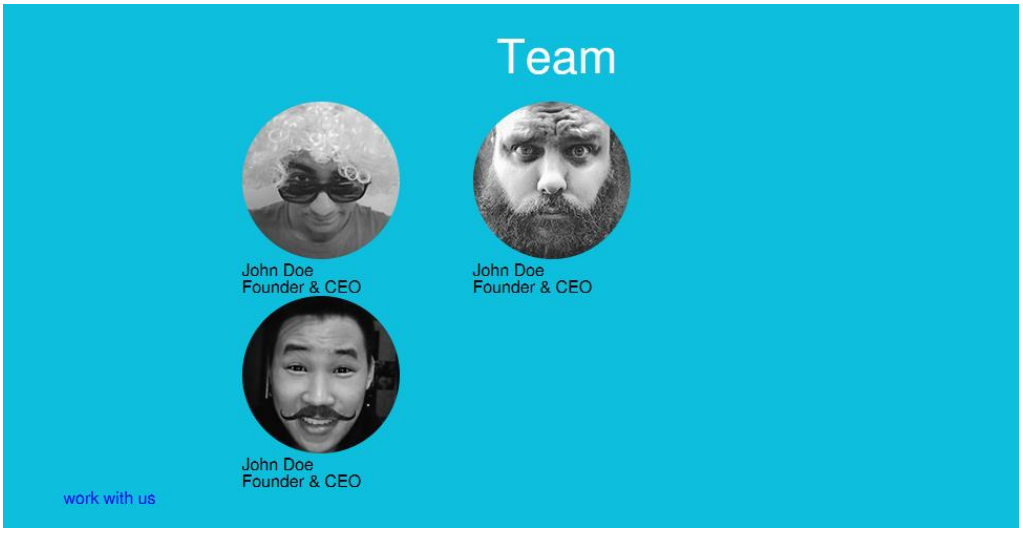

লক্ষণীয় ব্যাপার, .team ul-এর width: 600px; দেয়ার কারণ আমাদের একটি লিস্ট আইটেম নিচে নেম গেছে। কারণ কি হতে পারে? আসুন, ক্যালকুলেশন করি –

আমাদের প্রতিটি লিস্ট আইটেম .team ul li এর ওয়াইড ছিল 150px এবং প্রতিটির maring-right ছিল 70px, এবারে দেখুন – 150px * 3 = 450px এবং 70px * 3 = 210px; তাহলে আমাদের তিনটি লিস্ট আইটেমের সর্বমোট ওয়াইড হচ্ছে 450px + 210px = 660px, কিন্তু, .team ul ওয়াইড খেয়াল করুণ 600px দেয় আছে। এখন, যেহেতু মূল ul এর ওয়াইড থেকে লিস্ট আইটেমের ওয়াইড বেশি, তাই একটি লিস্ট আইটেম নিচে মেনে গিয়েছে।

এবারে আমাদের নিচে নেমে যাওয়া লিস্ট আইটেমটিকে রিসাইজ করে এক লাইন নিয়ে আসতে হবে। তার মানে, আমাকে অতিরিক্ত 60px- কে মাইনাস করতে হবে। এজন্য আমি সিএসএস সুডো ক্লাস

টেকনিক ব্যবহার করবো। যেহেতু, আমাদের লিস্ট আইটেমের শেষের আইটেমটিকে রিসাইজ করতে হবে, তাই আমি last-of-type অথবা last-child সুডো ক্লাস ব্যবহার করবো। যদিও দুটির কাজ একই তবে আমি প্রিফার করি last-of-type ব্যবহার করতে। কারণ, কিছু কিছু ব্রাউজার last-child কে রিড করতে পারে না। তাহলে আমাদের নতুন ক্লাস এবং কোড ব্লক হচ্ছে –

```
.team ul li:last-of-type{
      margin-right: 0px;
}
```

আমি সবশেষের লিস্ট আইটেমের ডান দিকের মার্জিন শূন্য করে দিলাম। পেজটি রিফ্রেশ করি, এতে আমাদের টিম- মেটদের প্রোফাইলগুলো এক লাইনে এবং পুরো টিম লিস্ট গ্রুপটি Team সেকশনের মাঝে দেখাচ্ছে –

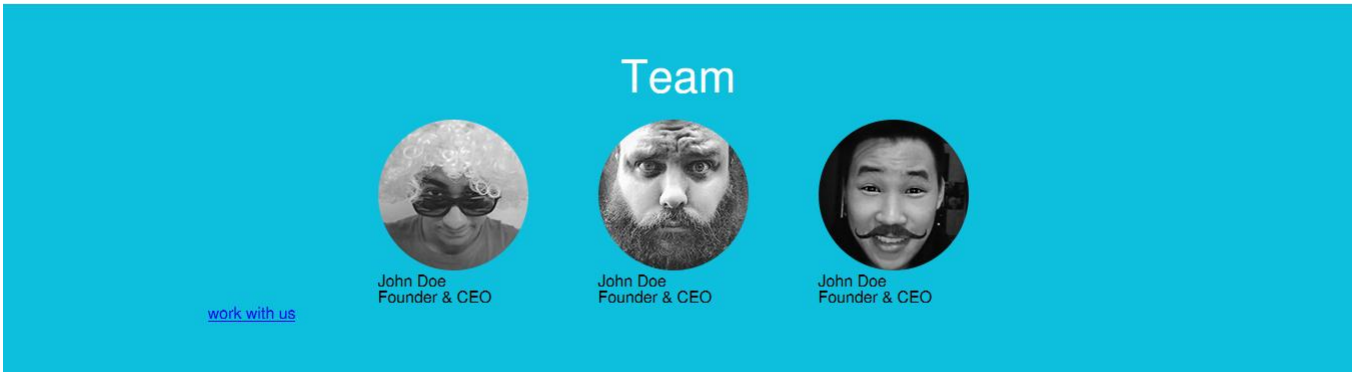

এবারে, টিমমেটদের ইমেজ এবং তাদের ইনফো এর মাঝে কিছুটা স্পেসিং রাখতে হবে, সাথে ইনফো গুলোকে পিএসডি এর মত স্টাইলাইজ করতে হবে। তাই আমাদের .team li img, .team li p ব্লকে স্টাইল অ্যাপ্লাই করতে হবে নিচের মত –

```
.team ul li img{
      margin-bottom: 10px;
}
.team ul li p{
      text-align: center;
      color: #fff;
      margin-bottom: 10px;
}
```

নিচেরমত ইনফো টেক্সটগুলোর পরিবর্তন দেখতে পাবো –

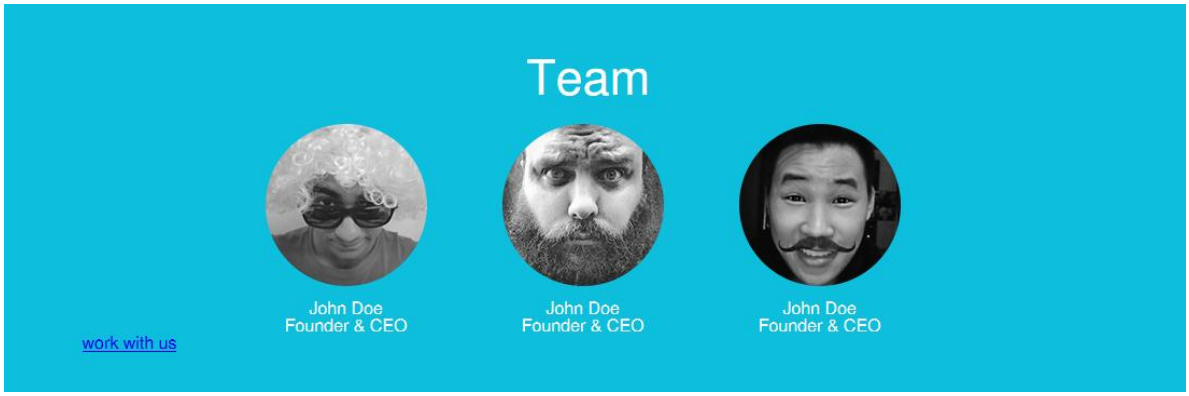

পিএসডি আবারও খেয়াল করুণ, টিমমেটদের নাম (John Doe) এর ফন্ট ওয়েট bold এবং পদবী (CEO & Founder) ফন্ট স্টাইল italic করা। এটি করতে হলে আমাকে আবারও সুডো ক্লাস ব্যাবহার করতে হবে। প্রথমটি স্টাইল করতে first-of-type এবং শেষেরটি last-of-type ব্যাবহার করতে হবে। তাহলে আমাদের কোড ব্লক হচ্ছে –

```
.team ul li p:first-of-type{
      font-weight: bold;
}
.team ul li p:last-of-type{
      font-style: italic;
}
```

এবারে ব্রাউজারের প্রিভিউ দেখি –

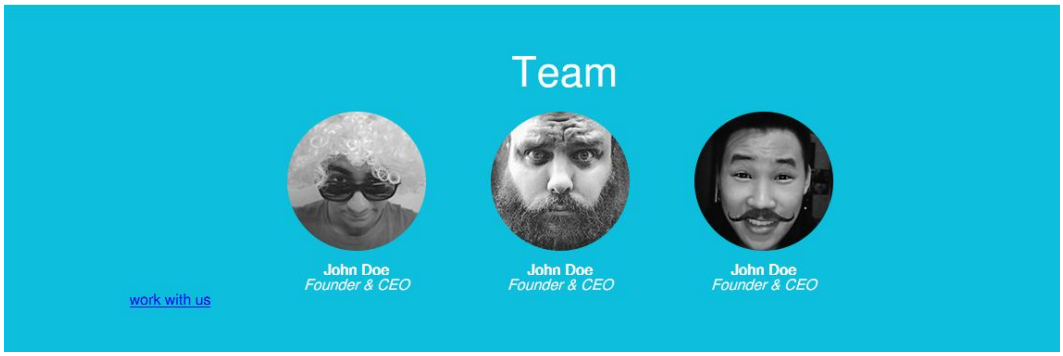

লাস্টলি, work with us বাটনটিকে স্টাইল করতে .work-with-us { } ব্লকটিকে কোডটি লিখতে হবে নিচের মত –

```
.work-with-us{
      display: block;
      text-transform: uppercase;
      text-decoration: none;
      font-size: 14px;
      border: 1px solid #fff;
      width: 120px;
      margin: 20px auto;
      background: #0ebfdd;
      color: #fff;
      font-weight: bold;
      border-radius: 20px;
      padding: 10px 20px;
      text-align: center;
}
```

যেহেতু .work-with-us { } ব্লকের এই কোডগুলো নিয়ে আমি এর আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি। তাই এখানে পুনরায় আলোচনায় গেলাম না। আপনি নিজে মেধা খাটিয়ে বুঝতে চেষ্ঠা করুণ। না পালে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আপনার প্রবলেম পোস্ট করুণ।

এবারে, এইচটিএমএল পেজটি রিফ্রেশ করি। তাহলে বাটনটি পরিবর্তন পাবো নিচের মত –

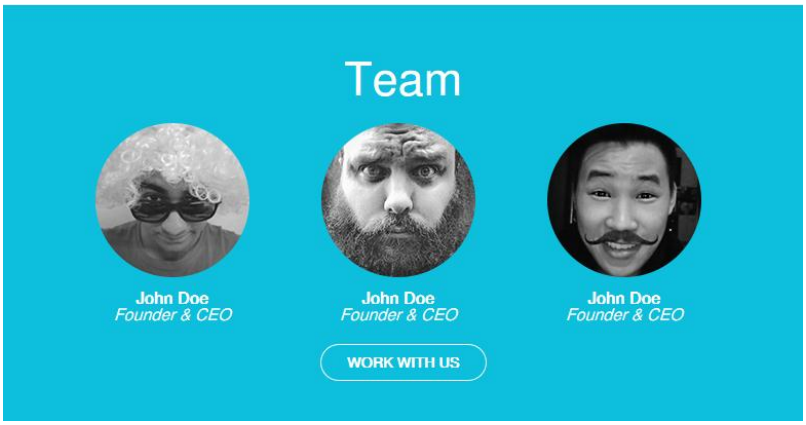

এবারে Map সেকশনের কাজ –

এই সেকশনের জন্য আমি ইতোমধ্যে এইচটিএমএল মার্কআপে একটি স্ট্যাটিক ইমেজ ম্যাপ যুক্ত করে রেখেছি। কিন্তু, এভাবে রাখলে কাজ হবে না। আমাদের এই ম্যাপটিকে ওরিজিনাল লোকেশান দিয়ে লাইভ ম্যাপে পরিণত করতে হবে। এজন্য প্রথমেই আমি https://www.google.com/maps/preview পেজে ভিজিট করলাম। নিচের মত পেজ আসবে –

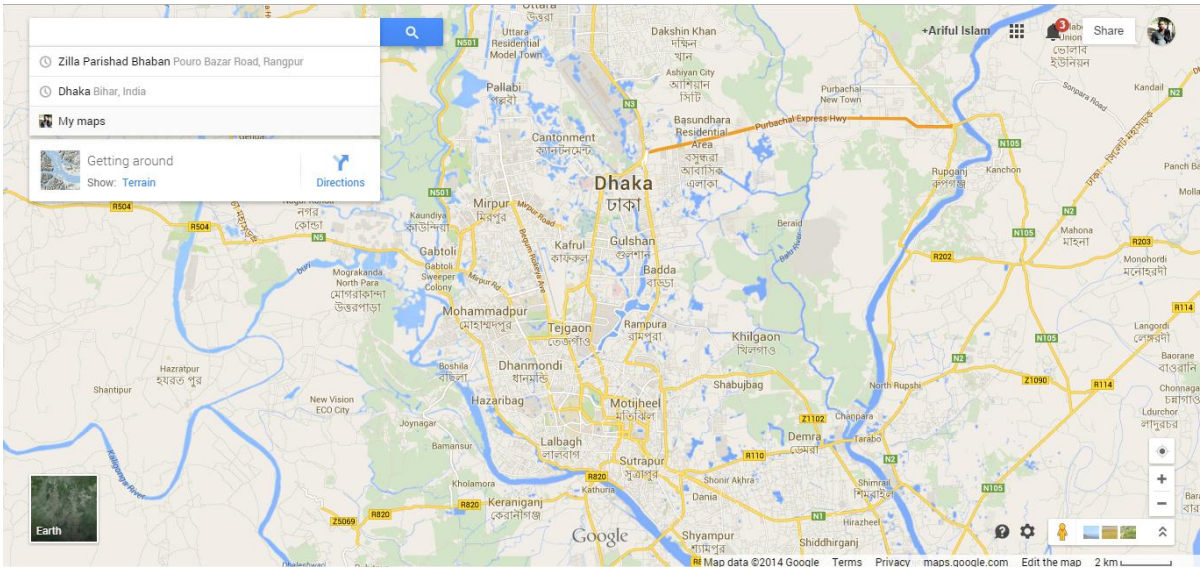

ওপরের মত পেজ আসতেও পারে, না আসতেও পারে। এতে প্রবলেম নেই কোন। আমাদের কাজ হচ্ছে ম্যাপ ওপেন থাকা অবস্থায় উপরের বাম পাশের লোকেশন সার্চ বক্সে আমাদের কাংখিত লোকেশানটির নাম লিখি – যেমন, আমি আমার অফিসের নাম (RangpurSource) লিখলাম। খেয়াল করুণ, নামটি লিখার সাথে সাথে ড্রপডাউন সাজেশন চলে আসলো নিচের মত –

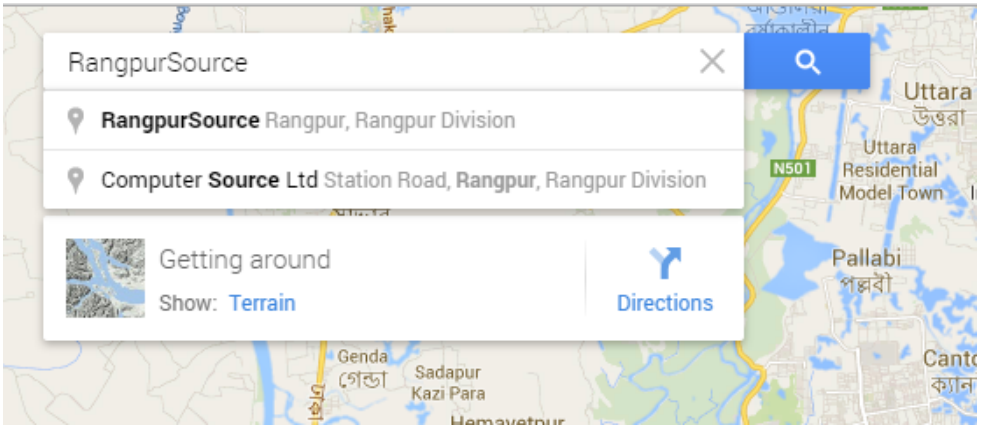

সাজেশন তখনি আসবে, যদি ঐ নামে কোন লোকেশান গুগল ম্যাপে ইতোমধ্যে যুক্ত করা হয়ে থাকে, তবেই। অন্যথায় কখনই এমন সাজেশন আসবে না। তাই, আপনার লোকেশানটির সাজেশন বা ম্যাপ লোকেশান খুঁজে না পান তবে http://www.google.com/mapmaker গিয়ে আপনার লোকেশান যুক্ত করে ফেলুন।

যাইহোক, এবারে বক্সের সার্চ বাটনে ক্লিক করি। এতে আমাদের লোকেশানে নিয়ে যাবে। নিচের ইমেজটি দেখুন। লাইভ দেখতে এই http://bit.ly/rangpursourcemap ভিজিট করুণ।

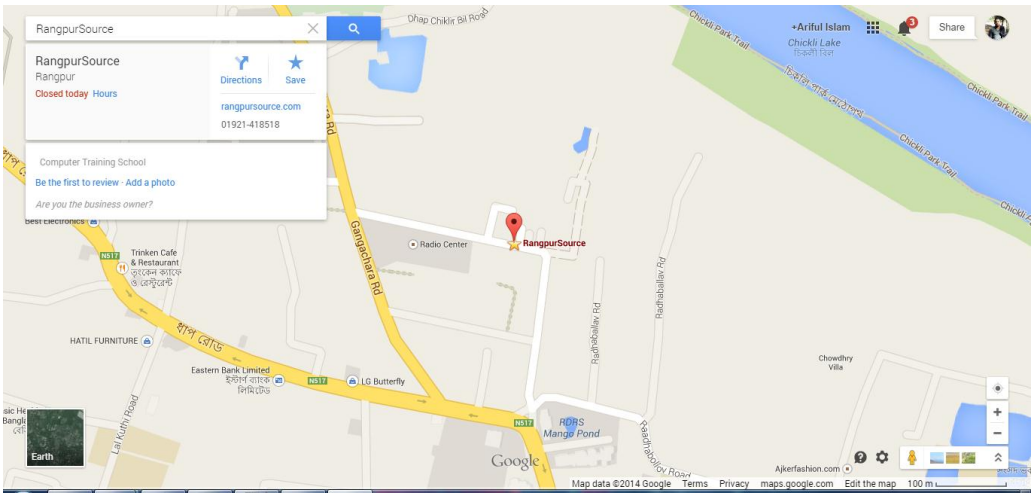

এবারে আমার এই লোকেশানটি কোড দরকার। যা আমি এইচটিএমএল পেজের Map সেকশনে যুক্ত করবো লাইভ ম্যাপ হিসেবে। এটি পেতে ওপরের ম্যাপটি ওপেন থাকার অবস্থায় ডান পাশের নিচের থেকে Setting আইকনে ক্লিক করুণ। সেখানে থেকে Share and embed map এ ক্লিক করি –

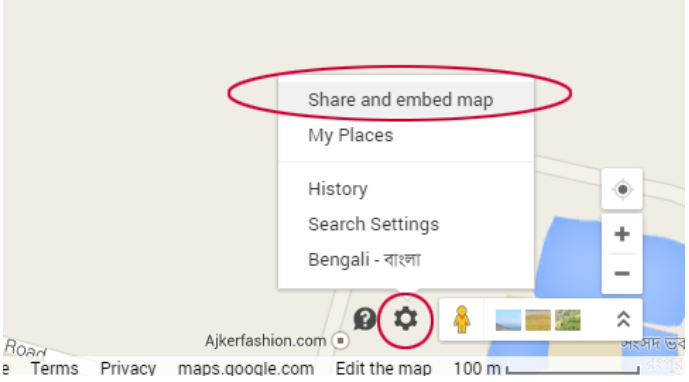

Share and embed map এ ক্লিক করা মাত্র একটি পপআপ বক্স ওপেন হবে, সেখানে থেকে Embed map - ট্যাবে ক্লিক করুণ। এবারে Medium ড্রপডাউনে ক্লিক করুণ Custom size- এ ক্লিক করুণ –

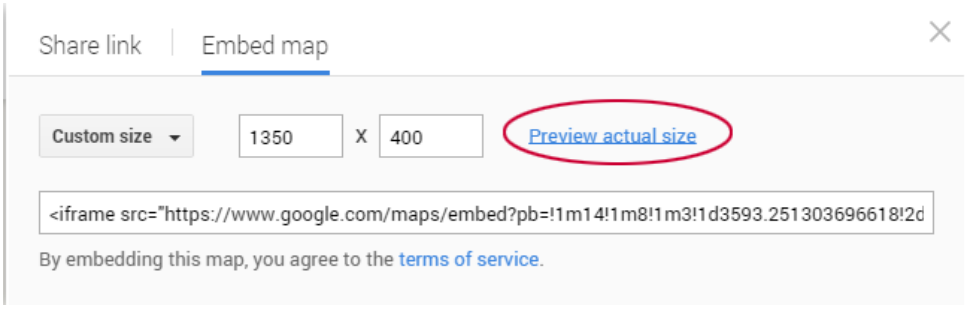

এবার আপনার ইচ্ছা মত width, height লিখে দিয়ে Preview actual size এ ক্লিক করে দেখে নিন আপনার ম্যাপের সাইজ ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক থাকে তবে প্রিভিউ ম্যাপ উইন্ডোটি বন্ধ করে দিয়ে

উপরের দেখানো ইমেজের iframe কোডটি পুরোটি কপি করুণ। আমার চাহিদা মত ম্যাপটি ঠিক আছে তাই আমি কোডটি কপি করে নিলাম এবং আমার এইচটিএমএল পেজের ম্যাপ সেকশনে (.map) হুবহু পেস্ট করে দিলাম। আগের এইচটিএমএল স্ট্যাটিক ইমেজ ম্যাপের কোডটি মুছে দিন। পেজটি সেভ করে ব্রাউজার রিলোড করলে নিচের মত লাইভ ম্যাপ পাওয়া যাবে। যেহেতু ম্যাপটি লাইভ, তাই লোড একটু সময় নিবে। লোড নিলে দেখতে পারবেন, আমার অফিসের লোকেশানটি একদম মাঝে দেখাচ্ছে

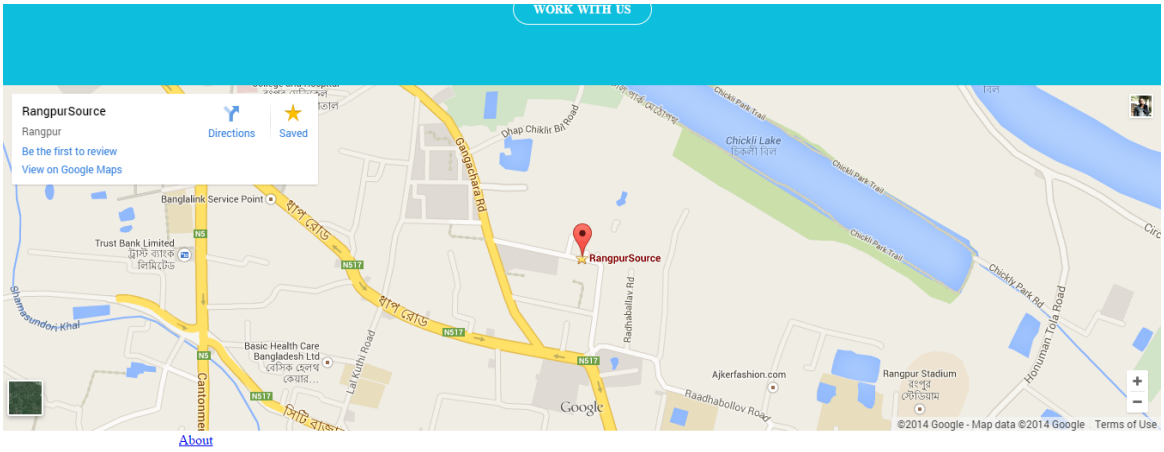

এবারে Footer সেকশনের কাজ –

প্রথমেই Footer সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যুক্ত করি। এটি করতে .footer ব্লকে background: #45494d; এবং ফুটার কনটেন্টের শুরুতে এবং শেষে প্রয়োজনীয় স্পেসিং রাখতে padding: 30px 0px 15px; ডিক্লেয়ারেশন লিখি –

```
.footer{
      background: #45494d;
      padding: 33px 0px 15px;
}
```

এতে করে ফুটারটি হবে নিচের মত –

এবারে পিএসডিটি খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে, ফুটার সেকশনটির কয়েকটি সাব- সেকশন আছে। যা আমি এইচটিএমএল মার্কআপ লেসনে আলোচনা করেছিলাম। মনে না থাকলে দেখে আসুন। ☺

তবে সংক্ষেপে বলে রাখি – মেইন সাব সেকশন দুটি, যেমনঃ footer-top এবং footer-bottom. আবার footer-top সেকশনের দুটি সাব সেকশন, যেমনঃ footer-top-left এবং footer-top-right আর footer-bottom- এ একটি সেকশন, সেটি ডানে থাকবে।

আবারও খেয়াল করুণ, এইচটিএমএল পেজে দেখলে বুঝতে পারবেন, ফুটারের সব সেকশনে শুধু মাত্র লিস্ট আইটেম দিয়েই কনটেন্ট শো করানো হয়েছে। কারণ সব কনটেন্টগুলোই এংকর লিঙ্ক।

প্রথমেই footer-top সেকশনের কাজ করি –

footer-top সেকশনের সাব সেকশন footer-top-left- কে loat:left; করে বামে এবং footer-top-right float:right; করে ডানে বসাই। এজন্য কোড লিখতে হবে নিচের মত –

```
.footer-top-left{
      float: left;
}
.footer-top-right{
      float: right;
}
```

এই সেকশন দুটির জন্য আমি কোন ফিক্সড ওয়াইড নির্ধারণ করলাম না। কারণ, সেকশন দুটির কনটেন্টের ওয়াইড অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি নিজেদের ওয়াইড ধরে নিবে।

এবারে, সেকশন দুটির li আইটেমগুলোকে float:left করে একটি আরেকটির পাশপাশি বসাই। প্রতিটি লিস্ট আইটেমের ডানে 20px করে মার্জিন রাখতে হবে। তাহলে কোড হবে নিচের মত –

```
.footer-top-left ul li, .footer-top-right ul li, .footer-bottom ul
li{
      float: left;
      margin-right: 20px;
}
```

ওপরের কোডটি লক্ষ্য করুন –

আমি .footer-bottom ul li আইটেম এর জন্য একই স্টাইল নিবো, তাই সেটিকে এখানে ইনক্লুড করে দিয়েছি গ্রুপ সিলেক্টর হিসেবে।

এবারে ফুটারের সব এ্যাংকর লিঙ্কের টেক্সটের আন্ডারলাইন তুলে দিতে কোড লিখি নিচের মত –

```
.footer-top-left ul li a, .footer-top-right ul li a, .footer-bottom
ul li a{
      text-decoration: none;
}
```

.footer-top-left সেকশনের ফন্ট কালার সাদা, ফন্টের সব অক্ষর বড় হাতের করতে নিচের কোড ব্লকটি তৈরি করি –

```
.footer-top-left ul li a{
      color: #d7dee4;
      text-decoration: none;
      font-size: 12px;
      text-transform: uppercase;
}
```

এইচটিএমএল পেজটি রিফ্রেশ করে পরিবর্তন দেখে নিন।

এবারে footer-top-right সেকশনের কাজ করি -

ইতোমধ্যে, footer-top-right সেকশনের অনেক কাজই হয়ে গেছে। এবারে শুধু সোশ্যাল আইকনগুলো যুক্ত করবার পালা। আইকনগুলো যুক্ত করতে নিচের মত কোড লিখুন –

```
.footer-top-right ul li .email{
      background: url(../images/email.png) no-repeat 8px;
}
.footer-top-right ul li .fb{
      background: url(../images/fb.png) no-repeat 13px;
}
.footer-top-right ul li .twt{
      background: url(../images/twt.png) no-repeat 8px;
}
```

এইচটিএমএল পেজটি রিফ্রেশ করলে দেখবেন আইকন গুলো চলে এসেছে। কিন্তু, সেগুলো ভালো মত দেখাচ্ছে না এবং আইকনগুলোর সাথে এ্যাংকর টেক্সট অভারল্যাপ করে আছে নিচের মত –

আইকন এবং টেক্সটগুলোকে ফিক্স করতে নিচের মত কোড লিখতে হবে –

```
.footer-top-right  a{
      text-decoration:none;
      margin-right:20px;
      color:#ddd;
      display:block;
      width:17px;
      height:15px;
      text-indent:-99999px;
      border:1px solid #ddd;
      border-radius:100px;
      padding:8px;
      margin:auto;
}
```

পেজটি রিফ্রশ করি, তাহলে নিচের মত আইকনগুলোর স্টাইলের পরিবর্তন দেখতে পাবো -

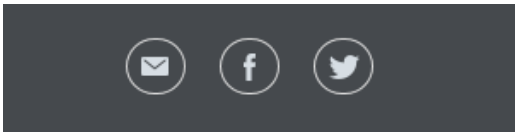

আইকন গুলোর ওপর মাউস নিলে যেনও বর্ডারের কালার পরিবর্তন হয় সেজন্য নিচের কোডগুলো লিখতে হবে –

```
.footer-top-right ul li .email:hover{
     border: 1px solid #6f858d;
}
.footer-top-right ul li .fb:hover{
     border: 1px solid #43609C;
}
.footer-top-right ul li .twt:hover{
     border: 1px solid #55ACEE;
}
```

এবং বর্ডারের কালারের পরিবর্তনটা যেনও স্মুথলি হয় সেজন্য .footer-top-right a{} সেকশনে সিএসএস থ্রি এর ট্রানজিশন এফেক্ট ব্যবহার করতে হবে। এজন্য নতুন ভাবে .footer-top-right a{} হবে নিচের মত –

```
.footer-top-right  a{
     text-decoration:none;
     margin-right:20px;
     color:#ddd;
     display:block;
     width:17px;
     height:15px;
     text-indent:-99999px;
     border:1px solid #ddd;
     border-radius:100px;
     padding:8px;
     margin:auto;
     -webkit-transition:.4s all;
     -moz-transition:.4s all;
     -o-transition:.4s all;
     transition:.4s all;
}
```

এখানে, -webkit- হচ্ছে সাফারি এবং ক্রম ব্রাউজার প্রিফিক্স, -moz- হচ্ছে ফায়ারফক্স ব্রাউজার প্রিফিক্স এবং –o- হচ্ছে অপেরা ব্রাউজার প্রিফিক্স। এগুলো দিয়ে ক্রস ব্রাউজার কম্প্যাটিবিলিটি তৈরি করে ট্রানজিশন এফেক্ট দেয়া হয়েছে।

এখন এইচটিএমএল পেজটি রিফ্রেশ করে আইকনগুলো ওপর মাউস নিলে দেখতে পাবেন আইকন বর্ডারগুলো স্মুথলি ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে।

এবারে footer-bottom সেকশনের কাজ করি -

footer-bottom এর ul কে সরাসরি ডান দিকে সরিয়ে দিতে .footer-bottom ul{ } ব্লকে নিচের মত কোড লিখি –

```
.footer-bottom ul {
     float: right;
}
```

এবারে, .footer-bottom ul সেকশনের এ্যাংকর footer-bottom ul li a টেক্সটের স্টাইল করি –

```
.footer-bottom ul li a{
      color: #73767a;
      font-size: 12px;
}
```

পিএসডি- তে দেখা যাচ্ছে .footer-top এবং .footer-bottom এর মধ্যে একটি সেপারেটর দেয়া। এবং সেই সেপারেটর থেকে ওপরে এবং নিচে কিছু স্পেসিং আছে। এটি করতে .footer-bottom ব্লকে নিচের মত কোড লিখতে হবে –

```
.footer-bottom{
      padding-top: 20px;
      border-top: 1px solid #5a5e62;
      margin-top: 20px;
}
```

পেজটি রিফ্রশ করি, তাহলে নিচের মত পরিবর্তন দেখতে পাবো -

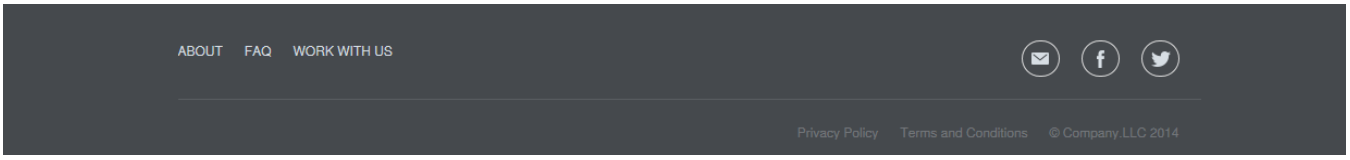

এবারে খেয়াল করুণ, সোশ্যাল আইকন এবং .footer-bottom মেন্যু এবং মাঝের সেপারেটর এক লাইনে এ্যালাইন হয়নি –

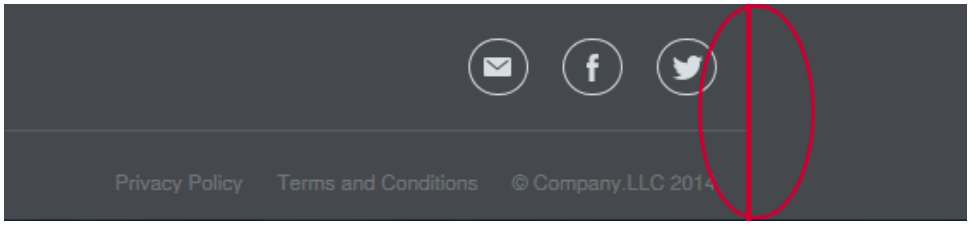

এজন্য সোশ্যাল আইকন এবং .footer-bottom মেন্যুর শেষের আইটেমের margin-right: 0px; করে দিতে হবে। ডান পাশের মার্জিন জিরো এর কাজটি এটা আমি Team সেকশনের কাজের সময়ও করেছিলাম। তাই নতুন করে আর কোন কোড লিখবো না বরং .footer-top ul li:last-of-type এবং .footer-bottom ul li টির সাথে last-of-type সুডো ক্লাস জুড়ে দিয়ে .team ul li:last-of-type এর সাথে গ্রুপ সিলেক্টর হিসেবে যুক্ত করে দিবো নিচের মত –

```
.team ul li:last-of-type, .footer-top ul li:last-of-type, .footer-
bottom ul li:last-of-type{
      margin-right: 0px;
}
```

এবারে এইচটিএমএল পেজটি রিফ্রেশ করলে নিচে মত একই লাইনে এ্যালাইন দেখতে পাবো –

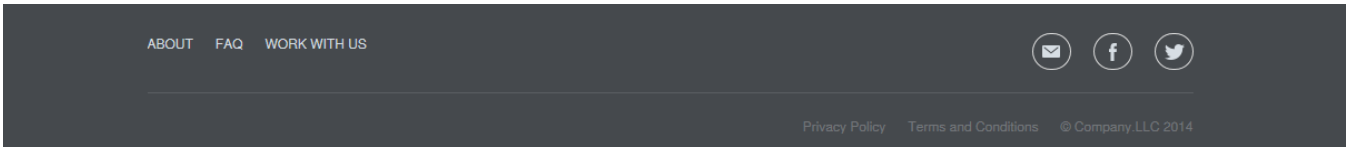

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ১৫
কোড ভ্যালিডেশান

গত তিনটি পর্ব মিলে আমি দেখিয়েছি ফটোশপে তৈরি করা ওয়েবসাইট লেআউটকে এইচটিএমএল টেম্পলেট তৈরি করার বিস্তারিত পদ্ধতি। আসলে আমি যে টেম্পলেটি কোড করিয়ে দেখিয়েছি, সেটা অনেক সহজ একটি লেআউট। আপনি প্রাক্টিক্যালি কাজের সময় এর চেয়েও সহজ অথবা কঠিন বা কমপ্লেক্স লেআউট পেতে পারেন। তবে, আমি যে সিস্টেমে স্লাইসিং, এইচটিএমএল মার্কআপ এবং সিএসএস দিয়ে অবিকল পিএসডিটির মত এইচটিএমএল টেম্পলেটটি তৈরি করলাম, এভাবেই করা হয় অন্যান্য লেআউটগুলো।

এখন কথা হল, আপনি যে টেম্পলেটটি তৈরি করলেন সেটির সব কোড ভ্যালিড কিনা, কোথাও কোন ভুলত্রুটি আছে কিনা এসব কিছু এ্যানশিউর করতে হবে। তবেই, আপনি একজন দক্ষ, নির্ভুল এবং এক্সপার্ট কোডার হতে পারবেন। কোড নির্ভুল হতে হবে, কারণ আপনার ওয়েবসাইটটি সারা বিশ্বের যেকোনো কম্পিউটার, যেকোনো ওয়েব ব্রাউজার, মোবাইল ওয়েব ব্রাউজার থেকে দেখা হতে পারে। কিন্তু, আপনার ওয়েবসাইটে যদি কোডিং- এ এরর বা ভুল থাকে তবে, হয়তো আপনার পিসি- তে সাইটটি দেখতে প্রবলেম না করলেও অন্য কারও ক্ষেত্রে প্রবলেম করতেই পারে। আর তখনই আপনার কাজের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে! ☹ যা আমরা কেউই চাই না কখনও, তাই না? ☺ হুম!! তাই।

এজন্য আপনার ওয়েবসাইটের সব কোডের কোয়ালিটি চেক করতে হবে কোথাও কোন ভুল আছে কিনা। কিন্তু কিভাবে? বইয়ের শুরুতে বলেছিলাম, W3 Consortium এইচটিএমএল সহ ওয়েব সম্পর্কিত সকল প্রকার টেকনোলজির স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষণ করে। W3C এরই একটি সার্ভিস আছে যা দিয়ে আপনি এইচটিএমএল এবং সিএসএস দুটিকেই চেক করতে পারবেন। ব্যাপারটি অনেক সহজ –

এইচটিএমএল পেজ ভ্যালিডেশন করতে চাইলে http://validator.w3.org/ লিঙ্কে ভিজিট করুণ। নিচের মত পেজ দেখতে পাবেন –

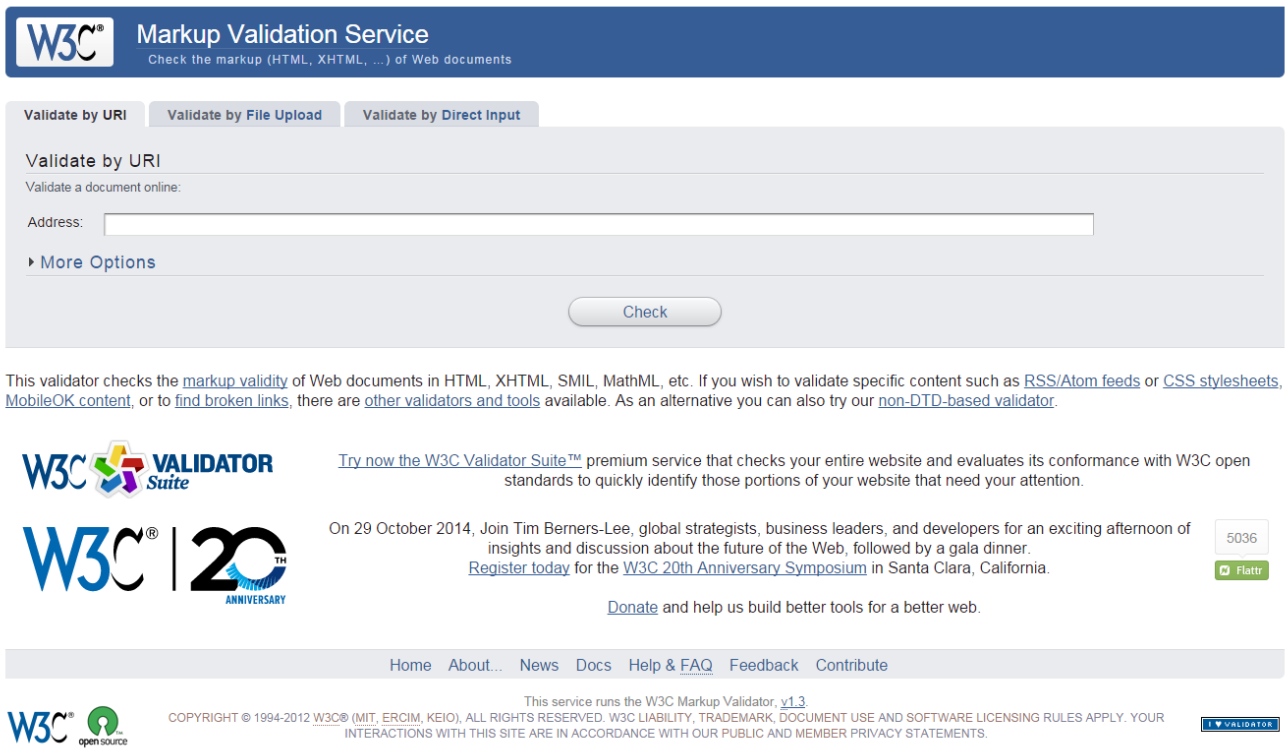

আপনি তিনটি উপায়ে এইচটিএমএল পেজ ভ্যালিডেশন করতে পারবেন –

১) Validate by URI - এর মানে সরাসরি ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস থেকে। যেমনঃ http://www.rangpursource.com অ্যাড্রেসটি সরাসরি Validate by URI এর Address ফিল্ডে ইন্সার্ট করে। এটি করতে চাইলে আপনার ওয়েবসাইটকে অবশ্যই আগে সার্ভারে হোস্ট করাতে হবে। কিভাবে হোস্ট করবেন সেটি পরের লেসনেই দেখনো হয়েছে।

২) Validate by File Upload - এর মানে সরাসরি কোন ফাইল আপলোড করে। যেমনঃ index.html ফাইলটি সরাসরি Validate by File Upload এর File ফিল্ডে ইন্সার্ট করে। ***আমরা এই পদ্ধতিটিতেই ভ্যালিডেড করবো।***

২) Validate by Direct Input - এর মানে সরাসরি কোড ইন্সার্ট করে। যেমনঃ index.html ফাইলটির সব কোড সরাসরি Validate by Direct Input এর Input ফিল্ডে ইন্সার্ট করে।

এবারে চলুন index.html ফাইলটি ভ্যালিডেড করি –

Validate by File Upload ট্যাবে ক্লিক করি। নিচের মত ফাইল আপলোড ফিল্ড আসবে। Choose file এ ক্লিক করুণ –

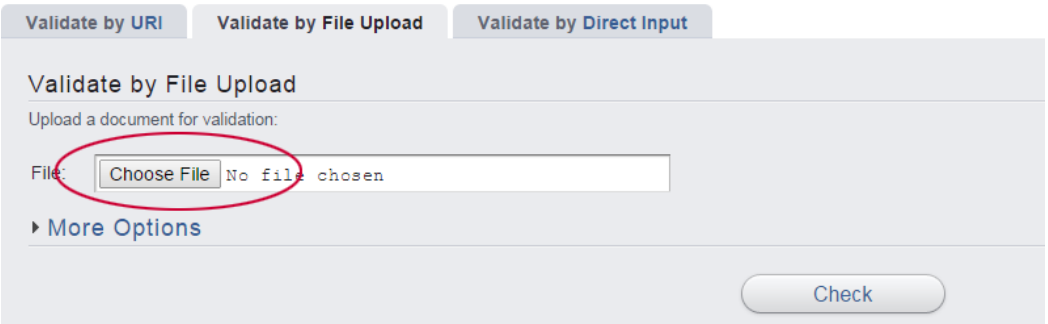

ফাইলটি সিলেক্ট করে ওপেন ক্লিক করুন এবং তারপর চেক বাটনে ক্লিক করুন নিচের মত –

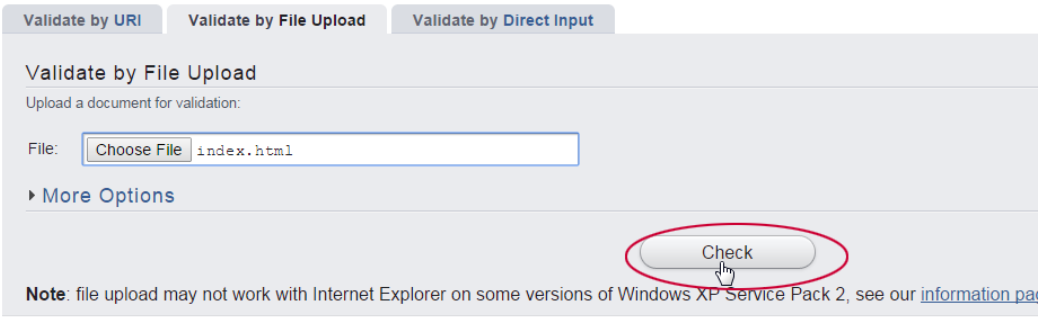

আপনি চাইলে More Options থেকে ভ্যালিডেশনের অন্যান্য অপশনগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তবে, আমি ডিফল্ট সেটিংস রেখেই More Options- এ হাত না দিয়েই ভ্যালিডেশন চেক করি।

Check এ ক্লিক করার পর এইচটিএমএল পেজের যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে তবে সেগুলো Error/Warning হিসেবে দেখাবে। আমার তৈরি করা পেজটিতে একটি মাত্র এরর পেয়েছে, সেটি দেখাচ্ছে। সেটি কত নাম্বার লাইনে, ঠিক কোন পজিশনে সেটিও দেখাচ্ছে –

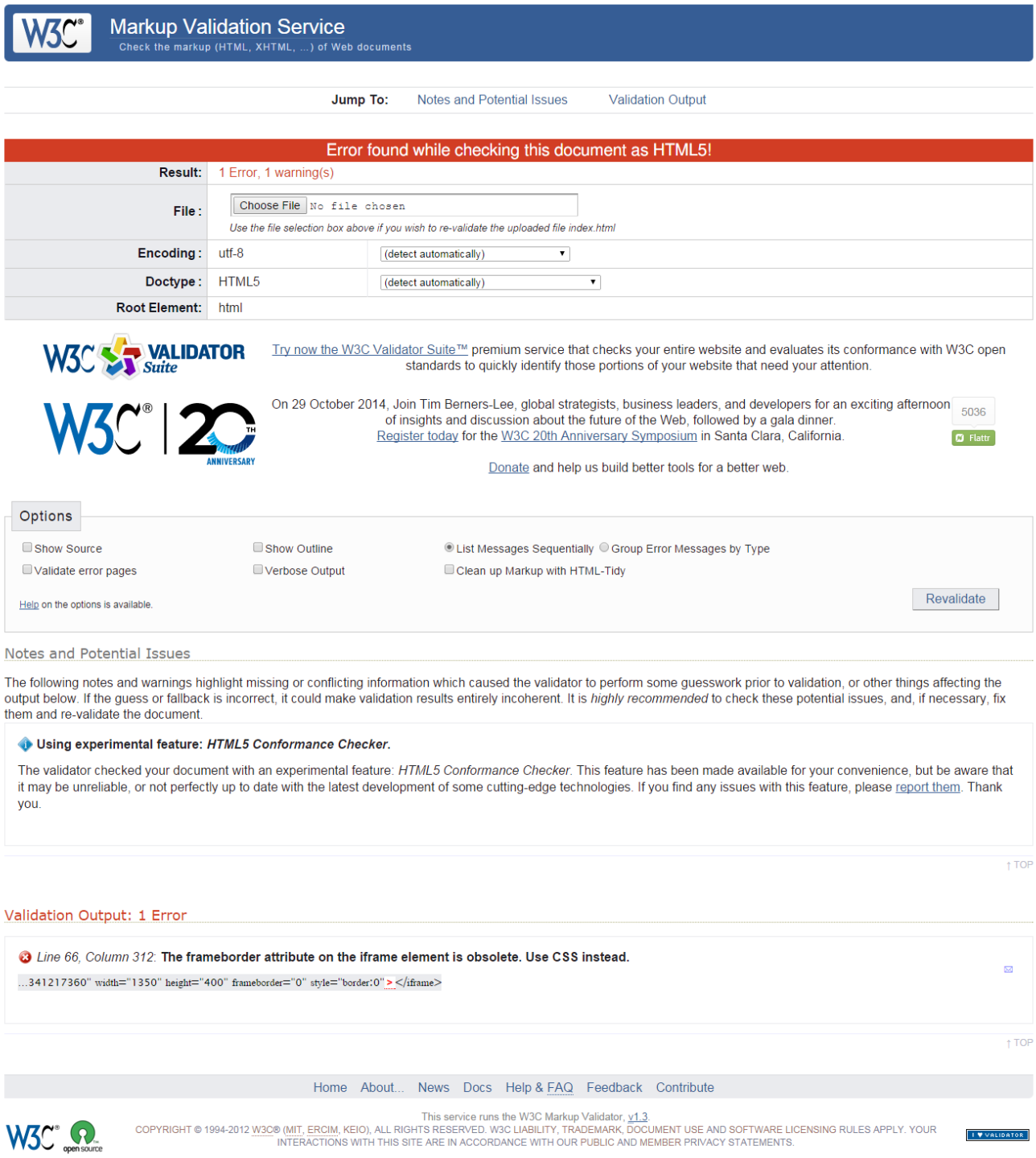

যেহেতু আমি এইচটিএমএল iframe এর মাধ্যমে গুগল ম্যাপ ব্যবহার করছি, তার একটি এ্যাট্রিবিউট হচ্ছে frameborder, যা বর্তমানে অপ্রচলিত (obsolete) iframe এ্যাট্রিবিউট হিসেবে ধরা হয়। বর্ডারটি এইচটিএমএল এ্যাট্রিবিউট হিসেবে ব্যবহার না করে, বরং CSS border হিসেবে ব্যাবহার করতে সাজেশন দেয়া হয়েছে। আমি এইচটিএমএল পেজ থেকে শুধুমাত্র iframe ‘frameborder’ এ্যাট্রিবিউটটি মুছে দিবো এবং আবারও সব সেটিংস ডিফল্ট রেখে Revalidate করবো –

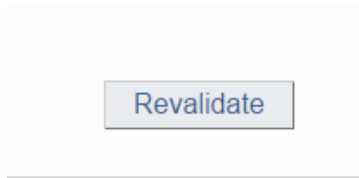

এবারে নিচের মত সাকসেস মেসেজ দেখতে পাবেন যদি অন্য কোন প্রবলেম না থাকে তবে –

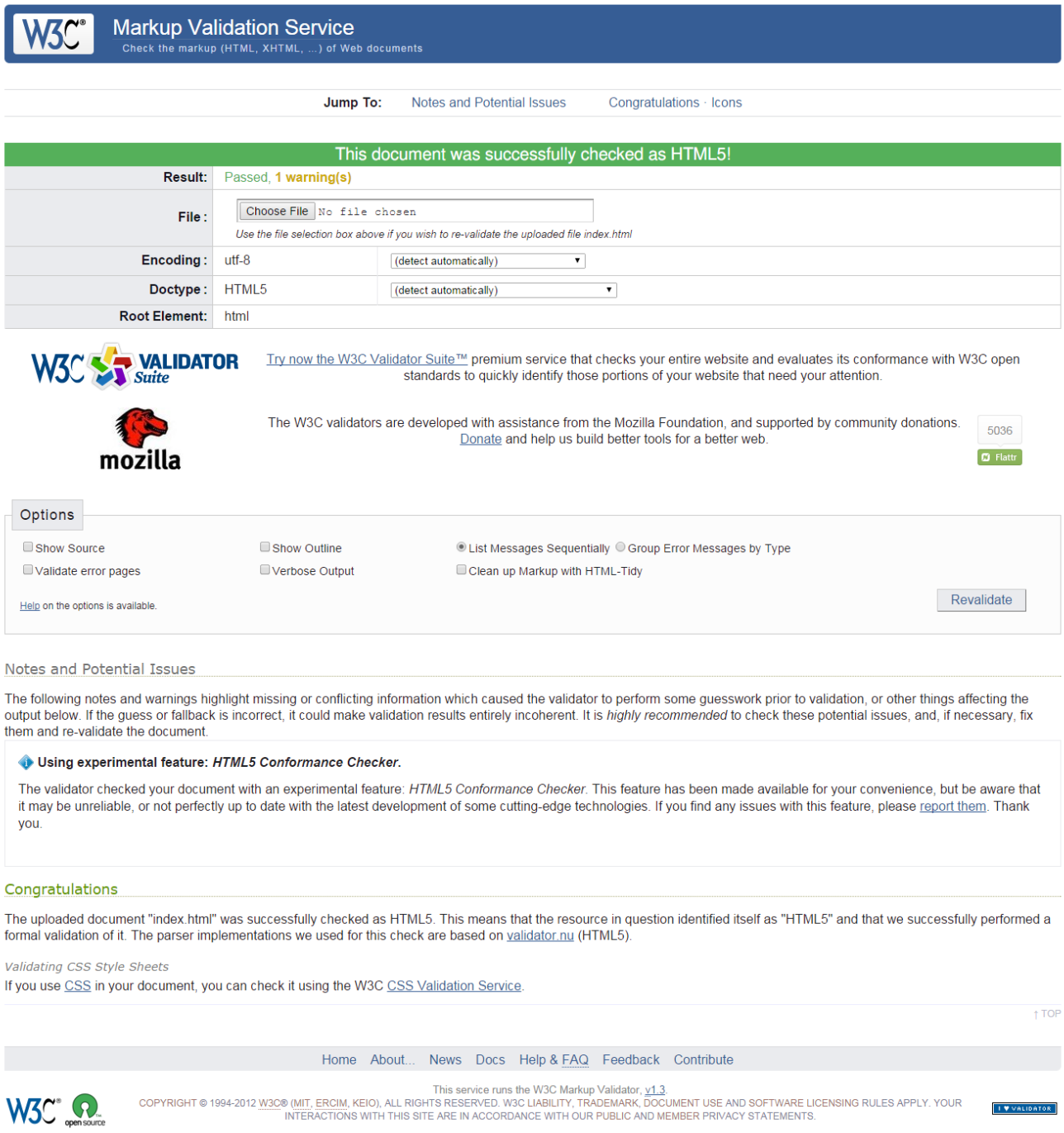

উপরের ইমেজটি দেখতে পাচ্ছেন, Result: Passed, 1 Warning(s). ওয়ার্নিংটা খুব হেডেকের কিছু না। তাই এটা নিয়ে কনফিউজ থাকার দরকার নাই। তবে, অনেক বেশি সেকশনের জন্য ওয়ার্নিং দিলে সেগুলোকে আমলে নিতে হবে, এবং কোডগুলো ফিক্সড করে নিতে হবে। নয়তো, ওয়ার্নিংগুলো একসময় এরর হিসেবে আপনার পেজের কন্ডিশন খারাপ করে ফেলবে।

যাই হোক, এবারে সিএসএস পেজটিকেও ভ্যালিডেড করতে হবে। কিন্তু, ভ্যালিডেশন লিঙ্কটি হবে আলাদা –

এই http://jigsaw.w3.org/css-validator/ লিঙ্কে ভিজিত করুণ, নিচের মত পেজ পাবেন –

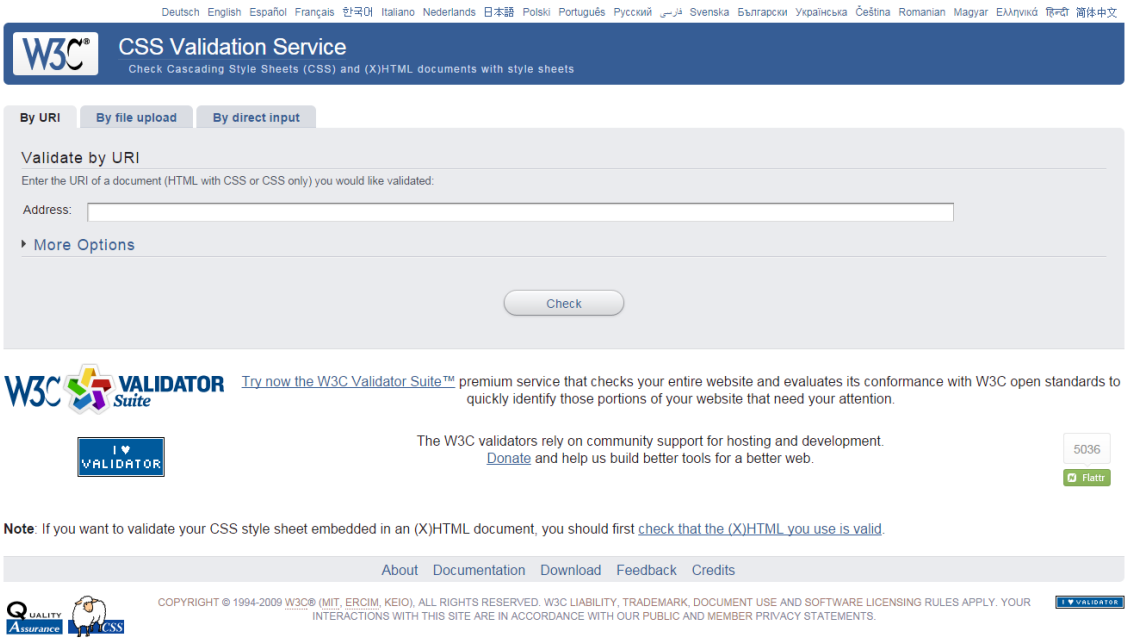

একইভাবে ফাইল আপলোড করুণ এবং Check করুণ –

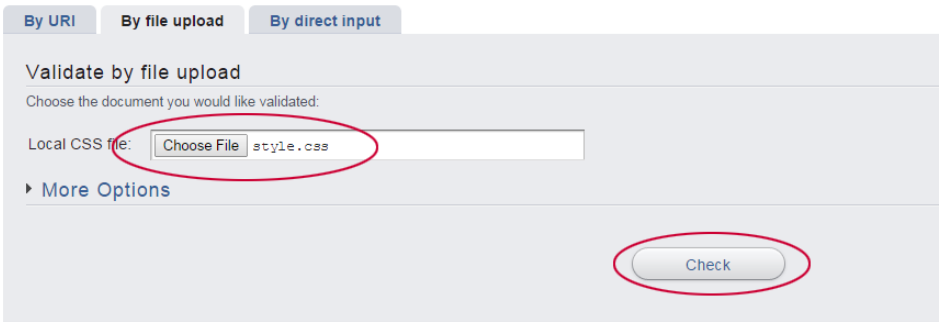

এরর পেলে ফিক্স করুণ লাইন নাম্বার ধরে, নয়তো নিচের মত সাকসেস পেজ দেখতে পাবেন –

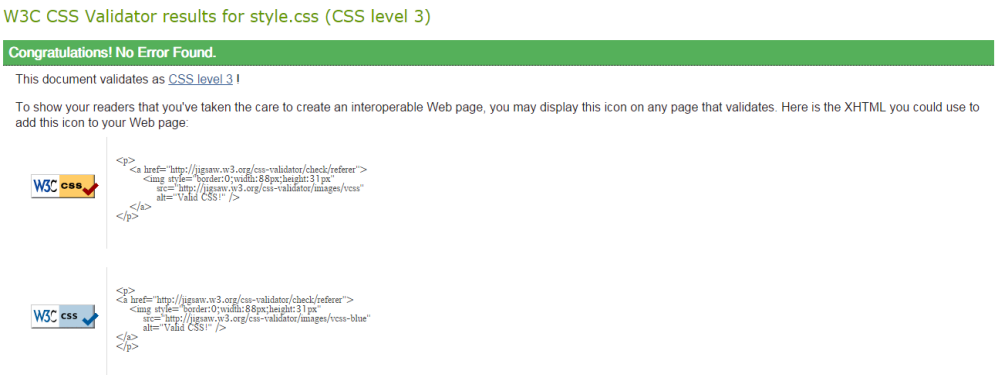

যদি, কোন কারণে বুঝতে না পারেন, কোথায় কোন কোড লিখে ফিক্স করতে হবে, তাহলে আমাদের ফেসবুক অফিসিয়াল গ্রুপে আপনার প্রবলেম বিস্তারিত পোস্ট করুন।

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ১৬
ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট

ডোমেইন কি এবং কেনও?

প্রথমেই ডোমেইন কি এবং কেনও সেটা বুঝতে চেষ্ঠা করি –

সহজ ভাষায় ডোমেইন হল ওয়েবসাইটের নাম। যেমন, ধরুন – আমার প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট http://www.rangpursource.com, অথবা গুগলের ওয়েবসাইট https://www.google.com/, এগুলোই হলো ডোমেইন। ডোমেইনের কোন অংশকে কি বলে এইচটিএমএল ইউআরএল লেসনে দেখিয়েছিলাম । দেখে নিতে পারেন সেখানে থেকে।

কিন্তু, ডোমেইন বলতে যেহেতু আমরা কোন নামকে ইন্ডিকেট করি বা বুঝি তাই নাম হচ্ছে rangpursource অংশটুকু এবং http://www.rangpursource.com হচ্ছে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস। তাহলে ডোমেইন কোনটি? হ্যাঁ, ডোমেইন হচ্ছে .com। এটাকে আমরা ডোমেইন এক্সটেনশনও বলতে পারি। সচারচর ডোমেইন বলতে আমরা এই এক্সটেনশনকেই বুঝে এবং বলে থাকি।

ডোমেইন মূলত ২ ধরণের হয়। যেমন –

১) ফ্রী ডোমেইন – এইগুলো কোনটি লাইফ টাইমের জন্য ফ্রী, আবার কোনটি কিছু কন্ডিশনের ওপর ভিত্তি করে ফ্রী। প্রথমত ১ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশান করতে হয় এবং পরবর্তী বছর রিনিউ করে আবারও ১ বছর চলাতে হয়। এভাবে আপনি যতদিন কন্টিনিউ করবেন ততদিন। ইন্টারনেটে সার্চ করতে অনেক ফ্রী ডোমেইন সার্ভিস পাওয়া যাবে, তার মধ্যে সবচেয়ে পপুলার একটি ডোমেইন এক্সটেনশন হল .tk. সাইটটির ঠিকানা http://www.dot.tk/. এই ডোমেইন এক্সটেনশন সর্বনিম্ন ১ মাসের জন্যও রেজিস্ট্রেশান করা যায়।

২) পেইড বা প্রিমিয়াম ডোমেইন – এগুলোর জন্য আপনাকে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমান টাকা পে করতেই হবে। আপনি চাইলে শুরুতে ১ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশান করে পরবর্তী বছর গুলোতে রিনিউ করে চালাতে পারবেন, নয়তো শুরুর বছরেই একাধিক বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশান করে নিতে পারেন। এতে প্রতিবছর রিনিউ করার চিন্তা মাথায় রাখতে হবে না। সারা বিশ্বে অনেক পেইড ডোমেইন সেলার কোম্পানি আছে। শুধুমাত্র গুগল করলেই পাবেন। আমি নিজেও ডোমেইন সেল করি। চাইলে আমার থেকেই ডোমেইন কিনতে পারেন এই লিঙ্কে গিয়ে - http://www.rangpursource.com/our-services/

যাইহোক, যেহেতু আমরা এখনও শিখার মাঝে আছি এবং শিখছি, তাই আমরা ফ্রী ডোমেইন নিয়েই কাজ করবো। এজন্য আমি আপনাদের http://www.dot.tk/ ডোমেইন কিভাবে রেজিস্ট্রেশান করতে হয় তা সচিত্র দেখাবো।

ডোমেইন রেজিস্ট্রেশান –

যেহেতু আমরা এখনও শিক্ষানবিশ অবস্থায় আছি। তাই আমরা ফ্রী ডোমেইন দিয়ে কাজ চালিয়ে যাবো। আর ফ্রী ডোমেইনের মধ্যে পপুলার হচ্ছে .tk। যে সাইট থেকে .tk ডোমেইন রেজিস্ট্রেশান করবো সেটির ঠিকানা http://www.dot.tk/

তো চলুন ডোমেইন রেজিস্ট্রেশান শুরু করা যাক –

প্রথমেই http://www.dot.tk/ অ্যাড্রেসে ভিসিট করি। নিচের মত পেজ পাবো। সেখানের Register Domain ট্যাবটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় Get a Free .Tk Domain Name এর ফিল্ডে আপনার কাংখিত

ডোমেইনের নামটি লিখে দিন। যেমনঃ আমি লিখেছি website4ebook, আপনি আপনার পছন্দমত নাম দিয়ে Go তে ক্লিক করুণ –

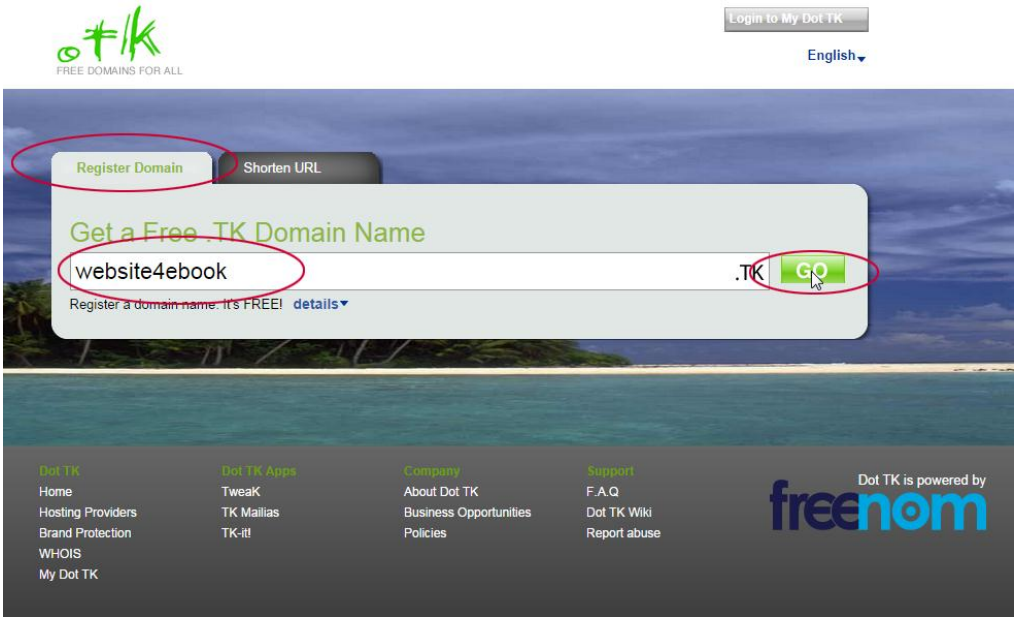

আপনার কাংখিত নামটি এ্যাভেইলএ্যাবল থাকলে নিচের মত পেজ পাবেন, অন্যথান এরর দেখাবে –

এরর দেখেলে সেখানে থেকে আপনাকে আবারও নামটি পরিবর্তন করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, আপনি যে নামটি চাইছেন সেটি এ্যাভেইলএ্যাবল থাকবেই এটা ভেবে থাকা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, ফ্রী হোক অথবা পেইড, প্রতিদিন হাজারো ডোমেইন রেজিস্ট্রেশান হচ্ছে। তাই, আপনার দেয়া নামটি এ্যাভেইলএ্যাবল নাম থাকলে হাইফেন (-) বা পছন্দের কোন সংখ্যা লাগিয়ে নামটি রেজিস্ট্রেশান করতে পারেন।

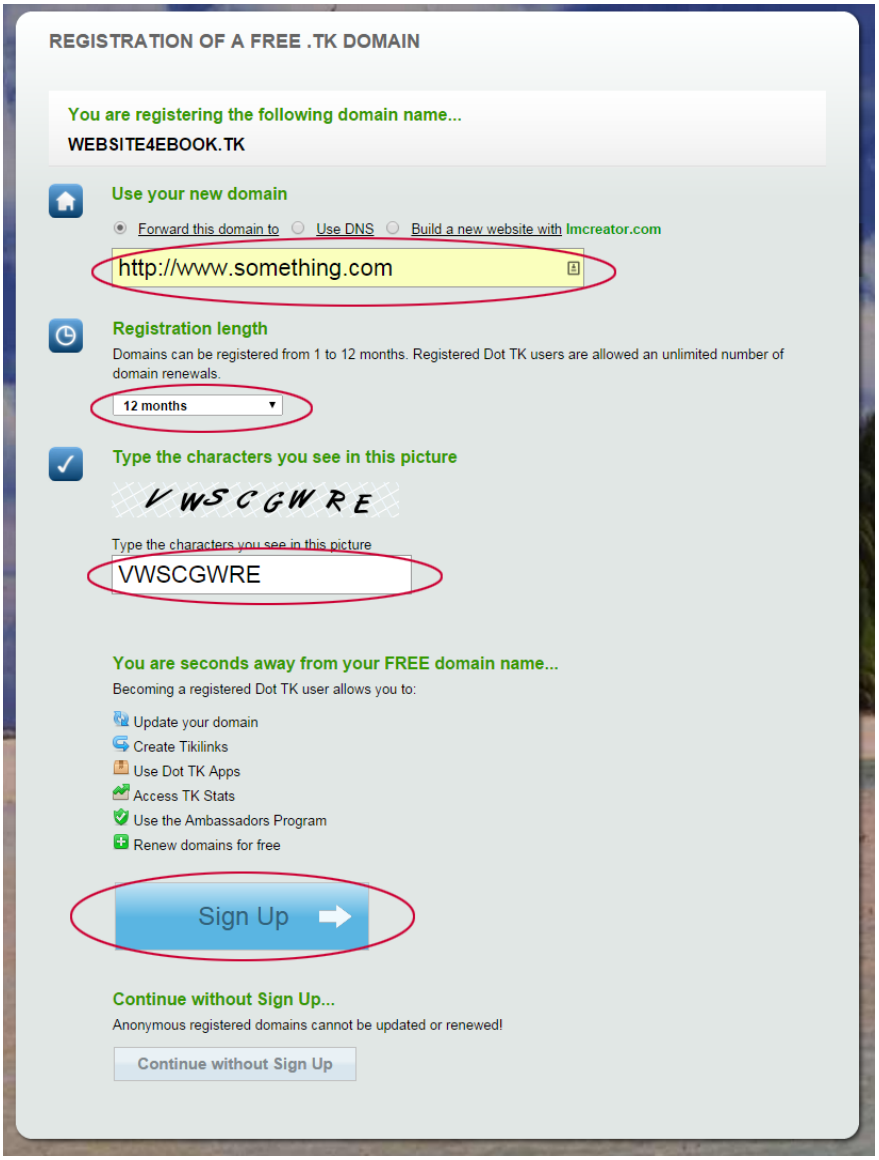

আমার দেয়া নামটি এ্যাভেইলএ্যাবল দেখাচ্ছে, কিভাবে বুঝবেন? হ্যাঁ, ইমেজটিকে খেয়াল করুণ –

Your are registering the following domain name…

WEBSITE4EBOOK.TK

এমন মেসেজ মানেই আপনার ডোমেইনটি এখনও অন্য কেউ রেজিস্টার করেনি। এবারে Use your new domain সেকশনের Forward the domain to ফিল্ডে একটা ডোমেইনের নাম দিন। এটার কোন কাজ নাই, আমি শুধুমাত্র এই পেজের প্রসেসটা শেষ করতে নামটি ব্যবহার করছি। এটি পরবর্তীতে কোন কাজে আসবে না আমি যেভাবে ডোমেইনটিকে মেনেজ করবো।

Registration length এ 12 months সিলেক্ট করে দিন, তারপর নিচের ক্যাপচা কোডটি ইমেজটির নিচের ফিল্ডে টাইপ করে দিয়ে Sign Up বাটনে ক্লিক করতে হবে। এতে করে একই পেজের নিচের দিকে নতুন অপশন চলে আসবে –

এখানে থেকে Share your new domain! চেকবক্সটি চেক থাকবে, সেটিকে আনচেক করে দিন। এবং নিচের email address লিখা এ্যাংকর লিঙ্কে ক্লিক করুণ তাহলে নিচের মত ইমেইল ফিল্ড আসবে। ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে Next করুণ –

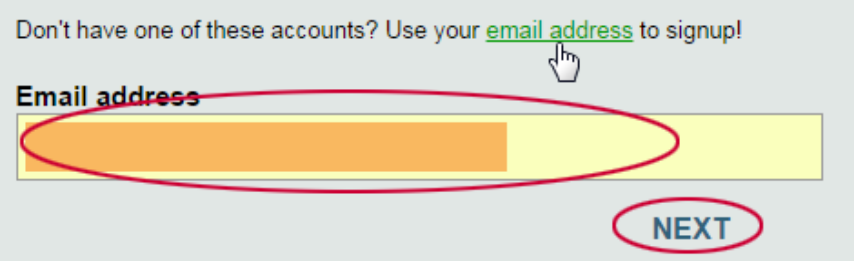

এবারে নিচের মত নাম এবং পাসওয়ার্ড দেয়ার ফিল্ড আসবে। সেখানে আপনার নাম এবং dot.tk ডোমেইন কন্ট্রোল প্যানেলে প্রবেশের পাসওয়ার্ড দিয়ে Creat Account এ ক্লিক করুণ –

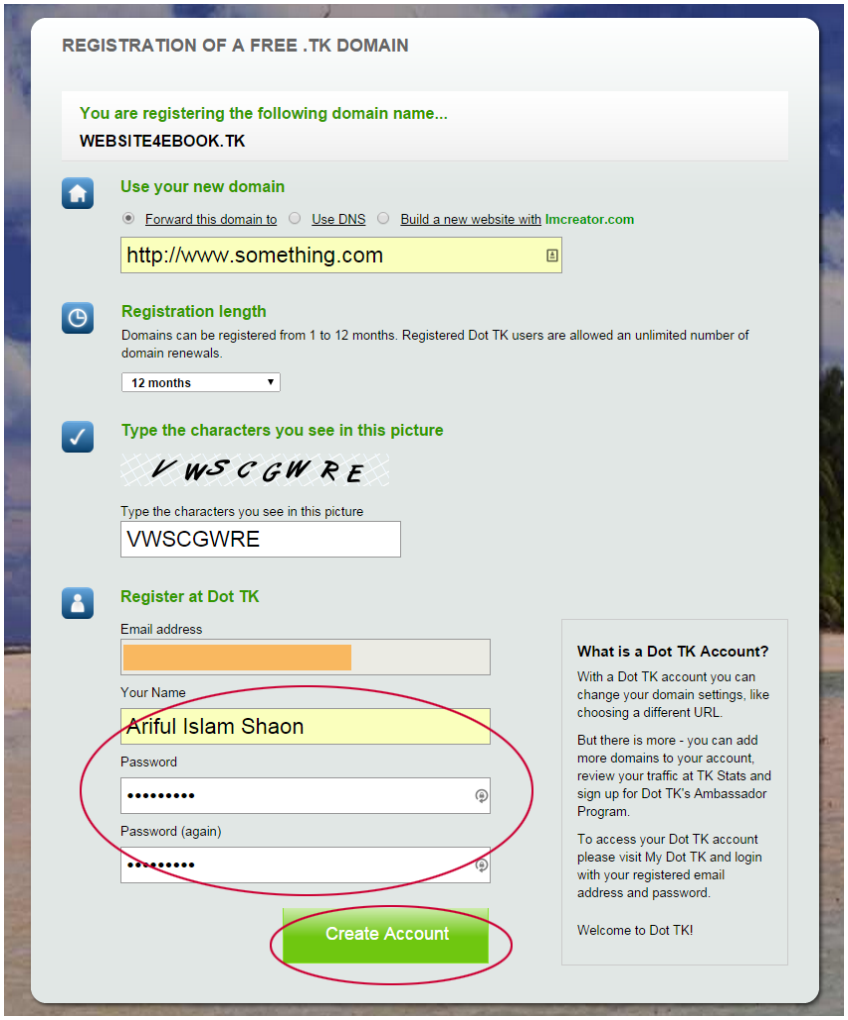

ডোমেইনটি সঠিকভাবে রেজিস্ট্রেশান হয়ে গেলে নিচের মত কনফার্মেশন পেজ পাবেন –

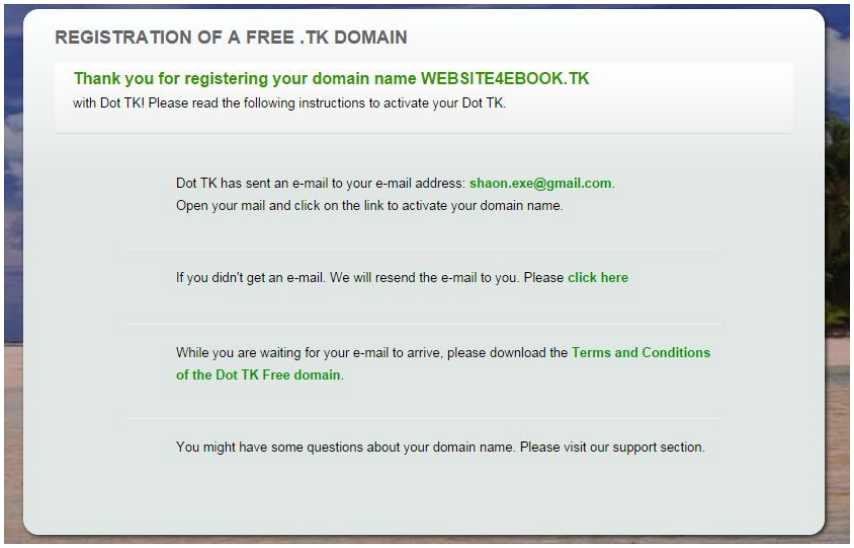

আপনি যে ইমেইল আইডি দিয়ে রেজিস্ট্রেশান করলেন সেই ইমেইল অ্যাকাউন্ট লগইন করুণ। সেখানে dot.tk থেকে একটি registration confirmation ইমেইল আসবে confirm কোড সহ। সেটা ওপেন করে কনফার্ম কোড এবং কনফার্ম কোড দেয়ার লিংক পাবেন। লিঙ্কে ক্লিক করুণ –

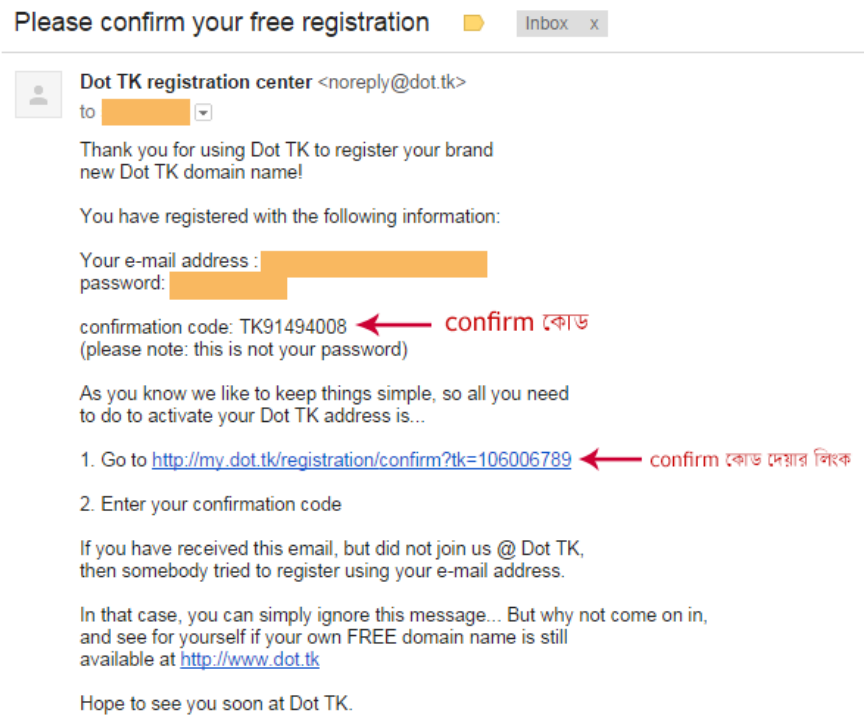

Please confirm your free registration Inbox x

Dot TK registration center <noreply@dot.tk>
to [redacted]

Thank you for using Dot TK to register your brand new Dot TK domain name!

You have registered with the following information:

Your e-mail address : [redacted]
password: [redacted]

confirmation code: TK91494008 ← confirm কোড
(please note: this is not your password)

As you know we like to keep things simple, so all you need to do to activate your Dot TK address is...

1. Go to http://my.dot.tk/registration/confirm?tk=106006789 ← confirm কোড দেয়ার লিংক

2. Enter your confirmation code

If you have received this email, but did not join us @ Dot TK, then somebody tried to register using your e-mail address.

In that case, you can simply ignore this message... But why not come on in, and see for yourself if your own FREE domain name is still available at http://www.dot.tk

Hope to see you soon at Dot TK.

এবারে, নিচের মত পেজটি ওপেন হলে confirm কোডটি লিখে দিয়ে CONFIRM ক্লিক করুণ –

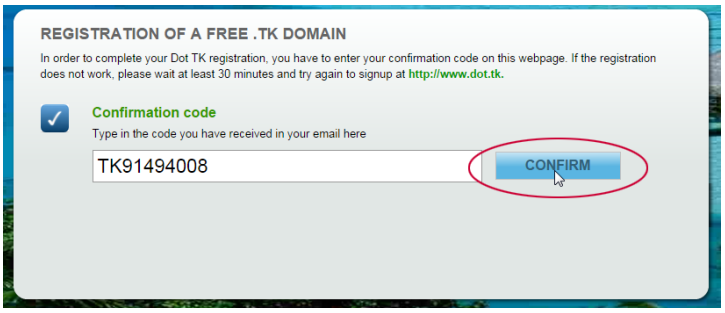

এরপর লগইন সেকশন পাবেন নিচের মত। ইমেইল আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুণ –

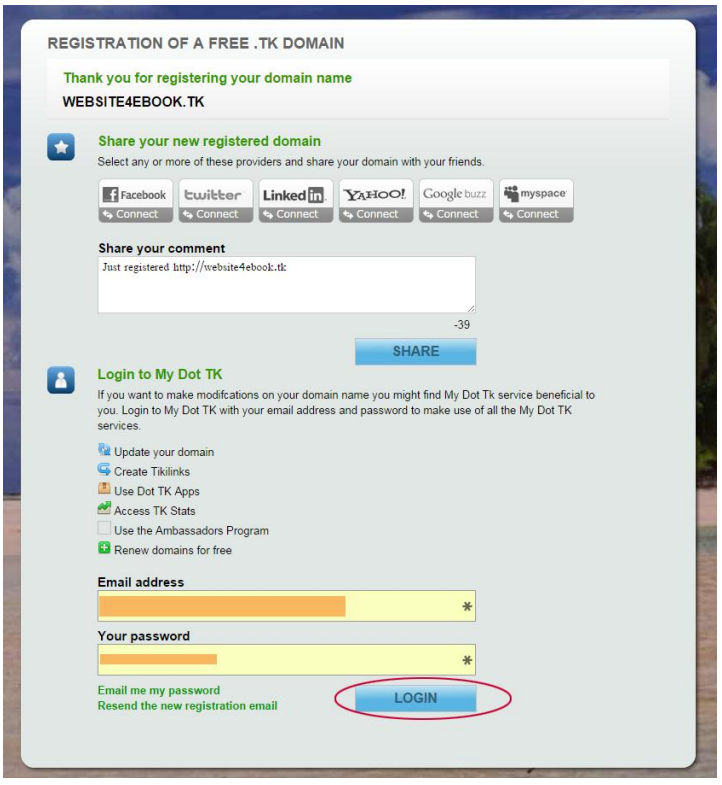

লগইন হলে নিচের মত Client Area পেক পাবেন –

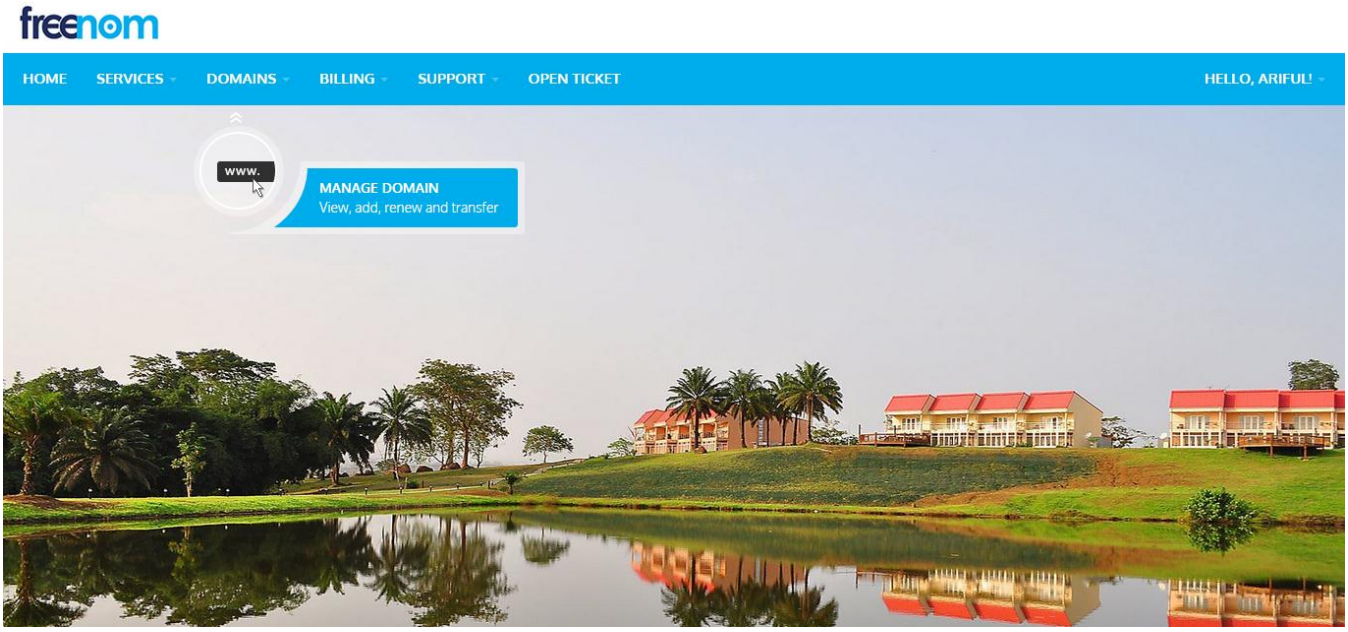

এই পেজের DOMAINS মেন্যু থেকে আমি ডোমেইনের সকল সেটিংসগুলো কনফিগার করবো। DOMAINS মেন্যু থেকে My Domains এ ক্লিক করলে সব রেজিস্টার্ড ডোমেইনগুলোর লিস্ট দেখা যাবে। তবে, আমাদের ডোমেইনের জন্য প্রয়োজনীয় সেটিংসগুলো ডোমেইন এবং হোস্টিং সেটিংস লেসনে দেখবো।

আপাতত ডোমেইন রেজিস্ট্রেশান লেসন এই পর্যন্তই! ☺

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ১৭
হোস্টিং ম্যানেজমেন্ট

হোস্টিং কি এবং কেনও –

আমরা ইতোমধ্যে ডোমেইন কি, কিভাবে কাজ করে, কিভাবে একটি ফ্রী ডোমেইন রেজিস্ট্রেশান করা যায় তার বিস্তারিত পদ্ধতি স্টেপ বাই স্টেপ জানলাম। এবারে আসা যাক হোস্টিং নিয়ে –

সহজ ভাষায় হোস্টিং বলতে কোন স্পেস বা জায়গাকে বুঝায়। হোস্টিং ছাড়া ডোমেইন চলতে পারে না। আমার ডোমেইন ছাড়াও হোস্টিং চলতে পারে না। এতেই বুঝা যায়, ডোমেইন এবং হোস্টিং একে ওপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ! ওয়েবসাইটের ফাইলগুলো যে স্থানে রাখা হয় তাকে হোস্টিং বলে বা আমরা জানি।

আরও বিস্তারিতভাবে বুঝতে চেষ্টা করি –

পিসি- তে আমার আমাদের ফাইল, অডিও, ভিডিও বা অন্যান্য যেকোনো ফাইলগুলো হার্ডডিস্কে রাখি, তাই না? প্রয়োজনে আমরা সেগুলো ব্যবহার করি, এডিট বা ডিলিট করি। একইভাবে একটি ওয়েবসাইটও চলে কিছু ফাইল, পেজ, ইমেজ বা কোডের সহযোগিতায়। আমরা যখন ব্রাউজার দিয়ে ফাইল বা পেজগুলোকে কল করি, তখন ওয়েবসাইট আমাদের কল অনুযায়ী সামনে রেজাল্ট দেখায়।

এখন কথা হচ্ছে, আমরা হার্ডডিস্ক ব্যবহার করে পিসি- তে ফাইল রাখি, ব্যবহার করি। ঠিক ওয়েবসাইটও পিসি থেকেই ব্রাউজ করি, তার ফাইল দেখি, সেগুলো নিয়ে কাজ করি। এটাও ঠিক? তাহলে প্রশ্ন হল, ওয়েবসাইট তার ফাইলগুলো কোথায় রাখে? হুম! এটা খুব সহজ কিন্তু একটি মারপ্যাঁচের ব্যাপার! ওয়েবসাইটও তার ফাইলগুলো হার্ডডিস্কেই রাখে। কনফিউশনে পরে গেলেন? ওয়েবসাইট তার ফাইলের জন্য যে হার্ডডিস্ক ব্যবহার করে সেটি কোথায় থাকে, এই ভেবে তাই না? হ্যাঁ, কনফিউশনতো বটেই। কারণ এই ব্যাপারগুলো টেকনিক্যালি বুঝতে হবে।

আমরা ওয়েবসাইটের যে ফাইলগুলো ব্যবহার করি সেগুলোও আপনার আমার ব্যবহার করা পিসি'র মতই কোন একটি পিসিতে থাকে। পার্থক্য শুধু একটুকুই, আমাদের পিসিতে ব্যবহৃত হার্ডডিস্কগুলোর সাইজ বর্তমান সময়ের কনফিগারেশন মতে খুব বেশি হলে ১ থেকে ২ টেরাবাইট বা তার কমও হতে পারে। কিন্তু, ওয়েবসাইট যে হার্ডডিস্কে ফাইল রাখে সেগুলো হাজার হাজার টেরাবাইট ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং অনেক উচ্চগতির সিস্টেম সফটওয়্যার, র‍্যাম, প্রসেসর ব্যবহার করে। কারণ, আমার আপনার মত লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী একই সাথে সেই হার্ডডিস্ক থেকে ফাইল লোড করে, ব্রাউজার করে ইচ্ছা মত এবং নির্বিঘ্নে। এই বিশাল সাইজের হার্ডডিস্ককেই বলা হয় ওয়েব সার্ভার। এটিকে রিমোট সার্ভারও বলা চলে, কারণ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে আমরা আমাদের ওয়েব সার্ভারে ঢুকতে পারি, কাজ করতে পারিই, যেমনটা আমারা যেকোনো স্থান থেকে টিভি রিমোট চেপে চ্যানেল পাল্টাই।

মূলত, এই সব কিছুর সমন্বিত রূপটিই হল, ওয়েব হোস্টিং।

ডোমেইনের মত হোস্টিং- ও দুই প্রকার।

১) ফ্রী হোস্টিং – এইগুলো কোনটি লাইফ টাইমের জন্য ফ্রী, আবার কোনটি কিছু কন্ডিশনের ওপর ভিত্তি করে ফ্রী। প্রথমত ১ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশান করতে হয় এবং পরবর্তী বছর রিনিউ করে আবারও ১ বছর চলাতে হয়। এভাবে আপনি যতদিন কন্টিনিউ করবেন ততদিন। ইন্টারনেটে সার্চ করতে অনেক ফ্রী হোস্টিং সার্ভার পাওয়া যাবে, তার মধ্যে সবচেয়ে পপুলার একটি ওয়েব হোস্টিং সার্ভার হল http://www.000webhost.com/ যারা কাজ শেখার জন্য হোস্টিং নিতে চান কিন্তু টাকা খরচ

করতে চান না, তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ সাইট। পেইড হোস্টিং- এর অনেক ফিচার এই সার্ভারে রয়েছে। যা আপনি ব্যাবহার করতে এক্সপার্ট হতে পারবেন।

২) পেইড বা প্রিমিয়াম হোস্টিং – এগুলোর জন্য আপনাকে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমান টাকা পে করতেই হবে। আপনি চাইলে শুরুতে ১ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশান করে পরবর্তী বছর গুলোতে রিনিউ করে চালাতে পারবেন, নয়তো শুরুর বছরেই একাধিক বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশান করে নিতে পারেন। এমন অনেক সার্ভার আছে যারা সর্বনিম্ন ১/৩ মাসেও হোস্টিং দিয়ে থাকে। আপনি ব্যবহার করে তাদের সার্ভারে সন্তুষ্ট হলে লং টাইমের জন্য সাবসক্রিপশন নিতে পারবেন। আবার কোন কোন ওয়েবহোস্টিং কোম্পানি আছে যারা পেইডের পাশাপাশি ফ্রী ওয়েব হোস্টিংও সার্ভ করে। সারা বিশ্বে অনেক পেইড হোস্টিং সেলার কোম্পানি আছে। যেমনঃ http://www.hostgator.com/ আমি নিজেও ডোমেইন সেল করি। চাইলে আমার থেকেই ডোমেইন কিনতে পারেন এই লিঙ্কে গিয়ে - http://www.rangpursource.com/our-services/

যাইহোক, যেহেতু আমরা এখনও শিখার মাঝে আছি এবং শিখছি, তাই আমরা ফ্রী হোস্টিং নিয়েই কাজ করবো। এজন্য আমি আপনাদের http://www.000webhost.com/ এ কিভাবে রেজিস্ট্রেশান করতে হয় তা সচিত্র দেখাবো।

হোস্টিং রেজিস্ট্রেশান –

প্রথমেই http://www.000webhost.com/ অ্যাড্রেসে ভিসিট করি। নিচের মত পেজ পাবো –

এবার Free Hosting প্লানের নিচের দিকে মাউস স্ক্রল করি এবং Sign Up বাটনে ক্লিক করি। তাহলে নিচের মত পেজ পাবো, যেখানে আপনাকে একটি ডোমেইন, নাম, মেইল এবং হোস্টিং অ্যাকাউন্টে লগইন করার পাসওয়ার্ড, ক্যাপচা কোড এবং টার্মস অব সার্ভিসে চেক করে দিতে হবে। ডোমেইনের জন্য দুটি ফিল্ড থাকে। প্রথমটিতে আপনার ডোমেইনের নাম দিন, যেমন আমি সদ্য রেজিস্টার করা website4ebook.tk অ্যাড্রেসটি দিবো। এবার অন্যান্য ইনফোগুলো সঠিকভাবে পূরণ করুণ –

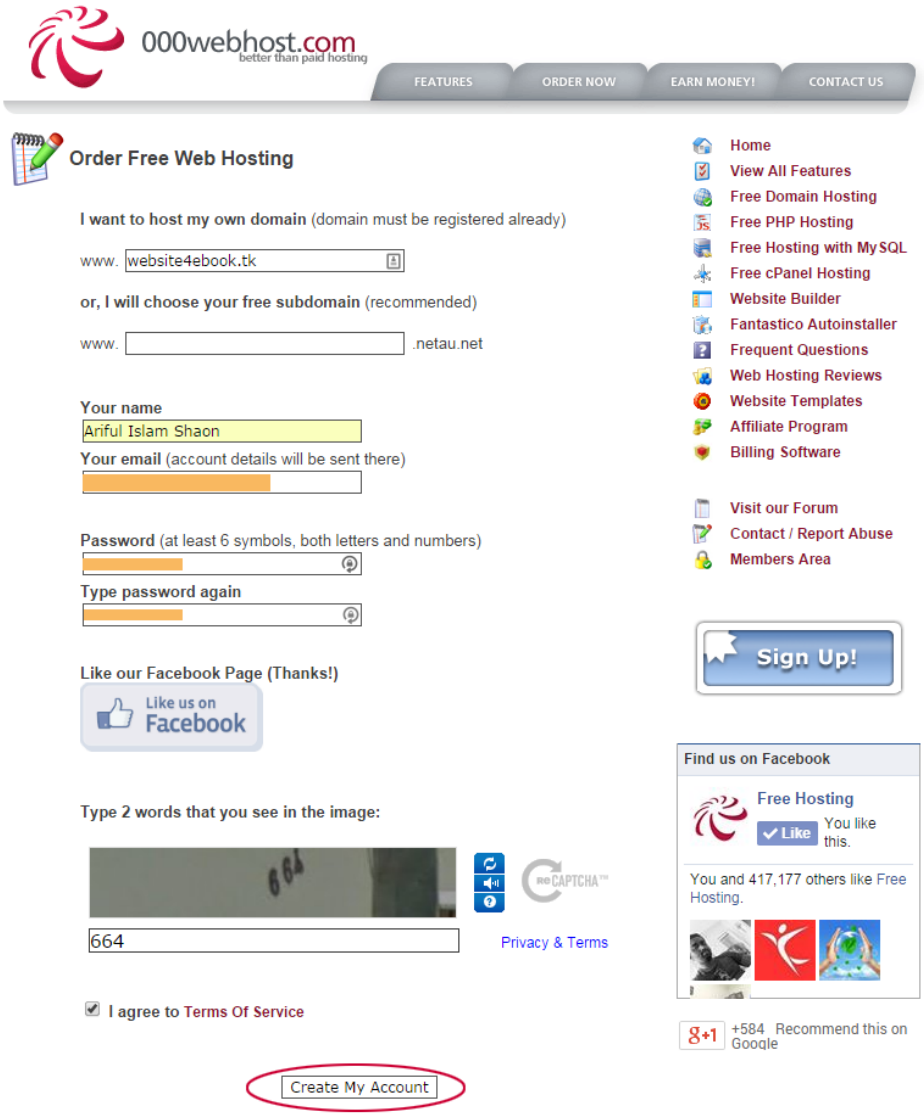

এবার Creat My Account বাটনে ক্লিক করুণ। নিচের মত পেজ পাবেন –

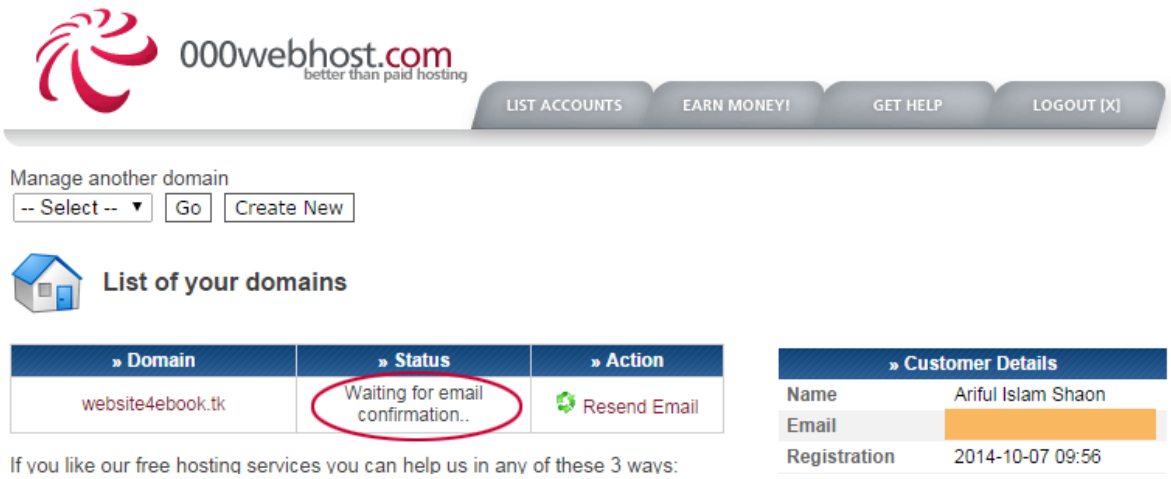

উপরের ইমেজে দেখা যাচ্ছে, অ্যাকাউন্ট Status “Waiting for email confirmation..” তার মানে রেজিস্ট্রেশান হবার পর আমার দেয়া ইমেইল অ্যাড্রেসে একটি ভেরিফিকেশন লিংক পাঠানো হয়েছে অ্যাকাউন্ট কনফার্মেশন ইনফো সহ। এবারে, মেইলে লগইন করলে কনফার্ম ইমেইল দেখতে পাবো পাবো। মেইল টাইটেল/সাবজেক্ট থাকবে “Confirm your registration”. সাবজেক্টে ক্লিক করে মেইল ওপেন করলে নিচের মত কনফার্ম ইনফো পাবো। সেখানেই কনফার্মেশন লিঙ্কে ক্লিক করুণ –

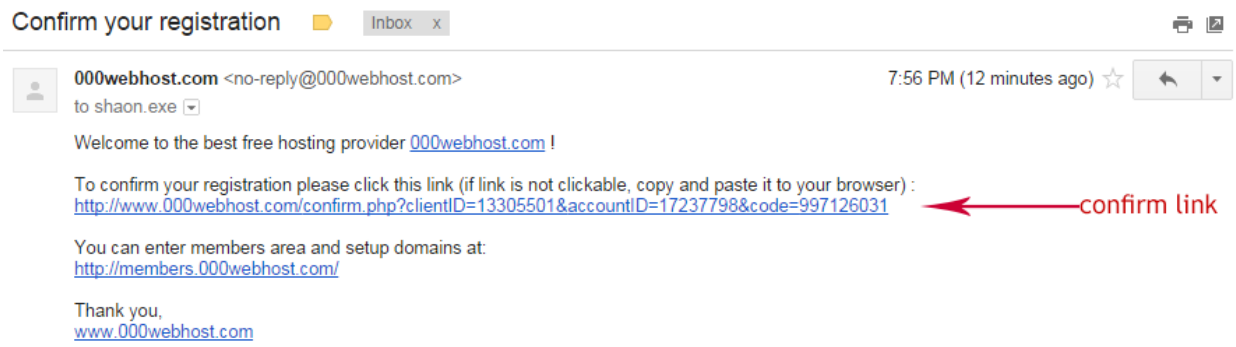

কনফার্মেশন লিঙ্কে ক্লিক করা মাত্র আপনার অ্যাকাউন্টের স্ট্যাটাস দেখাবে “Building...” এবং একটি ওয়েলকাম ইমেইল আসবে মেইলে লগইন ইমেইল এবং পাসওয়ার্ড। তারপর কয়েক সেকেন্ড ওয়েট করে Refresh Status এ ক্লিক করুণ –

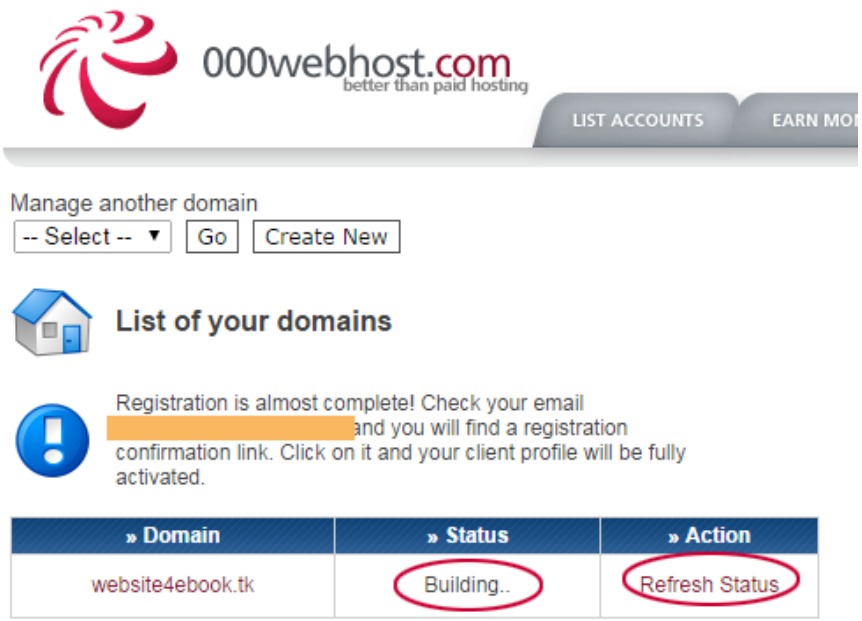

এবারে নিচের মত অ্যাকাউন্ট স্ট্যাটাস এবং একশন এবং আরেকটি Account Ready ইমেইল পাবেন অ্যাকাউন্ট সব লগইন ইনফো সহ –

Active এর অর্থ হল আপনার অ্যাকাউন্ট রেডি এবং আপনি এখন হোস্টিং সিপ্যানেলের সব ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে থেকে Go to CPanel লিঙ্কে ক্লিক করুণ। তাহলে নিচের মত সিপ্যানেলের সব ফিচার এবং DNS (Domain Name Server) দেখতে পারবেন –

000webhost.com
better than paid hosting

LIST ACCOUNTS | EARN MONEY! | GET HELP | LOGOUT [X]

Manage another domain
website4ebook.tk ▾ Go Create New

Your domain is not yet pointing to our servers, so services such as FTP, Website Builder or File Manager **may not work**. You need to update nameservers to **ns01.000webhost.com**, **ns02.000webhost.com** for your domain. This warning will be removed once your domain will start resolving to our servers (24-48 hours after the nameserver update). How to update the nameservers?

» Main Menu

View Account Details | Getting Started Information | Frequently Asked Questions | Change Account Password | Upgrade Account!

» Domains

Subdomains | Parked Domains | Add-on Domains | Domain Tools | Website Promotion Guide

» Sponsors

» Get a Premium Domain Name!

Get **YourDomain.com** for free!

Enter domain name, for example *yourdomain.com*
www. [ ] .com ▾

Check ->

* Order our paid hosting service and we will register a personal domain name for you and give unlimited disk space / bandwidth for your website! Get learn more check our upgrade page or go to our premium hosting website www.Hosting24.com directly.

» Email

Manage Email Accounts | WebMail | Email Forwarders | Modify MX Record | More Email Services

» Useful Stuff

1-Click Website Restore | 1-Click Database Restore | Website Templates | Website Stats | Check Domain Pagerank | Stats Tracking Code

» Files

View FTP Details | File Manager | Another File Manager | Disk Space Usage | Backups

» Software / Services

Zyro Website Builder | Old Website Builder | Script Autoinstaller | MySQL | phpMyAdmin

» Advanced

Password Protect Directories | Cron Jobs | Redirects | IP Deny Manager | HotLink Protection

» Account Tools

Cleanup / Reload Account | Fix File Ownership | Fix File Permissions | Remove Inactivity Ads | Activity Log | Cancel / Delete Account

If you like our free hosting services you can help us in any of these 3 ways:

Put a link from your website
You can help us by putting a link from your website to http://www.000webhost.com/, get HTML code here.

Donate by Paypal
If you found our services useful - send a donation. Each dollar will help us to run this free web hosting service.

Upgrade your account!
Want a faster more reliable and truly **unlimited** web hosting service? Upgrade your account and you will get the best available web hosting service for just $4.84 per month.

» Account Information

Domain	website4ebook.tk
Username	a9624927
Password	******
Disk Usage	0.02 / 1500.0 MB
Bandwidth	100000 MB (100GB)
Home Root	/home/a9624927
Server Name	**server27.000webhost.com**
IP Address	31.170.160.91
Apache ver.	2.2.19 (Unix)
PHP version	5.2.*
MySQL ver.	5.1
Activated On	2014-10-07 10:14
Status	Active
Plan	**Free (Upgrade!)**

Find us on Facebook
Free Hosting
Like You like this.
You and 417,194 others like Free Hosting.
Facebook social plugin

Warning মেসেজটি ভালো মত খেয়াল করুণ এবং বুঝতে চেষ্ঠা করুণ। আমি বাংলায় এর সারমর্ম ট্রান্সলেট করে দিলাম –

> *"আপনার ডোমেইনটি আমাদের সার্ভারের সাথে এখনও যুক্ত হয়নি, তাই FTP, Website Builder অথবা File Manager এর মত সার্ভিসগুলো এখন কাজ নাও করতে পারে। আপনার ডোমেইনকে ns01.000webhost.com, ns02.000webhost.com নেমসার্ভার দ্বারা আপডেট করতে হবে। আপনি এই কাজটি করার পরপরই এই ওয়ার্নিং মেসেজটি মুছে যাবে(২৪- ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আপডেট হবে)"*

এখানে বলে রাখা ভালো, আপনার হোস্টিং কোম্পানি অনুযায়ী DNS এর নাম হবে। যেহেতু আমরা 000webhost এর হোস্টিং ব্যবহার করবো, তাই আমাদের DNS হবে - ns01.000webhost.com, ns02.000webhost.com

তো হয়ে গেলো আমাদের হোস্টিং অ্যাকাউন্ট তৈরি কাজ।

এবারে আমরা দেখবো কিভাবে ডোমেইন এবং হোস্টিংকে DNS এর মাধ্যমে যুক্ত করে আমাদের ওয়েবসাইটের সব ফাইল আপলোড করার জন্য রেডি করতে পারি –

000webhost.com এবং .tk ডোমেইনের সিপ্যানেল freenom.com এ একসাথে লগইন করি। freenom.com অ্যাকাউন্ট থেকে Domains মেন্যু থেকে My Domains-তে ক্লিক করি –

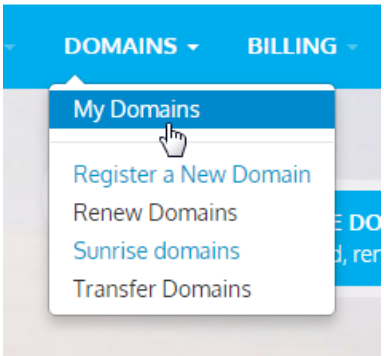

My Domains-তে ক্লিক করলে অ্যাকাউন্ট থেকে অটো লগআউট হতে পারেন। এটি হয় সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে। আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুণ। এবারে নিচের মত পেজ দেখতে পাবেন। সেখানে আপনার ইতোমধ্যে রেজিস্টার্ড সব ডোমেইন লিস্ট আকারে পাবেন –

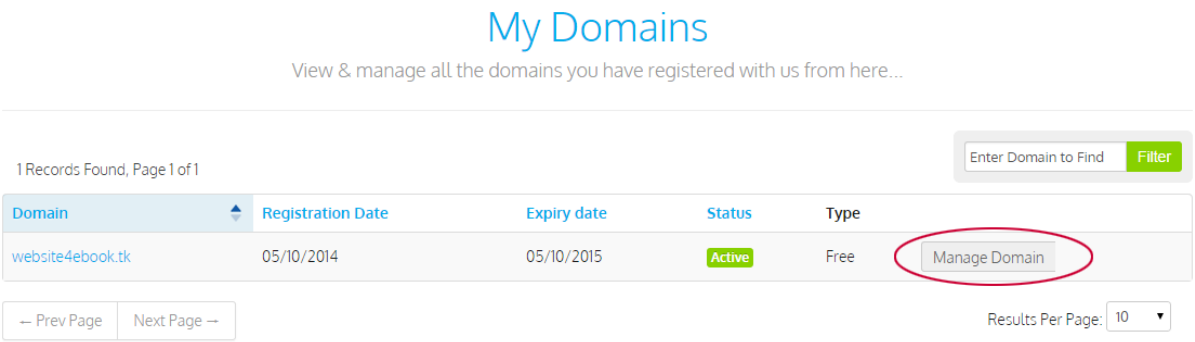

Manage Domain এ ক্লিক করুণ, নিচের মত পেজ পাবেন। সেখানের Management Tools মেন্যু থেকে Nameservers সাবমেন্যুতে ক্লিক করি –

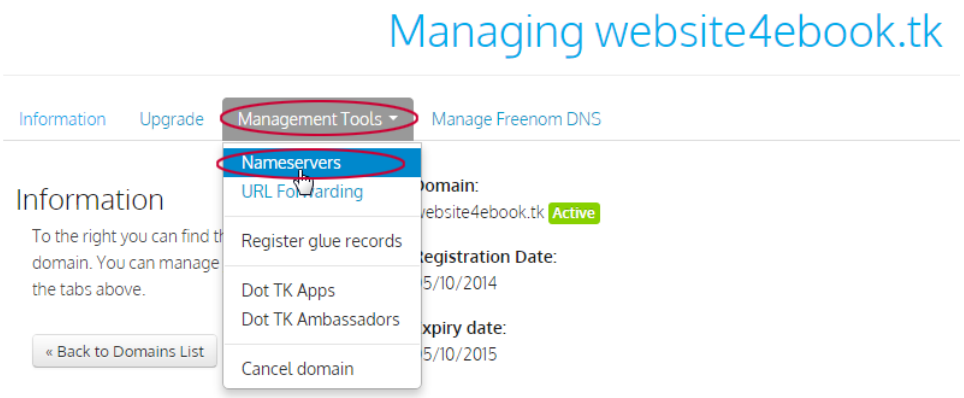

Nameservers সাবমেন্যুর সব অপশন আসবে নিচের মত –

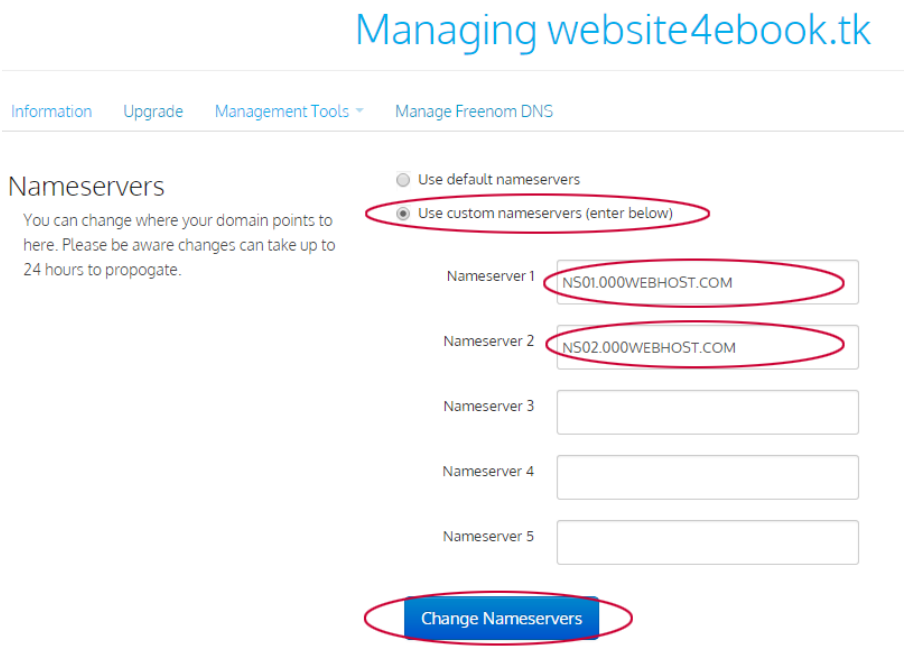

Use custom nameservers (enter below) চেক করে আপনার হোস্টিং সার্ভারের DNS(Domain Name Server) বসিয়ে দিয়ে Change Nameservers এ ক্লিক করুণ। সেটিংস আপডেট হতে ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করুণ। জেনে রাখা ভাল, সার্ভার ভেদে ডিএনএস অ্যাড্রেস কখনও ২টির বদলে ৪টিও হতে পারে। তবে প্রথম দুটিই প্রাইমারী। পরের গুলো অপশন বা ব্যাকআপ ডিএনএস।

এবারে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটি ব্রাউজ করুণ। সাইটটি ওয়েব ব্রাউজারে লাইভ দেখতে পাবেন।

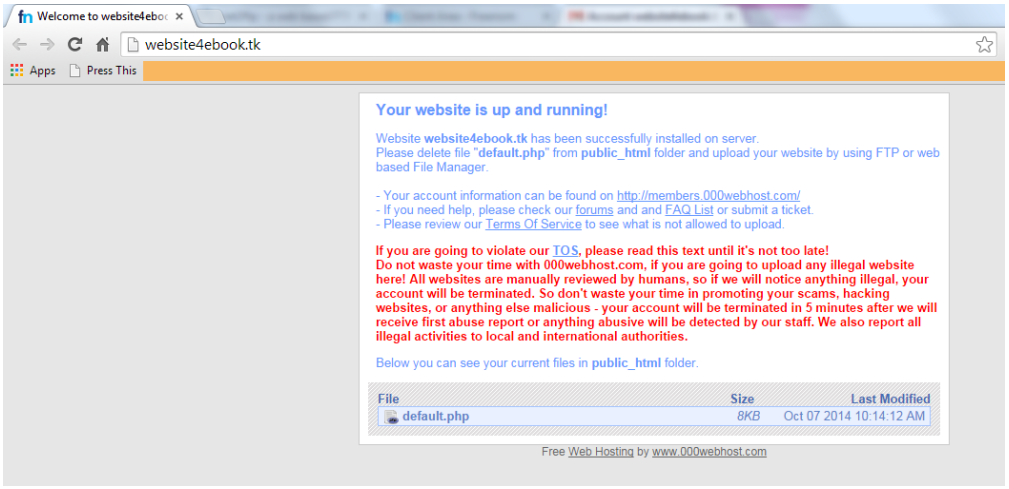

যেহেতু, আমরা এখনও আমাদের ওয়েবসাইটের কোন ফাইল সার্ভারে আপলোড করিনি। তাই উপরের ইমেজের মত ফাইল আপলোড করার ইন্সট্রাকশন ইনফোগুলো দেখতে পাবো।

আমাদের ডোমেইন এবং হোস্টিং কনফিগারেশন সম্পন্ন হল।

এবারে দেখবো কিভাবে সার্ভারে ওয়েবসাইটের ফাইল আপলোড করে ওয়েবসাইটকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এ পাবলিশ করতে হয় –

ওয়েবসাইটের ফাইল দু'ভাবে সার্ভারে আপলোড করা যায়। যেমনঃ ১) সিপ্যানেলের File Manager দিয়ে এবং ২) FTP সফটওয়্যার দিয়ে।

সিপ্যানেলের File Manager দিয়ে আপলোড করা কিছুটা ঝামেলা কারণ একটি একটি করে ফাইল আপলোড করতে হবে। কিন্তু, FTP (File Transfer Protocal) সফটওয়্যার দিয়ে অনেক দ্রুত এবং সহজে একই সাথে অনেক ফাইল আপলোড/ডাউনলোড করা যায়। সবচেয়ে পপুলার FTP সফটওয়্যার হল "FileZilla". সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে দিয়ে ইন্সটল করে নিন এই https://filezilla-project.org/ লিঙ্ক থেকে।

চলুন এবারে ফাইল আপলোড পদ্ধতি শিখে ফেলি –

FileZilla সফটওয়্যারটি ওপেন করি, নিচের মত FileZilla সফটওয়্যারের ইন্টারফেস স্ক্রিন পাবো –

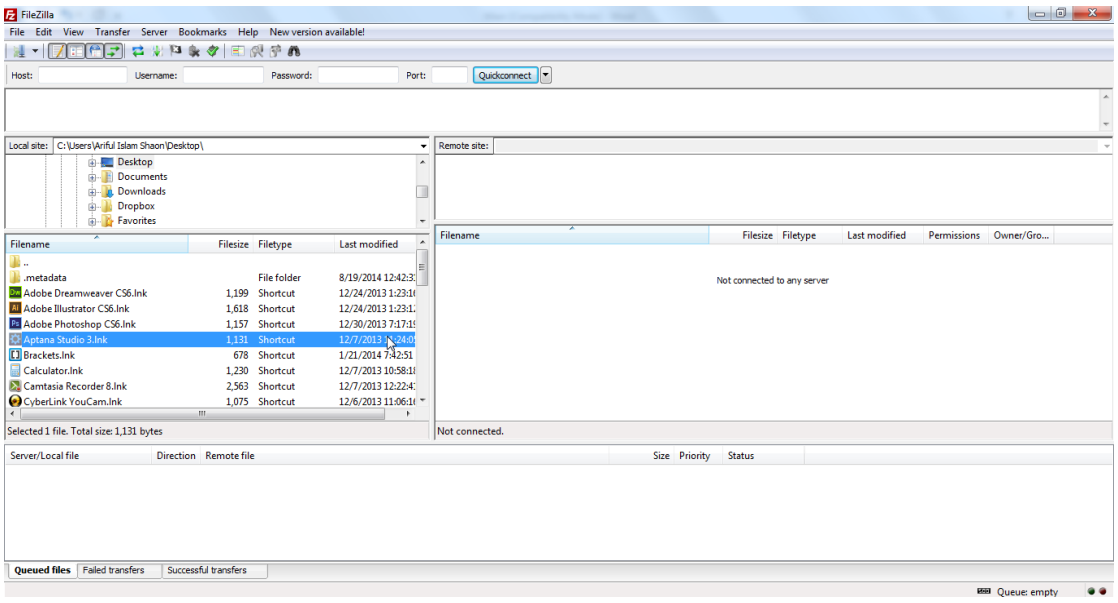

FileZilla সফটওয়্যারের ওপরের অংশ, যেখানে Host, Username, Password, Port এসব লিখা আছে সেখানে আপনার ওয়েবসাইটের সার্ভার ইনফো বসান । সার্ভার ইনফোগুলো আপনি ইতোমধ্যে Account Ready! মেইলে পেয়েছেন। তাই, মেইলটি চেক করে তারপর ইনফোগুলো বসান –

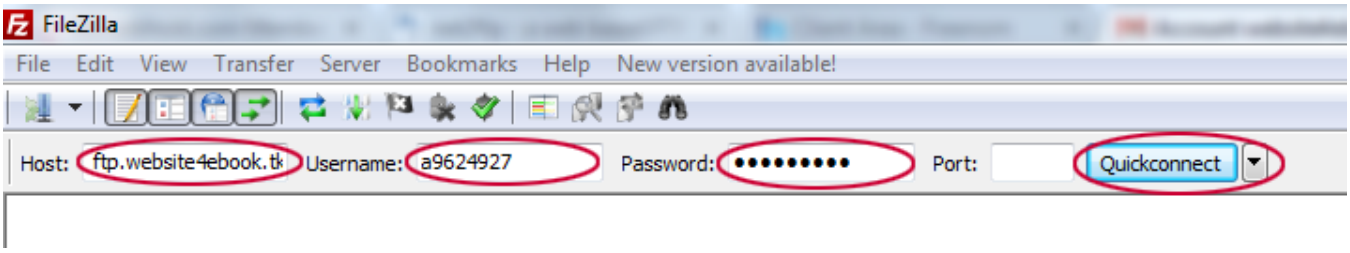

আমি বসিয়েছি, Host = ftp.website4ebook.tk (এখানে আপনার ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস দিন), Username = এটা অটো তৈরি হয়। 000webhost এ লগইন করলেই এটি দেখতে পাবেন, কারণ আমার এবং আপনার Username একই হবে না। নিচের ইমেজটিতে Username এর লোকেশান দেখুন -

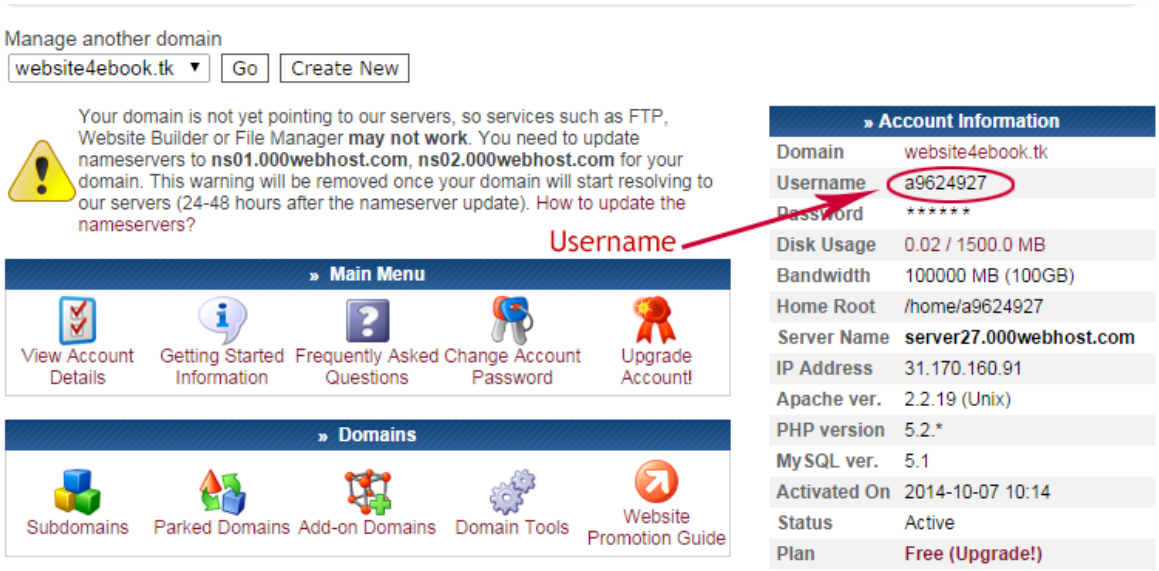

Password = আপনি হোস্টিং অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশান করার সময় যে পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন সেটি। Port ফিল্ডটি ফাঁকা রেখে Quickconnect এ ক্লিক করুণ। এবারে নিচের মত সার্ভারের ফাইল পাথ দেখতে পাবেন –

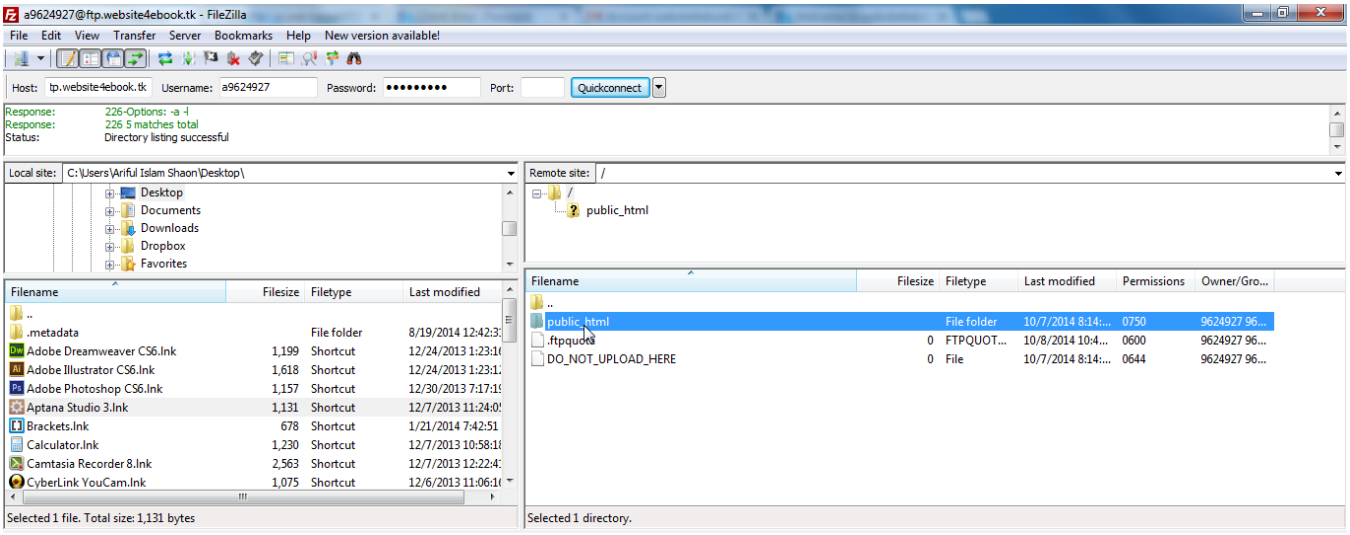

public_html পাথ/ ফোল্ডারেরই আমাদের ওয়েবসাইটের সব ফাইল, ইমেজ, কোড আপলোড করবো। ডাবল ক্লিক করে public_html ফোল্ডারে ঢুকে পড়ুন। public_html এর ভেতরে 000webhost বাই ডিফল্ট কিছু ইন্সট্রাকশন ইনফো ফাইল দিয়ে রাখে। যা আমরা ডিএনএস সেট করে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটি ব্রাউজ করে দেখতে পেয়েছি। মূল ইনফো ফাইলটির নাম default.php –

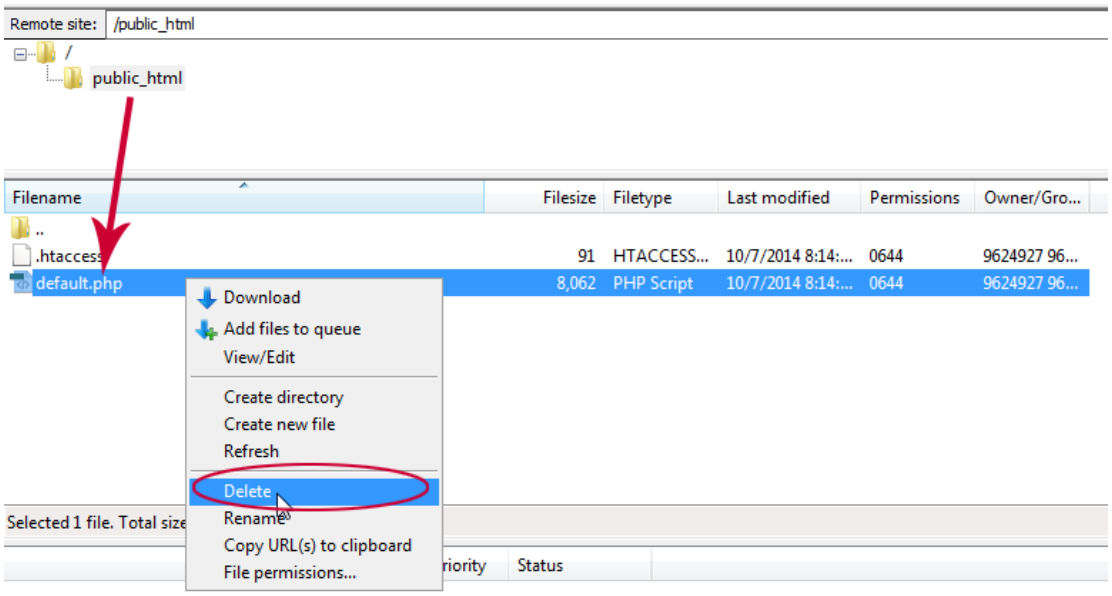

.htaccess ফাইলটি রেখে default.php ফাইলটি সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিন। কারণ, আমরা আমাদের নিজের তৈরি ফাইল, ইমেজ এবং কোড আপলোড করবো। এখানে আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে .htaccess ফাইলটি কেনও ডিলিট করলাম না। করলাম না কারণ, .htaccess ফাইল সার্ভারে আপনার ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ফাইল, ফোল্ডারের সিকিউরিটি, প্রাইভেসি, প্রোটেকশন নিশ্চিত করে। তাই, এটি ডিলিট করা করাই উত্তম।

এবারে আমাদের ওয়েবসাইটের ফাইল আপলোডের পালা –

আপনার ওয়েবসাইটের ফাইলগুলো যে লোকেশানে আছে সেখানে যান, FileZilla থেকে হার্ডডিস্কের ফাইল লোকেশানে যেতে FileZilla ইন্টারফেসের বাম পাশের Local site: সেকশন থেকে আপনার হার্ডডিস্ক ড্রাইভগুলোতে নেভিগেট করুণ –

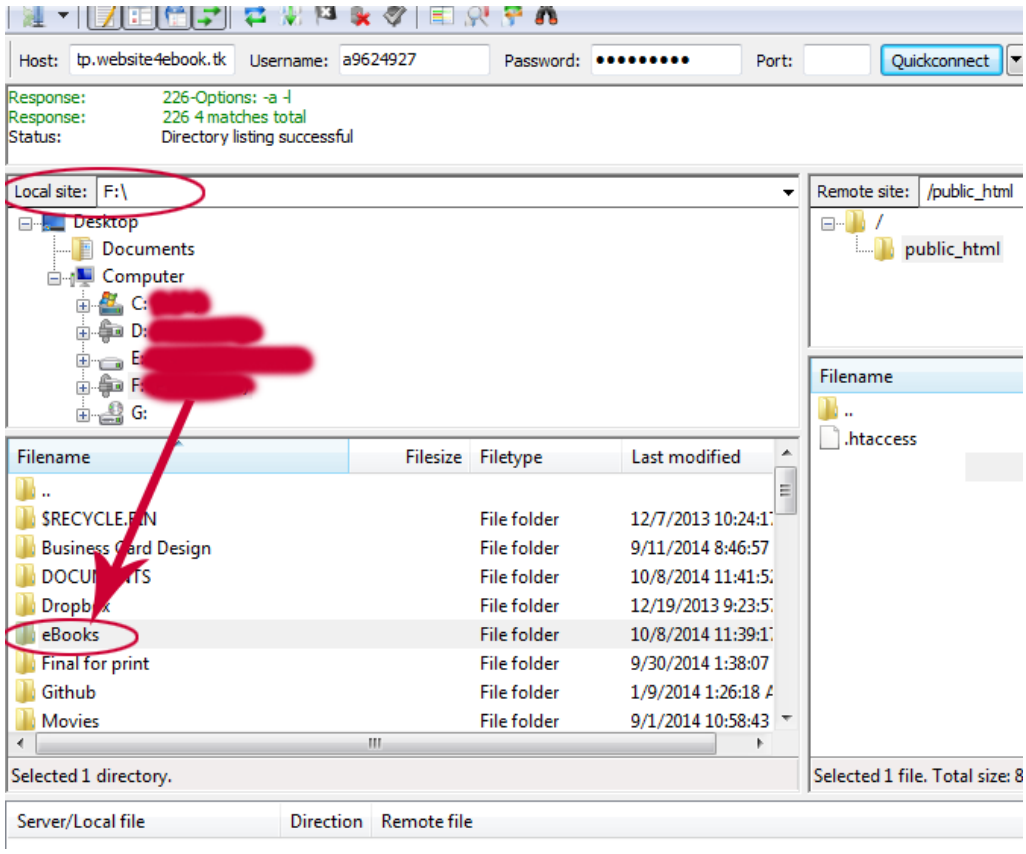

লোকেশান নেভিগেট করা হয়ে গেলে। যে ফাইলগুলো আপলোড করা দরকার সেগুলো সিলেক্ট করে মাউস রাইট ক্লিক করে Upload অপশনে ক্লিক করি –

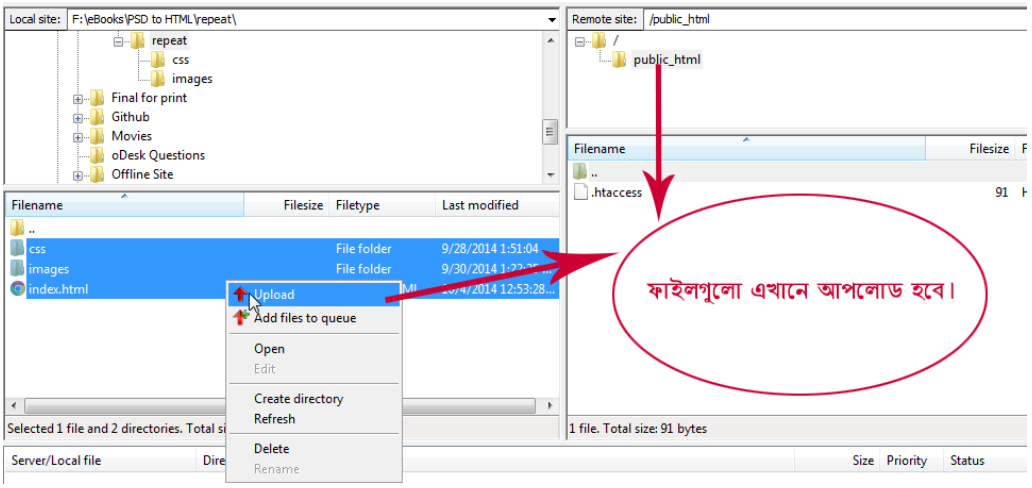

অবশ্যই সরাসরি public_html ফোল্ডারেই অথবা public_html ফোল্ডারের ভেতরের অন্য আরেকটি সাব ফোল্ডারের ভেতরে আপলোড করতে হবে। ফাইলগুলো আপলোড হয়ে গেলে উপরের ইমেজে দেখানো “ফাইলগুলো এখানে আপলোড হবে।” সেকশনে দেখাবে –

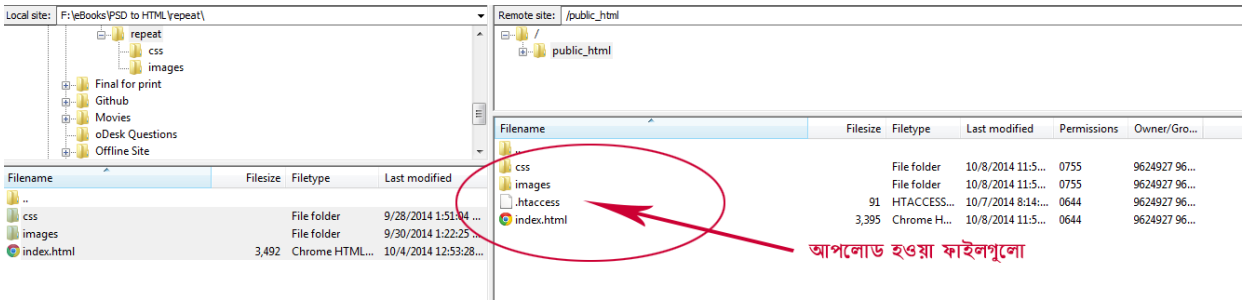

এবারে, ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটি ব্রাউজ করি। নিচের মত রেজাল্ট দেখতে পাবেন –

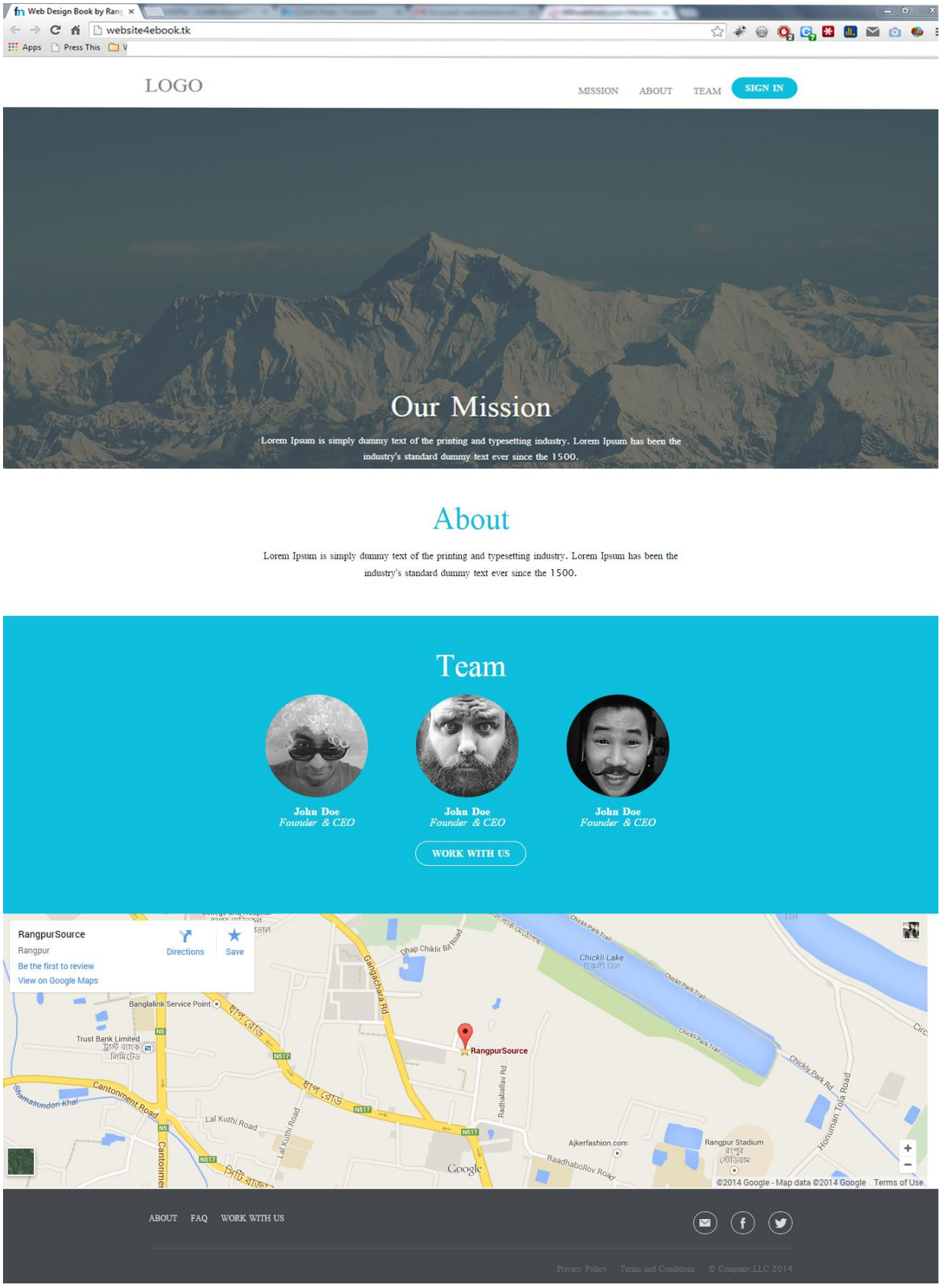

Congratulation! আমাদের ওয়েব সাইটটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে পাবলিশ হয়েছে! ☺

Our Services:

Web Design and Development
eCommerce Web Development,
Software Development
Mobile Application Development,
Domain and Hosting Sales
Paid Bangla Video Tutorials,
Paid Bangla eBook,
IT Consultancy.

Our Strategy:

Establishing Communication,
Taking/Generating Ideas,
Setting up Requirements,
Ideas Implementation,
Creating Software Architecture,
System Testing/Debugging,
Taking Final Feedback,
Release to Customer.

Our Skillsets

PHP
ASP.NET
MySQL
MSSQL
WordPress
OpenCart
Megento
Joomla

HTML5
CSS3
SASS
LESS
Twitter Bootstrap
JavaScript
jQuery
JAVA

Contact Us

http://www.rangpursource.com
http://www.blog.rangpursource.com
info@rangpursource.com
Cell# 01741999641, 01839124612

অধ্যায়ঃ ১৮
অনপেজ এসইও

সহজভাবে বলতে গেলে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা এসইও (SEO) হচ্ছে ওয়েবসাইট বা প্রোডাক্টের অনলাইন মার্কেটিং সেকশন। যারা এসইও নিয়ে কাজ করেন তাদের সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার বলে। যাইহোক, আপনি একটি সার্ভিস প্রোভাইডিং ওয়েবসাইট বা প্রোডাক্ট তৈরি করলেন যা অনলাইন থেকে সেল হবে। কিন্তু, শুধু তৈরি করে রাখলেই কি সেল হবে? আপনার ওয়েবসাইট বা প্রোডাক্টটির প্রচার থাকতে হবে। তবেই না সেল, অতঃপর আয়!

এই সেল এবং আয় হবার জন্য পূর্ব থেকেই আপনার ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ক্রেতা বা গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এসইও এর মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

যেহেতু, আমার এই বইটি ওয়েবসাইট তৈরি নিয়ে; তাই প্রসঙ্গক্রমে আমাদের এই ওয়েবসাইটটিকেই প্রোডাক্ট হিসেবে লক্ষ্য করে এসইও করার পদ্ধতি দেখাবো।

এখন কথা হল, এসইও মোটেই সহজ এবং ছোট কাজ নয়। এটি এতো বড় একটি সেক্টর যে লিখতে চাইলে এমন ১০০০ পেজের একটি বই লিখেও শেষ করা যাবে না। এবং অনেক সময় এবং শ্রম ব্যয় করতে হবে। ইন্টারনেটে ঘাঁটলে দেখতে পাবেন অনেক ধরণের এসইও সিস্টেম। তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট দুটি ধরণ হল, **অনপেজ** এবং **অফপেজ** এসইও।

আমি মূলত এই লেসন অনপেজ এসইও এর একটি পার্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। যাতে করে একজন ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভেলপার হিসেবে এসইও ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন, আর এসইও ফ্রেন্ডলি ওয়েব ডিজাইনার এবং ডেভেলপারদের চাহিদা এখন অনেক বেশি।

অনপেজ এসইও নিয়ে আলোচনার করার পূর্বে অনপেজ এবং অফপেজ এসইও নিয়ে সংক্ষেপে ধারনা নেয়া জরুরী –

অনপেজ এসইওঃ

একটি ওয়েবসাইটের পেজের ইলিমেন্টগুলোর (এইচটিএমএল ট্যাগ) মধ্যে যে এসইও টেকনিক ব্যবহার করা হয়, সেটিকেই অনপেজ এসইও বলা হয়। যেমনঃ মেটা ইলিমেন্ট, টাইটেল, এ্যাট্রিবিউট অপটিমাইজেশন। এই অপটিমাইজেশন পদ্ধতিকে ওয়েব এ্যাক্সিসিবিলিটি টেকনিক বলা হয়।

অফপেজ এসইওঃ

একটি ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ক্রেতা বা গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দিতে উক্ত ওয়েবসাইটের পেজ বহির্ভূত কিন্তু পেজ বা সাইটটিকে লক্ষ্য করে মার্কেটিং এর জন্য যে এসইও টেকনিক ব্যবহার করা হয়, সেটিকে অফপেজ এসইও বলা হয়। যেমনঃ সার্চ ইঞ্জিন সাবমিশন, ডিরেক্টরি সাবমিশন, ফোরাম পোস্টিং ইত্যাদি।

তো চলুন শুরু করা যাক অনপেজ এসইও পর্ব –

ওয়েব এ্যাক্সেসিবিলিটি টেকনিক –

আমরা সচারচর যেসব ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি সেগুলো এসইও ফ্রেন্ডলি কিনা এগুলো বুঝতে হলে আপনাকে পেজের সোর্স কোড দেখতে হবে। কিন্তু, সোর্স কোডে কি দেখবেন? এই বিষয়টিই আপনাকে বুঝতে হবে সবার আগে। বইয়ের একদম শুরুর দিকে ওয়ার্ল্ডের সর্ব প্রথম ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিয়েছিলাম। সেই ওয়েবসাইটটি দেখেছেন? না দেখলে দেখে আসুন। কোন ধরণের স্টাইল ছাড়া শুধুমাত্র টেক্সট নির্ভর ওয়েবসাইট ছিল সেটি। কিন্তু কালের বিবর্তনে আমরা আজ যেসব ওয়েবসাইট দেখি সেগুলো ডিজাইন এবং আউটলুক অনেক রিচ কোয়ালিটির। কিন্তু, বাস্তবতার দিক দিয়ে **এসইও ফ্রেন্ডলি** ওয়েবসাইটের জন্য এই ডিজাইন এবং আউটলুকের কোন ভ্যালু নাই। কারণ, সার্চ ইঞ্জিন শুধুমাত্র টেক্সট পড়তে পারে, ইমেজ বা কোন রং পড়তে পারে না। সার্চ ইঞ্জিন আপনার এই দৃষ্টিনন্দন ওয়েবসাইটকে বেইল দিবে না যদি না আপনার ওয়েবসাইটটি যথাযথভাবে নুন্যতম এসইও করা না থাকে।

তাই, অনপেজ এসইও এর একটি সেকশন "ওয়েব এ্যাক্সেসিবিলিটি" এসইও মেথড অবশ্যই প্রতিটি ওয়েবসাইটে ইমপ্লিমেন্ট করা উচিৎ। এখন প্রশ্ন হল, "ওয়েব এ্যাক্সেসিবিলিটি" বলতে কোন কোন ব্যাপারগুলোকে বুঝবো? লক্ষ্য করুণ –

ওয়েব এ্যাক্সেসিবিলিটি ব্যাপারটি এন্সিউর করতে করতে গেলে আপনাকে নিচের ব্যাপারগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এবং এগুলোকে নির্ভুলভাবে পেজে ইমপ্লিমেন্ট করতেই হবে। যেমনঃ

১) <html> শুরুর ট্যাগে ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাট্রিবিউট থাকতেই হবে। পিএসডি এইচটিএমএল কনভার্সন পর্বে দেখিয়েছিলাম <html> শুরুর ট্যাগে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাট্রিবিউট দিতে হয়। যেমনঃ

```
<html lang="en">
```

এটি দ্বারা ব্রাউজার এবং সার্চ ইঞ্জিন বুঝতে পারে, আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্ট কোন ল্যাঙ্গুয়েজে লিখা হয়েছে। ল্যাঙ্গুয়েজে উপর ডিপেন্ড করেই সার্চ ইঞ্জিন ওয়েবসাইটে পেজ ইনডেক্স করে। যদি এই এ্যাট্রিবিউট না থাকে তবে সার্চ ইঞ্জিন পেজটিকে সঠিকভাবে ইদেক্স করতে পারবে না, ফলে আপনার লক্ষ্যও পূরণ হবে না। অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ কোড পেতে **http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp** ভিসিট করতে পারেন।

২) পেজের <head> </head> সেকশনের ভেতরে অবশ্যই description, keywords মেটা ইলিমেন্ট/ট্যাগ থাকতে হবে। সাথে এগুলোর কনটেন্টও সেট করতে হবে। description ৬০ ক্যারেক্টারের মধ্যে লিখলে ভাল হয়। আর কী- ওয়ার্ডস কমপক্ষে ৩টি লিখতেই হবে। description keywords অবশ্যই আপনার সাইটকে টার্গেট করে লিখতে হবে। যদি আপনার সাইট ওয়েব সার্ভিস প্রোভাইডার হয় তবে, আমি লিখেছি নিচের মত –

```
<meta name="keywords" content="web design, web design server, web development service in rangpur, html template design, cheapest web design service">

<meta name="description" content="We provide high quality Web
```

৩) পেজের হেডিং ট্যাগ (h1 থেকে h6) অর্ডার অবশ্যই সঠিক থাকতে হবে। মানে, আপনার ওয়েব পেজে যদি একাধিক হেডিং ট্যাগ থাকে তবে, ট্যাগগুলো অর্ডার মেইনটেইন করে লিখতে হবে, যেমনঃ h1 ট্যাগের আগে h2 অথবা h4 ট্যাগ কখনই লিখবেন না। আবার h6/h5 ট্যাগের পরে বড় হেডিং ট্যাগ লিখবেন না। আবার, কোন সেকশনে যদি একাধিক হেডিং ট্যাগ পাশাপাশি হেডিং এবং সাবহেডিং হিসেবে থাকে তবে সেই ট্যাগ দুটিকে <hgroup></hgroup> ট্যাগ দিয়ে গ্রুপিং করতে হবে। সবসময় ইলিমেন্টের ফ্লো মেইনটেইন করতে হবে। তবেই এসইও ফ্রেন্ডলি ডিজাইন হতে পারবেন।

৪) লিঙ্ক/এ্যাংকর ট্যাগে title এ্যাট্রিবিউট ব্যাবহার করতে হবে। কারণ আপনি যখন কোন একটি লিঙ্কে নেভিগেট করবেন। তখন সেই লিঙ্কে গেলে কি কি ইনফো পাবেন, তার একটি সারসংক্ষেপ সেই টাইটেল এ্যাট্রিবিউটে লিখতে হবে।

৫) ইমেজ ট্যাগে alt এ্যাট্রিবিউট লিখতেই হবে। এটি ছাড়া ইমেজটি প্রোপারলি অপ্তিমাইজ হবে না। alt এর অর্থ হল Alternative Text। এটি একটি ইমেজকে এসইও ফ্রেন্ডলি করতে ব্যবহার করা হয়। alt না থাকলে যদি কখনও ইমেজটি সার্ভার থেকে কোন কারণে ডিলিট হয়ে যায় অথবা লোড না হয় তবে ইমেজের স্থানে ব্লাঙ্ক দেখাবে। আরও একটি ব্যাপার, এই alt এ্যাট্রিবিউটই ইমেজটির বর্ণনা ধারন করে। কারণ আগেই বলেছি, সার্চ ইঞ্জিন ইমেজ এবং কালার বা রং পড়তে পারে না। তাই Alternative Text থাকলে সার্চ ইঞ্জিন বুঝতে পারে যে এটি একটি ইমেজ, অন্যথায় ইমেজটিকে ইগনোর করবে ১০০% সময়।

৬) ইমেজ লিঙ্কে title এ্যাট্রিবিউট দিতে হবে। খেয়াল করুণ, ৩ এবং ৪ নং অপশনে বলেছিলাম লিঙ্ক ট্যাগে টাইটেল এবং ইমেজ ট্যাগে Alternative Text দিতে হবে। দুটোই ঠিক আছে। কিন্তু, যখন একটি ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে লিঙ্ক কাজ করবে। মানে, ইমেজে ক্লিক করলে কোন লিঙ্ক ওপেন হবে, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে উক্ত ইমেজটিকে title এ্যাট্রিবিউট দিতে হবে। এক্ষেত্রে, লিঙ্ক এবং ইমেজ দুটোরই টাইটেল টেক্সট একই থাকা উচিৎ।

৭) এছাড়াও যেখানে প্রযোজ্য মনে হবে, যেমন, কোন একটি div- এ টাইটেল এ্যাট্রিবিউট দিতে পারেন।

৮) এ্যাভ্রিবিয়েশন ওয়ার্ডের ইলাব্রেট ফর্মের জন্য title এ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে। ধরুন, আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্টে একটি ওয়ার্ড “www” আছে। সচারচর আমরা জানি www এর অর্থ কি। কিন্তু, এটা অনেকেই নাও জানতে। তাই না? অথবা সার্চ ইঞ্জিন বুঝবেও না এটা দিয়ে আপনি কি লিখেছেন। ফলে সার্চ ইঞ্জিন www- কে সম্পূর্ণভাবে ইগনোর করবে। ফলে আপনার লক্ষ্য অর্জন নাও হতে হতে। এটি যেনও না হয় সেজন্য, প্রতিটি এ্যাভ্রিবিয়েশন ফর্মের জন্য ইলাব্রেট ওয়ার্ড লিখে দিতে হবে। আর এই কাজটি করতে আপনাকে নিচের মত করে কোড ডিফাইন করতে হবে –

```
<abbr title=”World Wide Web”>WWW</abbr>
```

এই পদ্ধতিটি এইচটিএমএল সেকশনে দেখিয়েছিলাম। এটি অনপেজ এসইও এর একটি ইম্পরট্যান্ট পোর্শন।

৯) উল্লেখযোগ্য ওয়ার্ডকে এম্পাসিস বা বল্ড স্টাইল করা। যেমনঃ I am a web application developer. এখানে “application” ওয়ার্ডটিকে সেন্টেন্সটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাই এটিকে বল্ড করতে হবে। এই কাজটি করতে আপনাকে নিচের মত করে কোড লিখতে হবে –

```
I am a web <strong>application<strong> developer.
```

১০) উল্লেখযোগ্য টেক্সট বা ইলিমেন্টকে blockquote ট্যাগের আওতায় রাখা। যেমনঃ কোন স্পেশাল সেকশনে কোন এক নামিদাম লেখক বা মনীষীর উদ্ধৃতি বা মতামতকে বা নিজেরই কোন কথাকে হাইলাইট করতে চাইলে আপনার সেই সেকশন বা ইলিমেন্টকে blockquote ট্যাগের মধ্যে রাখা। যেমনঃ আমার নিজের প্রোফাইলের কিছু টেক্সট – “Hi, I’m Ariful Islam Shaon, Web Application Developer and Tech Enthusiast, WordPress Ninja, Writer, Spearker, Motivator, Consultant and good Listener as well. ;)”. এখন, আমি চাইছি, আমার এই প্রোফাইল টেক্সটটুকু হাইলাইত করবো, তাহলে সহজে এই কাজটি করতে blockquote ট্যাগের মধ্যে এই লিখার টুকু লিখে ফেলি –

```
<blockquote> Hi, I’m Ariful Islam Shaon, Web Application Developer
and Tech Enthusiast, WordPress Ninja, Writer, Spearker, Motivator,
Consultant and good Listener as well. ;)”. </blockquote>
```

প্রয়োজনীয় সিএসএস দিয়ে স্টাইল করি। কিন্তু সার্চ ইঞ্জিন কিন্তু সিএসএস পড়তে পারবে না। সার্চ ইঞ্জিন শুধুমাত্র blockquote ট্যাগটির কারণেই বুঝবে আপনার লিখাটি অন্য লিখাগুলো থেকে কিছুটা বেশি ইম্পরট্যান্ট রাখবে।

১১) লিঙ্কের স্টাইল করা। যেমনঃ মোবাইল থেকে আমরা কোন সাইট ভিসিট করলে বর্তমানে কোন লিঙ্কে আমি নেভিগেট করে আছি সেটি বুঝবার কোন উপায় নাই। কিন্তু, সিএসএস- এর সাহায্যে খুব সহজেই এই কাজটি করা যায়। এজন্য সিএসএস এ্যাংকর সুডো ক্লাস :focus এর ব্যবহার করতে হবে। এটি ব্যাবহার করলে যেকোনো ডিভাইস থেকে লিঙ্কে নেভিগেট করলে সেই লিঙ্কটিতে সিএসএস দিয়ে যে স্টাইল করা থাকবে সেটি দেখাবে। যেমনঃ

```
a:focus{
     color: red;
     font-weight: bold;
}
```

সাপোজ, আমি/আপনি এ্যাংকর focus ইভেন্টের জন্য উপরের সিএসএস স্টাইল অ্যাপ্লাই করেছি। ফলে, আমি/আপনি যখনই কোন লিঙ্কে কী- বোর্ডের Tab কী- এর সাহায্যে নেভিগেট করবো, তখনি

আমাদের ঐ লিঙ্কটির স্টাইল পরিবর্তন হয়ে focus ইভেন্টের স্টাইলটি ইমপ্লিমেন্ট হবে। এভাবে, যেকোনো লিঙ্ককে এ্যাক্সিসিবল করা যায় খুব সহজেই।

এছাড়াও আরও অনেক পদ্ধতি আছে একটি সাইটকে এ্যাক্সিসিবল করার, যা আপনি http://www.w3.org/WAI/ লিঙ্কে বিস্তারিত শিখতে পারবেন।

ওয়েব এ্যাক্সিসিবিলিটি টেকনিক লেসন এপর্যন্তই! ☺

rangpursource